দুই দারোগা।

(ডিটেক্‌টীভ উপন্যাস।)

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত।

কলিকাতা ৫৭।১ নং আহীরীটোলা ষ্ট্রীট হইতে

এন, কে, শীল এণ্ড এস, কে, শীল দ্বারা প্রকাশিত।

শীল-প্রেস।

৩৩৩নং অপার চিৎপুর রোড,—কলিকাতা।

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার শীল দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩১২ সাল।

আষাঢ়।
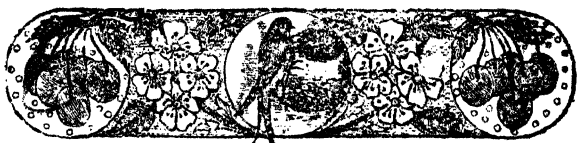
দুই দারোগা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।
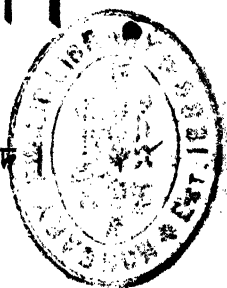
মৃতদেহ।

দারোগা রামশঙ্করবাবু এক জটিল হত্যারহস্যের মোক-দ্দমার অনুসন্ধানে লিপ্ত হইয়া, বিষম অপ্রতিভ হইয়াছিলেন। ঘটনাটি এই ;—

শীতকালের রাত্রি ;—চারিদিকে কুয়াসায় সমাচ্ছন্ন। আকাশে চাঁদ ছিল, কিন্তু কুয়াসা-তমোমলিন। রাত্রি অনুমান সার্দ্ধ দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে,—এই সময় দুইটি লোক কলিকাতার সোণাগাছির গলি হইতে বাহির হইয়া, মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট যেস্থলে অপার চিৎপুর রোড আসিয়া পড়িয়াছে, স্থলে আসিয়া দাঁড়াইল। একজনের সর্ব্বাঙ্গ ব্রাউন কলারের একটি অলষ্টারে আচ্ছাদিত,—অপরের গায়ে কাশ্মিরা

একটি কোট ও তাহার উপরে একখানি আলোয়ান। মোজা জুতা প্রভৃতি যেমন থাকিতে হয়, তাহা উভয়েরই ছিল।

ঐ দুইজন ভদ্রলোক সেখানে আসিয়া দাঁড়াইবা মাত্রেই, গাড়োয়ানেরা "বাবু গাড়ী চাই,"—"বাবু গাড়ী চাই" হাঁক ছাড়িয়া উঠিল। ঐ স্থানেই গাড়ীর আড্ডা।

যাঁহার সর্ব্বাঙ্গ অলষ্টারে আচ্ছাদিত, তিনি বলিলেন,—"হাঁ, গাড়ী চাই।"

একজন গাড়োয়ান ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাদের নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিল,—"কোথায় যেতে হবে বাবু?"

বাবু। রামবাগান।

গাড়ো। ভাড়া কি মিল্‌বে বাবু?

বাবু। কত নিবি বল?

গাড়ো। একটা আধুলী দেবেন বাবু।

বাবু। দূর,—একটি সিকি পাবি।

গাড়ো। উঠুন বাবু,—উঠুন।

যে বাবু কথা কহিতেছিলেন, তিনি অপর বাবুটির হস্ত ধরিয়া টানিয়া গাড়ীর মধ্যে লইয়া গিয়া, উভয়ে উপবেশন করিলেন। গাড়োয়ান গাড়ী হাঁকাইয়া দিল।

বিডনগার্ডেনের পূর্ব্বপার্শ্ব দিয়া গাড়ী রামবাগানে যাইবে, সেই স্থলে উপস্থিত হইয়া, গাড়ীর মধ্য হইতে একজন হাঁকিয়া বলিলেন,—"রক্ষে রক্ষে।"

এই কথাই কলিকাতার গাড়ী দাঁড় করাইবার সঙ্কেত বাক্য। গাড়োয়ান গাড়ীর গতি স্থগিত করিবামাত্র অলষ্টারে আবৃত দেহ বাবুটি গাড়ী হইতে লাফাইয়া নিম্নে নামিয়া

পড়িয়া পকেট হইতে একটি সিকি বাহির করিয়া গাড়োয়ানের হাতে দিয়া বলিলেন,—"১২।৩।২ নং কুসীর বাড়ীতে এই বাবুকে পঁহুছাইয়া দিয়া তুমি চলিয়া যাইবে।"

এই কথা বলিয়াই বাবু অতি দ্রুততর গতিতে বামদিকের মোড় ঘুরিয়া উমেশদত্তের গলির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গাড়োয়ান গাড়ী হাঁকাইয়া রামবাগানে ১২।৩।২ নং বাড়ীতে কুসীর অনুসন্ধান করিল। সে বাড়ীতে যাহারা ছিল, তাহারা বারাঙ্গনা বটে, কিন্তু কুসী নামধেয়া কোন রমণী সে বাড়ীতে ছিল না। তখন গাড়োয়ান তাহার কোচবাক্সে বসিয়াই ডাকিয়া বলিল,—"বাবু; এবাড়ীতেত কুসী বলিয়া কেহ নাই, আপনি কোথায় যাইবেন? আমাকে আর বিলম্ব করাইবেন না। চারি গণ্ডা পয়সা ভাড়া খাটিতে আসিয়া, একবার খুঁজিয়া খুঁজিয়া এখানে আসিলাম। আমি আর কোথাও যাইতে পারিব না। আপনি নামিয়া যান।"

গাড়োয়ানের ইচ্ছা, সে বাবুর নিকট আরও কিছু আদায় করিয়া লয়, কিন্তু বাবু তাহার কথায় কোনরূপ উত্তরাদি প্রদান করিলেন না। গাড়োয়ান অতিমাত্র বিরক্ত হইয়া অতিশয় রুক্ষস্বরে বলিল,—"নাম না বাবু চারি গণ্ডা পয়সায় কি আমার জান কিনে নিলে নাকি?"

বাবু তথাপি নিরুত্তর। এবার গাড়োয়ান কোচবাক্স হইতে নামিয়া পড়িল, এবং গাড়ীর দরোজার নিকট আসিয়া বলিল,—"নাম, নাম, আমরা ঢের ঢের মাতাল দেখেছি। যাও নেমে যাও—কোথায় যাবে চলে যাও। আর কিছু না পাইলে রাত দুকুরে গাড়ী লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে পারি না।"

কিন্তু বাবু তথাপি নিরুত্তর। গাড়োয়ান চীৎকার করিয়া বলিল,—"কি বাবু, নিজের বাড়ীর মত যেন মজা করিয়া ঘুমুচ্চো। ওঠ না, কোথায় যাবে যাও না।"

বাবু তথাপিও উঠিলেন না। একটি কথাও কহিলেন না। তখন গাড়োয়ান অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বাবুর হাত ধরিয়া এক টান দিল,—গাড়োয়ান ভাবিল, লোকটা বড়ই মাতাল হইয়া পড়িয়াছে,—এই টানে তাহার চৈতন্য হইবে! বাবুর দেহ গাড়ীর কাষ্ঠে হেলান দেওয়া ছিল,—গাড়ীর মধ্যে অন্ধকারের আবছায়া। গাড়োয়ানের টানে বাবুর দেহ ঘুরিয়া আসিল এবং দরোজার বাহিরে তাহার দেহের অর্দ্ধভাগ ঝুলিয়া পড়িল। গাড়োয়ানের হাতে ও পায়ে যেন শীতল জলের মত কি লাগিল।

গাড়োয়ান অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া, কোচবাক্স হইতে তাহার আলো আনিয়া দেখিল। একেবারে চমকিয়া উঠিল। দেখিল, বাবুর দেহে প্রাণ নাই—সে মৃতদেহ। তীক্ষ্ণধার ছুরিকা দ্বারা তাহার কণ্ঠদেশ ছিন্ন করা হইয়াছে। গাড়ীর মধ্যে রক্তস্রোত বহিতেছিল,—মৃতের পরিধেয় বস্ত্রাদি সমস্তই রক্তমাখা হইয়া গিয়াছিল। গাড়োয়ান চীৎকার করিয়া উঠিল। মোড়ের মাথায় একজন পাহারাওয়ালা গ্যাসস্তম্ভের গায়ে আত্মদেহ সমর্পণ করিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঝিমাইতেছিলেন, গাড়োয়ানের চীৎকারে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হওয়ায়, "কিয়ারে, মাতোয়ালা চুপ রহ—শালা লোক!" এই অপূর্ব্ব হিন্দিবাক্য প্রয়োগ করিয়া পুনরায় সুপ্তি-সুখলাভের চেষ্টা করিতেছিলেন,—কিন্তু "খুন হইয়াছে, খুন হইয়াছে,—সর্ব্বনাশ হইয়াছে।"

বলিয়া গাড়োয়ান পুনঃ পুনঃ চীৎকার করায়, প্রহরীপুঙ্গব অগত্যা ধীর পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইয়া, গাড়ীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। সেখানে গিয়া গাড়োয়ানের নির্দ্দেশমত নিজ হস্তস্থিত লণ্ঠনের আলোক দ্বারা গাড়ীর মধ্যে বাবুর মৃতদেহ দেখিয়া "শালা লোক, তোম্‌বি খুন কিয়া"—বলিয়া চীৎকার করিয়া, গাড়োয়ানের দ্বারাতেই মৃতদেহটিকে গাড়ীর মধ্যে উত্তমরূপে রক্ষা করতঃ দরোজা বন্ধ করাইয়া দিয়া, গাড়ীর কোচবাক্সে উঠিয়া বসিয়া গাড়োয়ান ও মৃতদেহ লইয়া থানায় গিয়া উপস্থিত হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—:(•):—

সূত্র।
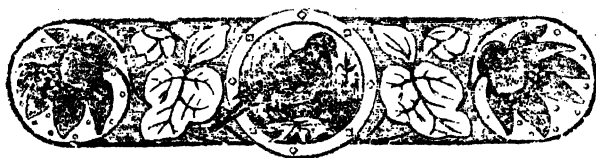
খুনের কথা শ্রবণ করিয়া, দারোগাবাবু সুখ-শয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাহিরে আগমন করিলেন। গাড়ীর নিকটে আসিয়া মৃতদেহ দর্শন করিয়া বুঝিতে পারিলেন, তীক্ষ্ণতর অস্ত্র দ্বারা মৃতের কণ্ঠদেশ ছিন্ন করিয়া হত্যা করা হইয়াছে।

গাড়োয়ানকে থানার আফিষগৃহের মধ্যে লইয়া, তাহার এজেহার লইতে আরম্ভ করিয়া, দারোগাবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি?"

গাড়োয়ান বলিল,—"আজ্ঞে, আমার নাম ছলমদ্দীন।"

দারোগা। এ কাহার গাড়ী?

গাড়ো। বিহারিবাবুর।

দারোগা। যে বাবু মরিয়াছে, ইহাকে তুই কোথা হইতে গাড়ীতে তুলিয়াছিলি?

গাড়ো। মস্‌জিদ বাড়ী ষ্ট্রীটের মোড়ে,—আমাদের আড্ডার কাছে।

দারোগা। কোথায় যাইব বলিয়া উঠিয়াছিল?

গাড়ো। এ বাবু কোন কথা বলে নাই,—ইনি বড় মাতাল ছিলেন। আর একটি বাবু ইহাঁকে টানিয়া গাড়ীর মধ্যে তোলেন।

দারোগা। সে বাবু কোথায় গেল?

গাড়ো। সে অনেকক্ষণের কথা,—গাড়ী ভাড়া করিয়া ইহাঁকে টানিয়া গাড়ীর মধ্যে তুলিয়া, আমাকে রামবাগানে কুশীর বাড়ী যাইতে বলেন। তারপরে, গাড়ী কোম্পানির বাগানের কাছে পঁহুছিলে, আমার ভাড়ার চারি আনা আমার হাতে দিয়া, এই বাবুকে কুসীর বাড়ী পঁহুছিয়া দিতে বলিয়া তিনি নামিয়া উমেশদত্তের গলির দিকে চলিয়া যান। আমি যথাস্থানে পঁহুছিয়া দেখি, সেখানে কুশী বলিয়া কেহ নাই। তারপরে বাবুকে ডাকি, বাবু কথা কহেন না,—নামিয়া বাবুর ঐ অবস্থা দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠি;—পাহারাওলাসাহেব চীৎকারে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হয়েন। তারপরে এই হজুরে আসিয়া হাজির হইয়াছি।

গাড়োয়ানের কথা শুনিয়া দারোগাবাবু ভাবিলেন, গাড়োয়ান যাহা বলিতেছে, তাহা সমস্তই সত্য হইতে পারে। ইহাকে অত্যন্ত মাতাল করিয়া, অপর লোকটি কোন গুপ্ত কারণে ইহাকে হত্যা করিতে পারে, গাড়োয়ান এই হত্যা ব্যাপারের কিছুই অবগত নহে। এইরূপে এই লোকটিকে হত্যা করিবার জন্যই সেই লোকটি ইহাকে কৌশলে অত্যধিক পরিমাণে মদ্য পান করাইয়া থাকিবে,—তারপরে গাড়ী ভাড়া করিয়া গাড়ীর মধ্যে নিজের পূর্ব্বসংগৃহীত তীক্ষ্ণধার অস্ত্র দ্বারা ইহাকে নিহত করিয়া, গাড়ী রামবাগানে পঁহুছাইবার

পূর্ব্বেই সে নামিয়া চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু তথাপিও দারোগা রামশঙ্করবাবু ঘুরাইয়া ফিরিাইয়া গাড়োয়ানকে যথোচিত প্রকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাড়না করিলেন, ভয় প্রদর্শন করিলেন, কিন্তু গাড়োয়ান যাহা বলিয়াছিল, তদতিরিক্ত আর কিছুই বলিতে পারিল না।

তবু কিন্তু রামশঙ্করবাবু গাড়োয়ানকে মুক্তি দান করিতে পারিলেন না। তাহাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "যে লোকটি তোর গাড়ী হইতে নামিয়া চলিয়া গিয়াছিল, তার চেহারা তোর মনে আছে?"

গাড়ো। আজ্ঞা না। কুয়াসায় সমস্ত দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন,—আমি আলো ধরিয়াও দেখি নাই। তবে সেই লোকটির গায়ে একটি মেটেরঙ্গের অলষ্টার ছিল।

দারো। তুই তার গায়ের অলষ্টারের মেটে রং দেখতে পেলি, অথচ তাহার চেহারা দেখ্‌তে পেলি না?

গাড়ো। আজ্ঞা, তিনি যখন আমার ভাড়া মিটাইয়া দেন, তখন হাত উঁচু করিয়া কোচবাক্সে পয়সা দেন,—আমার লণ্ঠনের আলোকে তাঁহার হাতের জামার কাপড় বেশ দেখিতে পাইয়াছিলাম।

রামশঙ্করবাবু গাড়োয়ানকে হাজতগৃহে পাঠাইয়া দিয়া, তখনই যথাবিধি পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক থানা হইতে বাহির হইলেন।

পথে বাহির হইয়া রামশঙ্করবাবু ভাবিতে লাগিলেন, এখন যাই কোথায়? যে অতি সতর্কতার সহিত গাড়ীর মধ্যে নরহত্যা সম্পাদন করিয়া বাহির হইয়া চলিয়া গিয়াছে, কি

করিয়া তাহার সন্ধান পাওয়া যাইবে? সে কখনই নিশ্চিন্ত মনে উমেশদত্তের গলিতে বসিয়া রহে নাই। নিশ্চয়ই সে তাহার পদচিহ্ন বিলুপ্ত করিয়া সেখান হইতে কোন্ অজানা-দিকে প্রস্থান করিয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু অনুসন্ধানের অন্য সূত্র যখন নাই, তখন সেই দিকে গমন করাই আপাততঃ সুযুক্তি সম্পন্ন কার্য্য।

রামশঙ্করবাবু তাহাই স্থির করিয়া দ্রুততর গমনে বিডন ষ্ট্রীট হইয়া উমেশদত্তের গলিতে প্রবেশ করিলেন। সে গলিটি তখন জনশূন্য;—পথিক পরিত্যক্ত হইয়া বিশ্রাম করিতেছিল। আশে পাশে চাহিতে চাহিতে রামশঙ্করবাবু গমন করিতে লাগিলেন, এবং অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই সে অনতিদীর্ঘ গলি-পথ পার হইয়া মাণিকতলা ষ্ট্রীটে উপস্থিত হইলেন। মাণিক-তলার এই স্থানটির মোড়েই রামবাগানের রূপোগাজি নামক প্রসিদ্ধ বেশ্যাপল্লী,—বহু বারাঙ্গণার বসতি।

দারোগা রামশঙ্করবাবু সেই স্থানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন, খুনী, চোর, বদমায়েস প্রভৃতি দুরাত্মাগণের আবাস-নীড় বেশ্যালয়ে। এই স্থানে বহু বেশ্যার অবস্থান,—সম্ভবতঃ সে ব্যক্তি এইদিক দিয়া ঘুরিয়া কোন বেশ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া থাকিবে। কিন্তু কি উপায়ে তাহার সন্ধান বয় যাইতে পারে!

তিনি অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া চিন্তা করিলেন। তারপরে, অতি দ্রুততর গমনে থানায় ফিরিয়া গিয়া সাধারণ ভদ্রলোকের পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক তখনই আবার রামবাগানাভিমুখে চলিয়া আসিলেন।

তিনি প্রতি বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, কিন্তু তখন প্রায় সমস্ত বাড়ীরই দরোজা বন্ধ। সর্ব্বত্রই নিস্তব্ধ,—কচিৎ দুই এক স্থানে গান বাজনা হইতেছিল। সে সকল স্থলে গমন করিয়া যাহা জানিলেন, তাহাতে তাঁহার তদন্তের কোন আস্কারা হইল না, বা কোনপ্রকার সূত্র প্রাপ্ত হইলেন না।

তখন রাস্তার পাহারাওয়ালাদিগের নিকটে নিকটে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সকলকেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন,—রাত্রি অনুমান বারটার পর হইতে আর এ পর্য্যন্ত মেটে-রঙ্গের অলষ্টার গায় দিয়া কাহাকেও যাইতে দেখিয়াছে কি না। সকলেই প্রায় দেখিয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারিল না। কোথাও কোন প্রকার সন্ধান না পাইয়া অতি ক্ষুণ্ণ মনে রামশঙ্করবাবু থানায় ফিরিতেছিলেন।

এবার রামবাগানের দক্ষিণ দিক ঘুরিয়া যে একটা ক্ষুদ্র গলিপথ বাহির হইয়াছে, সেই পথ ধরিয়া আসিতেছিলেন। সেই পথের পার্শ্বে ডোমপাড়া। রামশঙ্করবাবু চলিয়া আসিতে আসিতে দেখিতে পাইলেন, দূরে যেখানে গ্যাসের আলোক-স্তম্ভের ছায়া পড়িয়া অনেকখানি স্থান আবৃত করিয়া রাখি-য়াছে, তাহার পার্শ্বে একটা মানুষের কি মত পড়িয়া রহিয়াছে। তিনি দ্রুতপদে সেখানে গমন করিলেন। লক্ষ্য করিয়া চাহিয়া দেখিলেন, সে একখানা মোটা কাপড়। পায়ের জুতার গুঁতা দিয়া সরাইয়া ফেলিলেন,—ইহা অলষ্টার।

রামশঙ্করবাবুর বুকটা ধড়াস্ ধড়াস্ করিয়া উঠিল। ইহা ব্রাউন কলারের অলষ্টার। তখনই তাহা হাতে করিয়া তুলিয়া আলোর নিকট দেখিলেন। দেখিলেন, অলষ্টারের সর্ব্বত্র

তখনও রক্তের দাগ লাগিয়া রহিয়াছে। পকেটে হাত দিয়া আর কিছুই প্রাপ্ত হইলেন না,—কেবল যে ছুরিকায় হতভাগ্য যুবকের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া, তাহার জীবলীলার সাঙ্গ করিয়াছিল, সেই তীক্ষ্ণধার ছুরিখানি রহিয়াছে,—ছুরিকার গাত্রেও তখন রক্তমাখা ছিল।

রামশঙ্করবাবুর চিত্ত একটু আশ্বাম্বিত হইল। তিনি ভাবিলেন, এই সূত্র লইয়া হয়ত সেই নরঘাতক দুরাত্মাকে ধৃত করিতে সক্ষম হইব। পরক্ষণেই আবার নিরাশার ক্ষীণশ্বাস উঠিয়া তাঁহার প্রফুল্ল হৃদয়কে দমাইয়া দিল। মনে হইল, চতুর নরঘাতী কখনই সূত্র রাখিয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। পাছে, তাহার অলষ্টার দেখিয়া কেহ ধৃত করিতে পারে, সেইজন্য সে, এ সকল ফেলিয়া দিয়াআপনার গন্তব্য স্থানে চলিয়া গিয়াছে।

রামশঙ্করবাবুর আরও মনে হইল, সে সুচতুর দুর্ব্বৃত্তের বাসস্থান আরও দূরতর স্থানে হইবে। যেদিকে তাহার বাড়ী বা বাসস্থানের যায়গা, সে, সে পথে প্রথমে কখনই উঠে নাই। সে কোন্ দিক দিয়া কোথায় গমন করিয়াছে, তাহার সন্ধান করা আপাততঃ নিতান্তই দুর্ঘট।

যাহাহউক, একেবারে নিরাশ হইয়া ফিরিতেছিলাম,—অলষ্টার ও ছুরিকাখানি পাইয়া তথাপি একটু আশার আলো মনে জাগিল। রামশঙ্করবাবু থানায় ফিরিয়া গেলেন। তখন চারিটা বাজিয়া গিয়াছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—[•]—

অলষ্টারে।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া রামশঙ্করবাবু অলষ্টারটি বাহির করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন,—তাহাতে ধোবার চিহ্নাদি কিছুই নাই, তাহা সম্পুর্ণ নূতন। সম্ভবতঃ একমাস কি দুই মাসের উপরে তাহা ক্রীত হয় নাই। কোথা হইতে কাহার দ্বারা এই অলষ্টার ক্রীত হইয়াছিল, তাহা জানিতে পারিলে অনুসন্ধানের সুবিধা হইতে পারে, কিন্তু এত বড় কলিকাতা সহরের কোন দোকান হইতে এই অলষ্টার খরিদ হইয়াছে, তাহা সন্ধান করা একান্তই অসম্ভব। যাহা হউক, রামশঙ্করবাবু সেই অলষ্টারটি লইয়া কলিকাতার সুবিখ্যাত এক জামা কাপড়ের দোকানে গিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই অলষ্টারটি কোথায় প্রস্তুত ও কাহার দ্বারা বিক্রীত হইয়াছে, জানিবার কোন উপায় আছে কি?"

সেই দোকানের যিনি কর্ত্তা, তিনি অনেকক্ষণ নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া বলিলেন,—"এই কাপড় আমাদের দেশেই প্রস্তুত। ইহা ধারোলে তৈয়ারি হয়। বোধ হয় ইণ্ডিয়ানষ্টোরে

গমন করিলে আপনি কিছু অবগত হইতে পারিতে পারেন কেননা, দেশীয় কাপড় তাঁহারাই আমদানি করিয়া থাকেন। যদি এই কাপড় তাহাদের আমদানি করাহয়, তবে কাহাকে বিক্রয় করিয়াছেন, বলিতে পারিবেন, এবং সেই সূত্র লইয়া যদি কোন প্রকার আস্কারা হয়।”

রামশঙ্কর বাবু অলষ্টারটি লইয়া তখনই বাহির হইলেন, এবং একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ী ডাকিয়া তাহাতে আরোহণ পূর্ব্বক ইণ্ডিয়ান ষ্টোর অভিমুখে গমন করিলেন।

তিনি যখন সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন বেলা সাড়ে নয়টা। যে সকল কর্ম্মচারী তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা বলিলেন,—“আমাদের ম্যানেজার এখানে উপস্থিত নাই, তিনি না আসিলে, আমরা কিছুই বলিতে পারিব না।”

ম্যানেজার কখন আসিবেন, জিজ্ঞাসা করায়, তাঁহারা বলিলেন, “সাড়ে দশটার মধ্যে তিনি নিশ্চয়ই আসিবেন।”

রামশঙ্করবাবু ম্যানেজারের আগমন প্রতীক্ষায় সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত সেখানে বসিয়া থাকিলেন। ক্রমে ক্রমে সাড়ে দশটা উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তথাপি ম্যানেজারবাবু আগমন করিলেন না। তারপরে প্রায় বারটার সময় তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রামশঙ্করবাবু স্নানাহার বন্ধ করিয়া ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেই স্থানেই বসিয়াছিলেন।

ম্যানেজার বাবু রামশঙ্করবাবুর পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া আদর আপ্যায়িতে পরিতুষ্ট করিলেন, এবং অলষ্টারের কাপড় দেখিয়া বলিলেন,—“হাঁ ধারোয়াল হইতে এ কাপড় আমরাই ইণ্ডেণ্ট করিয়া আনাইয়াছি।”

রা। অনুগ্রহ করিয়া আপনাকে দেখিতে হইবে, এই কাপড় কত থান আপনাদের এখানে আসিয়াছিল, কত থান মজুদ আছে,—আর যাহা বিক্রয় হইয়াছে, তাহাই বা কোন্ ব্যক্তি বা দোকানদার ক্রয় করিয়া লইয়াছে?

ম্যানেজার বাবু একজন কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া তাহার অনুসন্ধান করিতে বলিলেন,—কর্ম্মচারী অনেকক্ষণ কাগজপত্র ঘাঁটিয়া দেখিয়া আসিয়া বলিল, "ঐ কাপড় মোটে তিন থান আমদানি হইয়াছিল, তাহার এক থান আমাদের দোকানে কাটাইয়া কয়েকটা কোট প্রস্তুত করান হইয়াছিল, আর এক থান নগদ বিক্রয় করা হইয়াছিল,—বাকি একথান এখনও মজুদ আছে।"

রা। আপনি কি বলিতে পারেন, আপনাদের দোকানে যে একথান কাটা হইয়াছিল, তাহার কি প্রকার জামা প্রস্তুত হইয়াছিল?

ক। হাঁ তাহা বলিতে পারি। একটি ভদ্রলোকের ফরমাইসে তাঁহার নবম বর্ষীয় পুত্রের জন্য কোট ও পেণ্টুলেন প্রস্তুত হয়, আর বাকি কয়েকটা ইংলিশ কোট হইয়াছিল।

রা। আর একটা থান যে বিক্রয় হইয়াছিল, তাহা কাহার নিকটে বিক্রয় হইয়াছে, তাহা বলিতে পারেন?

ক। না। সে নগদ টাকায় বিক্রয়,—সুতরাং কাহারও নাম লিখিত হয় নাই।

রা। এইরূপ কাপড় কলিকাতার আর কোন দোকানে পাওয়া যায়?

ম্যা। বোধ হয় না। তবে ঠিক বলিতে পারি না।

রা। কেন, ধারোয়াল হইতে অন্য দোকানদারও ত ইহা ক্রয় করিয়া আনিয়া বিক্রয় করিতে পারে।

ম্যা। কাপড়টা আমরা নমুনা দিয়া এইবার নূতন প্রস্তুত করাইয়াছি,—সেই জন্য বলিতেছি, অন্যত্রে পাইবার সম্ভব নাই। তবে যদি কেহ তারপরে দুই এক থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহাও ঠিক বলিতে পারি না।

রা। ভাল, এই অলষ্টারটি কোথায় প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা ইহার ছাটকাটও সেলাই দেখিয়া বলিবার কোন উপায় আছে কি?

ম্যা। তাহা সম্ভব নহে।

এই সময় একজন ক্রেতা সেই স্থানে আগমন করিলেন। তিনি বলিলেন, "মহাশয়! ধারোয়াল থেকে এক প্রকার নূতন কাপড় আমদানি করিয়াছেন, তাহা কি আর আছে?"

ম্যানেজার বলিলেন,—"তিনি চারি প্রকারের কাপড় আমদানি হইয়াছে, আপনি কি প্রকার চান?"

ক্রে। আমি সে কাপড়ের নাম জানি না। মুসাফৎ খাঁ দর্জ্জির নিকট একদিন সে কাপড় দেখিয়াছিলাম—সে প্রায় দুই মাসের কথা। তখন সে কাপড় কিনিব বলিয়া আমার ইচ্ছা হয়। কিন্তু ঘটনাক্রমে আমাকে কলিকাতা ছাড়িয়া সেই সময়েই মফস্বলে যাইতে হয়, তাইতে এতদিন লইতে পারি নাই। নূতন রকমের যে তিনচারি প্রকার কাপড় আনান হইয়াছিল,—তাহাই আমাকে দেখান।"

রামশঙ্করবাবু মনঃসংযোগ পূর্ব্বক বাবুটির কথা শুনিতেছিলেন, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহাশয়! কোন্ মুসাফৎ খাঁ দর্জ্জির কথা বলিতেছেন?"

ক্রে। ঐ যে চুণাপুকুর লেনের মোড়ের দোকান তার। সে বেশ ভাল ছাট কাট করে।

রা। আচ্ছা, আপনি উঠিয়া দেখুন,—সে কোন্ কাপড়।

একজন কর্ম্মচারীর সহিত ভদ্রলোকটি উঠিয়া যেখানে বহুবিধ কাপড় সজ্জিত ছিল, তথায় গমন করিলেন, এবং ব্রাউনকলারের একটা কাপড় পসন্দ করিয়া বলিলেন,—"এই কাপড়।"

রামশঙ্করবাবুও তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন,—"মহাশয়! আপনি মুসাফৎ খাঁ দর্জ্জিকে এই কাপড়ের কি প্রস্তুত করিতে দেখিয়া ছিলেন?"

ভ। একটা অলষ্টার প্রস্তুত করিতে দেখিয়াছিলাম।

তখন রামশঙ্কর বাবুর হৃদয়ে উৎসাহের সহিত আশার সঞ্চার হইল। তিনি আসিয়া পূর্ব্বকার আসনে উপবেশন করিলেন, এবং ভদ্রলোকটির উপরে দৃষ্টি রাখিলেন। তারপরে তাঁহার কাপড় ক্রয় করা সমাপ্ত হইলে, তাহাকে সেই দিকে ডাকিলেন।

তিনি নিকটে আসিলে আবরণ উন্মুক্ত করিয়া অলষ্টারটি দেখাইয়া বলিলেন,—"দেখুন দেখি মহাশয়! এই অলষ্টারটি কি আপনি মুসাফৎখাঁ দর্জ্জিকে প্রস্তুত করিতে দেখিয়াছিলেন?"

ভদ্রলোকটি তাহা হাতে করিয়া দেখিয়া চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন,—একি মহাশয় অলষ্টারে রক্ত মাখা কেন?"

রা। সে পরে শুনিতে পাইবেন। এই অলষ্টারটিই কি আপনি মুসাফৎখাঁ দর্জ্জিকে প্রস্তুত করিতে দেখিয়াছিলেন?

ভ। হাঁ,—এইত একই কাপড়। বোধ হয় এইটাই হইবে। কিন্তু ঠিক বলিতে পারি না। কেন না,—এই কাপড়ের সে

আরওত প্রস্তুত করিতে পারে। মহাশয়! এ অলষ্টারে এত রক্তের দাগ কেন?

রা। আপনার ঠিকানা ও নামটি অনুগ্রহ করিয়া আমায় বলুন।

ভ। ওঃ; বোধ হইতেছে, আপনি পুলিস কর্ম্মচারী এবং কোন একটা ভয়ানক ঘটনার তদন্ত করিতেছেন?

রা। তাহাই,—এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়া আপনার নাম ও ঠিকানা বলুন।

ভ। কি বিপদ! কাপড় কিনিতে আসিয়াত মন্দ ঝঞ্ঝাটে পড়িলাম না! মহাশয়! আমি মফঃস্বলেরলোক,—সরকারি কার্য্যোপলক্ষে মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আসিয়া থাকি,—আমাকে লইয়া টানাটানি করিলে আমি বিপন্ন হইয়া পড়িব।

রা। (হাসিয়া) আপনার কোন ভয় নাই,—আপনাকে অন্য কোন সাক্ষীও দিতে হইবে না, তবে দর্জ্জি যদি অস্বীকার করে যে, সে এইরূপ কাপড়ের অলষ্টার কখনও সেলাই করে নাই,—তবেই আপনার সাক্ষীর প্রয়োজন হইবে।

ভ। তা বোধ হয় সে করিবে না,—সে যখন সেলাই করিয়াছে, তখন অস্বীকার করিবার তাহার কোন প্রয়োজন নাই।

রা। আপনার নামও ঠিকানা বলুন।

ভ। আমার নাম দীনেন্দ্রনাথ ঘোষ—নিবাস বারাসাত। আমি আবাদে জমিদারি কার্য্যে নায়েবী করি।

রামশঙ্কর বাবু বলিলেন, "আপনি আমার সঙ্গে মুসাফৎ খাঁর দোকানে চলুন। আপনি আপনার ঐ কাপড় দিয়া বলিবেন, সে দিন যে প্রকার অলষ্টার প্রস্তুত করিয়াছিলে,

আমাকে ঠিক সেই প্রকারের একটি প্রস্তুত করিয়া দিতে হইবে।"

ভ। আমিত অলষ্টার প্রস্তুত করাইব না,—কোট করাইব।

রা। তাহা না করুন,—প্রথমে ঐ কথা পাড়িলে, আমার সন্ধানের সুবিধা হইবে।

ভ। আপনি যখন পুলিসের কর্ম্মচারী,—সরকারি কার্য্যের সহায়তা জন্য আমাকে যাহা বলিবেন, আমি তাহাই করিতে বাধ্য। চলুন,—আপনার সঙ্গে যাই।

তখন রামশঙ্করবাবু সেই ভদ্রলোকটিকে সঙ্গে করিয়া চুণাপুকুর লেনের মোড়ের মাথায় বৌবাজার ষ্ট্রীটের উপর মুসাফৎ খাঁর দোকানে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

মুসাফৎ খাঁর দর্জ্জির দোকান তেমন বড় নহে। দুই জন কারিগর ও একটি সেলাইয়ের কল লইয়া সে তাহার কারবার চালাইত।

মুসাফৎ খাঁ বয়স পঞ্চাশ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। বর্ণ কালো, দেহ একহারা—মুখের শশ্রু গুম্ফ কতক শ্বেত ও কতক কৃষ্ণবর্ণ। সে চক্ষুতে চসমা দিয়া একটা কাপড় কাটিতেছিল।

ভদ্রলোকটিকে আসিতে দেখিয়া সে বলিল,—"আসুন বাবু সাহেব। কাপড় পাইয়াছেন কি?"

কাপড় আনিতে যাইবার সময় ভদ্রলোকটি তাহাকে জানাইয়া গিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন,—

"হাঁ, কাপড় পাইয়াছি। সে দিন যে প্রকারের অলষ্টার তৈয়ারি করিয়াছিলে, আমাকেও তাহাই করিয়া দিতে হইবে।"

মু। তাই হবে বাবু। আপনি যে কোট তৈয়ারি করিতে চাহিতেছিলেন ?

ভ। তাই ভাবছি—কোট করি কি অলষ্টার করি।

এই কথায় রামশঙ্করবাবু বলিলেন,—"সে অলষ্টারটি কে তৈয়ার করিয়াছিল, দর্জ্জিসাহেব ?"

মুসাফৎখাঁ বলিল,—"আপনারা তাঁকে চিনিবেন না, বোধ হয়।"

রা। তবে নামটাই শুনি না।

মু। বৈঠকখানা বাজারের একজন মুসলমান ভদ্রলোক।

রা। তাঁর নাম কি ?

মু। আবদুল সোভাহান।

রা। তিনি কোন্ বাড়ীতে থাকেন ?

মু। ঠিক বলিতে পারি না,—কেন মহাশয় ?

রা। তাঁহার অলষ্টারটি চুরি গিয়াছিল,—আমি পাইয়াছি।

মু। তাঁহার অলষ্টার চুরি গিয়াছে,—বলেন কি মহাশয় ? ক'ল সন্ধ্যার সময় আমি তাঁহাকে সেই অলষ্টার গায়ে দিয়া এই পথে যাইতে দেখিয়াছি।

রা। তোমার ভ্রম হইতে পারে। সে হয়ত আগে কোন দিন।

মু। আমার ভ্রম হইবে কেন মহাশয় ? তিনি আমার দোকানে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ আমার সহিত কথা কহিয়া গিয়াছেন।

রা। তখন তাঁহার গায়ে অলষ্টার ছিল ?

মু। নিশ্চয় ছিল। আমি যেন চসমাই ব্যবহার করি, তা বলিয়াত আর কাণা নই।

তখন রামশঙ্করবাবু তাহার কক্ষদেশস্থ আবৃত অলষ্টারটি বাহির করিয়া, তাহার আবরণ উন্মোচন করতঃ দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দেখ দেখি,—এ অলষ্টারটি কাহার?"

মুখাফৎ খাঁ দর্জ্জি অলষ্টার দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। বলিল,—"তাইত, এইত তাঁহারই অলষ্টার। কিন্তু ইহাতে এত রক্তের দাগ কেন? তিনি ভাল আছেন ত?"

রা। ভাল আছেন কি মন্দ আছেন, বলিতে পারি না। এই অবস্থায় ইহা পথে কুড়াইয়া পাওয়া গিয়াছে। আমি তাঁহার বাড়ী যাইব,—তুমি ঠিকানা বলিয়া দাও।

মু। আপনি কি পুলিসের লোক?

রা। হাঁ।

মু। তিনি মিঞা সলাবৎ খাঁর বাড়ীতে থাকেন।

রা। সলাবৎ খাঁর বাড়ীর ঠিকানা কোথায়?

মু। ওল্ড বৈঠকখানা বাজারের মোড়ে দোতালা বাড়ী আছে,—সেই বাড়ী তাঁর।

রা। বাড়ীর নম্বর জান?

মু। না।

রা। তোমার দোকানের আর কেহ সে বাড়ী চেনে?

মু। না।

রা। তবে তুমি আমার সঙ্গে চল। সে বাড়ী দেখাইয়া দিবে।

মু। মহাশয়! আমার হাতে এখন অনেক কাজ রহিয়াছে।

রা। সরকারি কাজের জন্য সকল কাজ ফেলিয়া তোমাকে যাইতে হইবে।

মুখাসৎ খাঁ ইতস্ততঃ করিতেছিল, রামশঙ্করবাবু তাহাকে এক ধমক দিলেন, তখন অগত্যা উঠিয়া একটা উড়ানি কাঁধের উপর ফেলিয়া তাহার নাগরা জুতা যোড়াটি পায় দিয়া বাহির হইল। বলিল,—"আসুন।"

রামশঙ্করবাবু তাহাকে সঙ্গে করিয়া থানায় গমন করিলেন, এবং সেখান হইতে কয়েকজন কনষ্টবল সঙ্গে লইয়া, সলাবৎ খাঁর বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

মির্জ্জা সলাবৎখাঁ বাহিরের বৈঠকখানায় বসিয়াছিলেন। তাঁহার বয়স পঞ্চাশের উর্দ্ধে নহে, কিন্তু দেখিলে তাহার অনেক উপরে বলিয়া জ্ঞান হয়। মুখে বিরল শ্মশ্রু গুম্ফ,—দেহ কঙ্কালসার, তাঁহার হাঁপানি রোগ আছে। বৈঠকখানায় বসিয়া বসিয়া হাঁপাইতেছিলেন,—দারোগার নিকটে অনুমানপ্চবিংশ-বর্ষীয়া এক সুন্দরী যুবতী দাঁড়াইয়াছিল। বোধ হয়, খাঁ সাহেবের কোন কার্য্য জন্য আসিয়াছিল,—লোকজনের পায়ের শব্দ পাইয়াই যুবতী দ্রুত পদে অন্দরের দিকে প্রস্থান করিলেন। রামশঙ্করবাবু সদলবলে সেই বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন।

পুলিসের লোক বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, সলাবৎ খাঁ বিস্মিত হইলেন। হাঁপানির চালিত বক্ষে তীব্রনয়নে চাহিয়া দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহাকে খুঁজিতেছেন মহাশয়?"

অগ্রগামী রামশঙ্করবাবু বলিলেন,—"আপনার কি নাম?"

স। আমার নাম সলাবৎখাঁ;—আপনারা কাহাকে খুঁজিতেছেন?

রা। আপাততঃ আপনাকেই।

স। আমাকে! আমাকে কেন খুঁজিতেছেন মহাশয়?

রা। এই অলঙ্কারটি দেখিয়া কি আপনি চিনিতে পারেন, ইহা কাহার?

রামশঙ্করবাবু অলঙ্কারটি সলাবৎখাঁর সম্মুখে ধরিয়া দিলেন। সলাবৎখাঁ তাহা দেখিয়া বলিলেন,—"হাঁ, উহা চিনি বৈ কি।"

রা। কার বলুন দেখি?

স। আবদুল সোভাহানের।

রা। আবদুল সোভাহান কে?

স। সে আমারই বাড়ীতে থাকে,—একটি ভদ্র যুবক।

রা। তিনি এখন কোথায়?

স। ঠিক বলিতে পারি না। আপনি এ অলঙ্কার কোথায় পাইলেন?

রা। তাহা পরে শুনিতে পাইবেন,—বর্ত্তমানে আবদুল-সোভাহান কোথায় তাহাই শুনিতে চাহি।

স। এই মাত্র আমার মেয়ের নিকট শুনিছেতিলাম, সে কাল সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছে, আর এখনও ফিরিয়া আইসে নাই।

রা। আবদুল সোভাহান আপনার কে হয়?

স। কেহ নহে,—একদেশে বাড়ী।

রা। সে কি কার্য্য করে?

স। কিছুই না। আমারই কাজ-কর্ম্ম একটু দেখে,—আমারই এখানে খায় দায় থাকে।

রা। তাহার স্বভাব চরিত্র কেমন?

স। আবদুল সোভাহানের স্বীয়-চরিত্র—সে খুব ভাল লোক।

রা। যদি ভাল চরিত্র, তবে রাত্রে বাহিরে কাটাইবে কেন?

স। কখনও এমন দেখি নাই,—তবে আজি কয়দিন ধরিয়া ও বাড়ীর আবদুল গফুরের সঙ্গে মিশামিশি আরম্ভ করিয়াছে,—তাহাতে আমারও একটু একটু সন্দেহ হইতেছে। আ'জ আসিলে একবার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি,—অমন হয়ত ঝাঁটা মারিয়া বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিব।

রা। আবদুল গফুর কে?

স। ওবাড়ীর বড় মিঞার ছোট ছেলে। ছোঁড়াটা লেখা পড়াও খুব শিখেছে,—গতবারে বি, এ, পাশ করেছে,—কিন্তু ইংরেজী পড়ার কেমন দোষ, সঙ্গে সঙ্গে মদ প্রভৃতি গর্হিত জিনিষ আসিয়া জুটীয়া পড়ে।

রা। আবদুল সোভাহান লেখাপড়া জানে?

স। হাঁ, তাকেও আমি তজ্জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছিলাম,—সোভাহানও বি, এ, ফেল। কিন্তু পাস ফেলে কি করে—অনেকের বিশ্বাস গফুর বি, এ, পাশ করিয়া যে লেখাপড়া শিখিয়াছে,—বি, এ, ফেল শোভাহান তার চেয়ে ঢের বেশী লেখাপড়া জানে। আর আমাদের শাস্ত্রে—অর্থাৎ আরবি ও পারসি পুস্তকে সোভাহানের সমধিক দখল।

রা। সোভাহানের বাড়ী কোন্ দেশে?

স। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের দেশে—ঢাকা জেলায়।

রা। এ বাড়ী কি আপনার?

স। হাঁ, এ বাড়ী আমার। আর গফুররা যে বাড়ীতে থাকে, উহাও আমার বাড়ী—উহারা ভাড়া দিয়া বাস করে।

রা। আপনার পুত্র কয়টি?

স। না মহাশয়, আমার একটি পুত্রও নাই। একটি মাত্র কন্যা।

রা। কন্যার বিবাহ দিয়াছেন কোথায়?

স। বিবাহ দেশের একটি ভদ্রযুবকের সহিত হইয়াছিল,—আজি প্রায় পাঁচবৎসর জামাইটি মারা পড়িয়াছে।

রা। আপনার সে বিধবা কন্যা কোথায়?

স। আমার এই বাড়ীতেই আছে।

রা। তাহার পুনরায় বিবাহ দেন নাই কেন?

স। আমার এই অসুস্থ শরীর—বিবাহ দিলে তাহারা লইয়া যাইতে পারে. তখন আমায় দেখিবে কে, এইজন্য দেই দেই করিয়াও বিবাহ দেওয়া হয় নাই।

রা। সোভাহান যখন ছেলে ভাল, লেখাপড়াও জানে,—তখন তাহার সহিত আপনার কন্যার বিবাহ দিলেওত হয়,—সেত এই স্থানেই থাকে।

স। আমি অধিক কথা কহিতে সক্ষম নহি,—ক্ষমা করিবেন, মহাশয়! ঐরূপ একটা কিছু করিব বলিয়া মনে করিয়া আসিতেছি, কিন্তু ঘটনায় ঘটাইয়া তুলিতে পারি নাই।

রা। আর কয়েকটি মাত্র কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিব। আপনি বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন, কোন একটা ঘটনার অনুসন্ধানেই আমি আপনার বাড়ী আসিয়াছি, এবং আপনাকে এত কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি,—কেবল আপনার সাংসারিক অভিজ্ঞতা লাভ করিতে অভিলাষী নহি।

স। হাঁ, তাহাত বুঝিতেই পারিতেছি। আপনার কি আর জিজ্ঞাসা আছে বলুন? কিন্তু অধিক কথা কহিতে আমার বড়

কষ্ট হইতেছে। হাঁপানীর রোগীর পক্ষে অধিক কথা বলা বড়ই কষ্টকর।

রা। গোফুরের সঙ্গে মিশিয়া সোভাহান কি মদ টদ খাইতে আরম্ভ করিয়াছে, বলিতে পারেন ?

স। গফুর মদ খায় শুনিয়াছি। সোভাহান ধার্ম্মিক মুসলমান, সে যে মদ খাইবে, তাহা বিশ্বাস হয় না। কারণ, আমাদের শাস্ত্রে মদ স্পর্শ করাও মহাপাপ।

রা। আবদুল গফুরের সহিত সোভাহানের কতদিন পর্য্য মিশামিশি হইয়াছে ?

স। তা ঠিক বলিতে পারি না,—তবে এই কয়দিন মাত্র তার সঙ্গে বেড়াইতে বাহির হইতেছে মাত্র।

রামশঙ্করবাবু সলাবৎখাঁকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন বোধ করিলেন না। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, গফুর যে বেশ্যা-ভবনে গমন করিত,—সেই বেশ্যাসুন্দরীকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিত। তারপরে, বন্ধু সোভাহানকে সেখানে লইয়া যাইতে আরম্ভ করে। সম্ভবতঃ সোভাহানের সঙ্গে সেই বেশ্যার একটু আন্তরিকতা জন্মে,—কিন্তু সেই প্রেমের মাঝখানে গফুর থাকায়, তাহাকে হত্যা করিয়া নিষ্কণ্টক হইবার জন্য সোভাহান এই নিষ্ঠুর কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে। তারপর, তাহাকে অত্যন্ত মাতাল করিয়া গাড়ীতে খুন করিয়া, গাড়ী হইতে নামিয়া উমেশ দত্তের গলি দিয়া বাহির হইয়া, ডোমপাড়ার কাছে গায়ের অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিয়াছে। তদনন্তর হয় আবার সেই বারাঙ্গনার ভবনে গিয়া মদ্যাদি পান করিয়া এতক্ষণ পড়িয়া আছে, আর

নয়ত অবশেষে নরহত্যাজনিত ভীতি হৃদয় আচ্ছন্ন করায়, একেবারে ঢাকা জেলায় বা অন্য কোনদেশে পলায়ন করিয়াছে। গফুর যে হত হইয়াছে, এবং সোভাহান যে হত্যা করিয়াছে—তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। একজন কনষ্টবল সলাবৎখাঁর বাটীতে বসাইয়া রাখিয়া সদলবলে গফুরের বাড়ী অভিমুখে গমন করিলেন।

বাহির হইবার সময় উপরের চিকের দিকে নজর পড়ায়, রামশঙ্করবাবু দেখিলেন, সুপুষ্ট দেহা পূর্ণোজ্জ্বলবর্ণা আকর্ণ বিশ্রান্ত নয়না একটি যুবতী খোলা বারেণ্ডার উপরে চিকের আড়ালে দাঁড়াইয়া, তাঁহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল,—সে রূপ অতিশয় মাদকতাময়। দারোগামহাশয় সেদিকে চাহিবামাত্র যুবতী ত্বরিত গতিতে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল।

দারোগাবাবু গফুরের বাড়ী অভিমুখে গমন করিলেন। বেলা তখন প্রায় চারিটা বাজে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—(:•:)—

সন্ধান।

বেলা পরাহ্নের সীমায় ঢলিয়া পড়িয়াছিল, এখনও পর্য্যন্ত রামশঙ্করবাবুর স্নান বা আহারাদি কিছুই হয় নাই। তাঁহার যে, সে সকল কথা মনে আছে, এমনও বোধ হয় না। তিনি অনুসন্ধানের পথ যতই আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইতেছেন, ততই উৎসাহজনিত আনন্দোজ্জ্বল হৃদয়ে কার্য্যক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছেন।

গফুরের বাড়ী অধিকদূর নহে,—এ বাড়ীর ছাদ হইতে ও বাড়ীর ছাদ দেখিতে পাওয়া যায়,—তবে এ-বাড়ী হইতে ও-বাড়ী যাইতে হইলে, বাজারটা ঘুরিয়া যাইতে হয়, কিন্তু ঘুরিয়া আবার সে দিকেই আসিতে হয়।

রামশঙ্করবাবু তাহাদের বাড়ীর নিকটে যাইতেই বাহির হইতেই ক্রন্দনের ধ্বনি শ্রুত হইলেন। তাঁহার প্রাণটা কাঁপিয়া উঠিল,—তিনি বুঝিতে পারিলেন, সোভাহান কর্ত্তৃক হতভাগ্য গফুরই নিহত হইয়াছে। এতক্ষণে বুঝি উহারা সে সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছে।

দারোগাবাবু বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গফুরের পিতা বড় মিঞা অত্যন্ত বিষণ্ণ বদনে বাহিরের প্রাঙ্গণ পতিত এক-খানা বেঞ্চের উপরে বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিলেন। হঠাৎ পুলিসের কর্ম্মচারী ও কনষ্টবলগণকে বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, তাঁহার বিষণ্ণমুখে আরও বিপদের কালি ঢালিয়া দিল। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া দারোগাবাবুর অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন,— "হুজুর! অধীনের বাড়ীতে কি মনে করিয়া আগমন হইয়াছে?"

রা। আমি পুলিসের কর্ম্মচারী বা দারোগা, তাহা বোধ হয় আপনি বুঝিতে পারিয়াছেন?

ব। হাঁ,তা আপনার সঙ্গের কনষ্টবল দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছি।

রা। আপনি কি এই বাড়ীর কর্ত্তা?

ব। না হুজুর, বাড়ীটি ভাড়াটিয়া। তবে এই বাড়ীতে যে এক পরিবার বাস করে, আমি তাহার রক্ষক বটে।

রা। আপনার এক পুত্রের নাম আবদুল গফুর?

ব। হাঁ হুজুর, আমার কনিষ্ঠ পুত্রের নাম আবদুল গফুর। সে কাল সন্ধ্যার সময় বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছে, আর আজ প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল, এখনও পর্য্যন্ত সে বাড়ী আসিল না,—তার জন্য বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছি,—তার গর্ভধারিণী একটা কারণে আরও ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে,—এবং কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছে। আপনি বোধ হয়, তাহারই কোন সংবাদ বা অনুসন্ধান লইবার জন্য আসিয়াছেন। মহাশয়! বলুন, তাহার কি হইয়াছে? হয়ত বা তাহার গর্ভধারিণীর স্বপ্নই বাস্তবে পরিণত হয়।

রামশঙ্করবাবু বুঝিতে পারিলেন, মুসলমান ভদ্রলোকটি পুত্রের

জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। সহসা কথাটি বলিয়া ফেলিলে, লোকটা বড় কষ্ট পাইবে, আর অনুসন্ধানীয় বিষয়ের ঘটনা জানিবারও অসুবিধা হইবে। তিনি বলিলেন,—যে ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা সামান্য—আপনাকে পরে বলি-তেছি। অনেক দুর হইতে আসিতেছি, একটু বসিতে চাহি।

পার্শ্বেই বৈঠকখানা গৃহ। গফুরের পিতা তাড়াতাড়ি সে গৃহের শিকল খুলিয়া দারোগাসাহেবকে তথায় বসাইল। বলিল, "হজুর! মনটা বড়ই খারাপ হইয়া আছে, আমি আপনাকে আগেই বসিতে না বলিয়া নিতান্ত অভদ্রতার পরিচয় দিয়াছি; কিন্তু আমার মনের অবস্থা বুঝিয়া মাপ করিলে বাধিত হইব।"

রা। তজ্জন্য আপনাকে কোন প্রকার দুঃখ করিতে হইবে না। এক্ষণে আমি কতকগুলি কথা জানিতে ইচ্ছা করি আপনি সে সম্বন্ধে যতদুর জানেন,—অনুগ্রহ করিয়া আমার নিকট বলুন। আর আমার কথাগুলি জিজ্ঞাসা করিবার আগে, শুনিতে বড় কৌতূহল হইতেছে, আপনার স্ত্রী তাঁহার পুত্র সম্বন্ধে কি স্বপ্ন দেখিয়াছেন?"

ব। সে বড় ভয়ানক স্বপ্ন। কা'লরাত্রি একটা কি দুইটার সময় নিদ্রা যাইতে যাইতে হঠাৎ আমার স্ত্রী শয্যা হইতে লাফাইয়া উঠিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করেন। আমি তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলেন,—"ওগো, আমার গফুর নাই।"

আমি বলিলাম,—"ক্ষেপলে নাকি? গফুর নাই, কি বলিতেছ?"

গৃহিণী বলিলেন,—"আমি এইমাত্র স্বপ্নে দেখিলাম, গফুরের সকল গায়ে রক্তমাখা,—গলায় অস্ত্রের আমাকে আসিয়া

বলিল,—মা, আর দেখা হইবে না। আমি পশুর হাতে অন্যায়রূপে নিহত হইয়াছি। আর গফুরের দেখা পাইলাম না। গফুর আমার কোথায় গেল? গফুর বুঝি আমার নাই।"

গৃহিণীর কথায় আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম,—"স্বপ্ন কি সত্য হয়? স্বপ্ন অমূলক চিন্তার সংস্কার মাত্র।"

তারপরে, গৃহিণীকে কোনপ্রকারে প্রবোধ দিয়া সকলে নিদ্রা গেলাম। প্রভাত হইল, গফুর আসিল না। ক্রমে বেলা হইল,—দ্বিপ্রহরে আহারের সময় হইল, তথাপিও গফুরের সন্ধান মিলিল না,—গৃহিণী আহার করিলেন না। চারিদিকে গফুরের সন্ধানে লোক পাঠান হইল,—কেহ কোন প্রকার সন্ধান করিয়া আসিতে পারিল না। নিজেও গিয়াছিলাম, এইমাত্র ফিরিয়া আসিতেছি,—আমার নিকটে গফুরের সন্ধান পাওয়া গেল না, শুনিয়া গৃহিণী কাঁদিতেছেন। মহাশয়! আপনি কি তাহার কোন সন্ধান পাইয়াছেন?"

রামশঙ্করবাবু মনে মনে চিন্তা করিতেছিলেন, মানুষ মরিয়া স্বপ্নে কি তাহার আত্মীয়-স্বজনের সহিত দেখা করিয়া যায়? মানুষ মরিলে তাহার আরও কিছু থাকে কি? তবে কি দেহাতিরিক্ত আত্মা মিথ্যা নহে? যে সময় সম্ভবতঃ গফুর নিহত হইয়াছে, ঠিক সেই সময়েই বা তাহার অতি সামান্য মাত্র পরে গফুরের মা তাহার রক্তাক্তমূর্ত্তি দেখিয়াছেন, এমন কি, তাহার কণ্ঠদেশে যে ছুরিকার আঘাত করা হইয়াছে, তাহা পর্য্যন্ত দেখিতে পাইয়াছেন। কি সর্ব্বনাশ! তবে কি মানুষের আত্মা আছে,—সে আভাসিক তনু ধারণ করিয়া, তাহার আত্মীয়-স্বজনকে দেখা দিয়া যাইতে পারে?

তবে কি এই দেহের সহিতই মানবের সকলের শেষ নহে? রামশঙ্করবাবু তাহাই ভাবিতেছিলেন।

প্রশ্ন করিয়া গফুরের পিতা তাহার কোন উত্তর না পাইয়া পুনরপি বলিল,—"মহাশয়, কোন কথা কহিতেছেন না কেন? তবে কি গফুরের মাতার স্বপ্নই সত্য? গফুর কি সত্য সত্যই নিহত হইয়াছে?"

রামশঙ্করবাবু এবার তাহার কথা শুনিলেন। বলিলেন,—"না মহাশয়, আমি সে সকল ভাবিতেছি না। আমার কোন একটা গোপনীয় কথা ভাবিতেছিলাম, তাই অন্যমনস্ক থাকায় বোধ হয়, আপনার কথা শুনিতে পাই নাই। আপনার পুত্র মরিয়াছে, কি কে মরিয়াছে,—বলিতে পারি না। আপনাকে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাহি, তাহার যথাযথ উত্তর দিন?"

গো-পি। হাঁ, যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন,—তাহার উত্তর দিব আপনার কি জিজ্ঞাস্য আছে বলুন।

রা। আপনার পুত্র গফুর, কা'ল কোন্ সময় বাটী হইতে বাহির হইয়া আর ফিরিয়া আইসে নাই?

গো-পি। সন্ধ্যার সময়।

রা। তাহার সঙ্গে আর কে গিয়াছিল, বলিতে পারেন?

গো-পি। ঠিক বলিতে পারি না। তবে আজ কয়েকদিন হইতে আবদুল সোভাহানের সহিত তাহার ভাব যেন একটু গাঢ় রকম দেখিতেছিলাম, সে সঙ্গে গেলেও পারে।

রা। সোভাহান লোক কেমন?

গো-পি। তাহার মত ছেলে এ পাড়ায় আর দ্বিতীয় নাই। অতি শান্ত-স্বভাব।

রা। আপনার পুত্র গফুরের ?

গো-পি। তার স্বভাব অন্ত বিষয়ে নিতান্ত মন্দ নহে। ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কহিতে, আলাপ-আপ্যায়িত করিতে, বিষয় কার্য্য দেখিতে, সব বিষয়ে ভাল,—লেখাপড়াও বেশ শিখিয়াছে, তবে এক মহাদোষ তাহার জীবনে প্রবেশ করিয়াছে, সে মদ ধরিয়াছে।

রা। সে কি সর্ব্বদাই মদ খায় ?

গো-পি। না মহাশয়, সর্ব্বদা খাইবে কেন ? এমন কি রোজও খায় না। কোন কোন দিন সন্ধ্যার সময় এয়ার-বন্ধুর সঙ্গে মিশে খায়।

রা। আপনার বাড়ীতে বসিয়া কোন দিন খাইয়াছে ?

গো-পি। মুসলমানের বাড়ীতে বসিয়া মদ খাইবে ? কোথাও গিয়া লুকাইয়া খাইয়া আইসে।

রা। সে বেশ্যা বাড়ী যায় কি ?

গো-পি। তাহা জানিনা, মহাশয়।

রা। তাহার এয়ার-বন্ধুদের মধ্যে আপনি কাহাকেও চেনেন কি ?

গো-পি। দুই একজনকে চিনি। তাহাদিগের নিকটে আজ গফুরের সন্ধান জানিবার জন্য গিয়াছিলাম, এবং কোন বেশ্যালয়ে যদি মদ-টদ খাইয়া পড়িয়া থাকে, এই সন্ধান লইবার জন্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—কোন বেশ্যা বাড়ী সে নিয়মিত বা অনিয়মিতভাবে যাইত কি না, তাহারা কেহই তাহা বলিতে পারিল না।

রা। আবদুল সোভাহান মদ খায় কি ?

গো-পি। ঠিক বলিতে পারি না। বোধ হয়,—না। সে মুসলমানধর্ম্মে আস্থাবান ও বিশ্বাসী।

রা। আবদুল গফুর?

গো-পি। সে যেন মুসলমান ধর্ম্ম ততটা মানে না।

রা। আবদুল গফুরের সহিত আবদুল সোভাহানের কোনপ্রকার মনের রাগ আছে, এরূপ অবগত আছেন কি?

গো-পি। না মহাশয়; তাহা জানিবার উপায় কি? বরং তাহাদের দুইজনের এখন একটু যেন ভাব অধিক দেখিতেছি। কেন, সে কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন মহাশয়?

রা। ধরুন, আপনার স্ত্রীর স্বপ্ন যদি সত্যে পরিণত হয়,—যদিই আপনার পুত্র আবদুল গফুর অন্যের অস্ত্রে নিহত হইয়া থাকে, আর হত্যাকারীর যদি সন্ধান না পাওয়া যায়, তবে কি আপনি অন্ততঃ বিশ্বাস করিতে পারেন যে, আবদুল-সোভাহানের দ্বারা সেই হত্যাকার্য্য সমাধিত হইতে পারে?

গো-পি। কি করিয়া তাহা বিশ্বাস করিব? সোভাহানত সেরূপ পিশাচ-প্রকৃতির মানুষ নয়! কিন্তু সে কথা কেন মহাশয়? সত্য সত্যই কি হতভাগ্য আবদুল গফুর নিহত হইয়াছে?

রা। আবদুল গফুরের কোন বিশেষ বন্ধু—যাহার সহিত তাহার মনের গুপ্তকথা পর্য্যন্ত চলিত,—এমন কাহারও বিষয় আপনি জানেন কি?

গো-পি। আমার বোধ হয়, হ্যারিসন রোডের একটা মেসের গোপীবল্লভ রায়ের সহিত তাহার মনের কথা সব বলিত। সে তাহার সহপাঠী। হিন্দু হইলেও গোপীবল্লভ আবদুল গফুরের প্রিয়তম মিত্র। আমার বোধ হয়, তাহারই

নিকট এবং তাহারই সহবাসে গফুর মদ খাওয়া অভ্যাস করিয়াছিল। কিন্তু মহাশয়, একটি কথা আমাকে স্পষ্ট করিয়া বলুন?

রা। কি?

গো-পি। গফুর সম্বন্ধে আপনি কি অনুসন্ধান করিতে আসিয়াছেন?

রা। গতকল্য রাত্রে বিডন গার্ডেনের নিকটে একটি যুবক গাড়ীতে খুন হইয়াছে।

গফুরের পিতার সমস্ত মুখখানায় বিষাদের গাঢ় কালিমা ঢালিয়া দিল। অতি কষ্টে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"গাড়ীতে খুন? বোধ হয়, হতভাগ্য অতিরিক্ত মদ খাইয়া পড়িয়া গিয়াছিল,—আর চলন্ত গাড়ী তাহার বুকের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। হায় হায়, না জানি তখন তাহার কি কষ্ট হইয়াছিল! সে কি গফুর বলিয়া আপনারা জানিয়াছেন? তাহার মাতা স্বপ্নে তাহার মৃত্যুর কথা জানিয়াছেন,—সর্ব্বাঙ্গে রক্তের ধারা দেখিয়াছেন,—কেবল ছুরিকা দ্বারা কণ্ঠদেশ ছিন্ন করা হইয়াছে—এইটুকু গরমিল।"

রা। গরমিল নয় মহাশয়! গাড়ীর তলায় পড়িয়া খুন হয় নাই, গাড়ীর মধ্যে আর একজন কে তাহার গলায় ছুরি বসাইয়া দিয়া নিষ্ঠুররূপে হত্যা করিয়াছে।

বৃদ্ধ চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। একজন ভৃত্য ও দুইজন দাসী ছুটিয়া সেখানে আগমন করিল। প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া, বাড়ীর মধ্যে গিয়া সেকথা প্রচার করিয়া দিল,—সমস্ত বাড়ীখানা লইয়া ক্রন্দনের রোল উঠিয়া পড়িল।

রামশঙ্করবাবু বৃদ্ধকে বুঝাইয়া বলিলেন,—"আপনি আমার সঙ্গে থানায় চলুন, আগে দেখুন,—সে মৃতদেহ আপনার পুত্র আবদুলগফুরের কিনা, তারপরে শোক করিবেন। আরও এক কথা আছে।"

কাঁদিতে কাঁদিতে গফুরের পিতা বলিলেন,—"আর কি কথা মহাশয়?"

রা। যদি গফুরই হত হইয়া থাকে,—তবে হত্যাকারীকে ধৃত করিতে হইবে। যাহাতে সেই দুর্ব্বৃত্ত নরহন্তা উপযুক্ত শাস্তি পায়, তাহা করিতে হইবে।

আবদুল গফুরের পিতার ক্রন্দনবেগ আরও বর্দ্ধিত হইল। বলিলেন,—"হত্যাকারী ধরা পড়িয়া চরম দণ্ডে দণ্ডিত হইলেও কি আমার গফুর আর ফিরিয়া আসিবে?"

রা। ফিরিয়া আসিবে না, কিন্তু তাহার আত্মা প্রতিহিংসার রক্ত-তর্পণে পরিতৃপ্ত লাভ করিবে।

গো পি। সে কার্য্য আপনাদের,—আমার নহে।

রা। হত্যাকারীকে ধৃত করিবার জন্য ও তাহাকে উপযুক্ত দণ্ডে দণ্ডিত করিবার জন্য আপনার সহায়তার যাহা যাহা প্রয়োজন; ভরসা করি—আপনি তাহা করিতে বিস্মৃত হইবেন না।

গো-পি। যথার্থ যাহা সত্যরূপে অবগত হইতে পারিব,—যাহা প্রকৃত সত্যরূপে জানিব, তাহা দ্বারা আপনার যে সহায়তা হইতে পারিবে,—তাহা আপনি আমাদ্বারা নিশ্চয়ই পাইবেন। তবে একজনকে সাজা প্রদান করিতে মিথ্যা বা প্রবঞ্চনার একটু কণিকাও আমার দ্বারা অবলম্বিত হইবে না।

রা। এক্ষণে আপনাকে থানায় যাইতে হইবে।

গো-পি। হতভাগ্য গফুরের শব কি এখনও থানায় আছে?

রা। তাহা গফুরের শব কি অন্য কাহারও শব, তাহা বলিতে পারি না, তবে আমরা যে শবদেহ পাইয়াছি, তাহা এখনও ডাক্তার-খানায় আছে।

গো-পি। আপনি সোভাহানের কথা বার বার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—যে হত হইয়াছে, তাহাকে কি আবদুল সোভাহান হত্যা করিয়াছে?

রা। না মহাশয়; এখনও হত্যাকারী ধৃত হয় নাই। তবে সন্দেহ সেইরূপ দাঁড়াইতেছে।

গো-পি। কিসে সন্দেহ করিতেছেন?

রা। সোভাহানের গায়ের অলষ্টারে। যে খুন করিয়াছে, তাহার গায়ে একটি অলষ্টার ছিল। তারপরে অলষ্টার ফেলিয়া দিয়া আসে,—সেই অলষ্টারটি সোভাহানের।

দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া গফুরের পিতা বলিলেন,—"হাঁ, সোভাহানের একটি মেটে রঙ্গের অলষ্টার আছে বটে। কিন্তু সোভাহানের ন্যায় ধর্ম্মভীরু ও সৎ-স্বভাবসম্পন্ন লোকের দ্বারা এই নৃশংসকার্য্য সম্পাদিত হইবে? খোদা জানেন—কে আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে!"

অতঃপর আবদুল গফুরের পিতাকে একজন কনষ্টবলের সহিত থানায় পাঠাইয়া দিয়া রামশঙ্করবাবু সলাবৎখাঁর বাড়ী গমন করিলেন। তখনও সেখানে আবদুল সোভাহান আসিয়া পঁহুছে নাই। একজন বিশ্বাসী কর্ম্মচারী ও কনষ্টবলকে সেখানে রাখিয়া রামশঙ্কর-বাব ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত পীড়িত হইয়া তখনকার মত থানায় ফিরিয়া গেলেন।
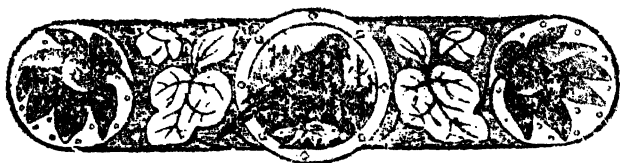
পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

হেতু কথা।

আবদুল গফুরের পিতা থানায় আসিয়া বসিয়াছিলেন। দারোগা রামশঙ্করবাবুর তৎপরে আগমন করিয়া আহারাদি সম্পন্ন করিয়া লইয়া আবদুল গফুরের পিতাকে সঙ্গে করিয়া ডাক্তার খানায় গমন করিলেন, এবং তাহাকে মৃত দেহ দর্শন করাইলেন। মৃত দেহ যদিও তখন ফুলিয়া বিকৃত হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু আবদুল গফুরের পিতা সে শবদেহ দেখিয়া তাহার হতভাগ্য পুত্র আবদুল গফুরের দেহ বলিয়া সনাক্ত করিলেন, এবং শোকে অধীর হইয়া পড়িলেন।

দারোগা রামশঙ্করবাবু তখন মনে মনে একটু হৃষ্ট হইলেন, কেন না—এমন একটা আজগুবী খুনের যদি কিনারা তিনি করিতে পারেন, তবে নিশ্চয়ই উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীগণের নিকটে তাঁহার সুখ্যাতি হইবে, সম্ভবতঃ সেই সঙ্গে সঙ্গে বেতনও কিছু বর্দ্ধিত হইতে পারিবে।

তখন রামশঙ্করবাবু আবদুল গফুরের পিতাকে বলিলেন,—"যদি শবদেহ লইয়া গিয়া ইহার ঔর্দ্ধদৌহিক কার্য্য করিতে চাহেন, তাহা হইলে লইতে পারেন।"

কাঁদিতে কাঁদিতে আবদুল গফুরের পিতা বলিলেন,—"হাঁ, শবদেহ লওয়া নিতান্ত প্রয়োজন; কিন্তু এখন আমি এখানে একা আছি—সুতরাং লইয়া যাইবার উপায় নাই। আমি বাড়ী গিয়া লোকজন লইয়া আসিয়া লইয়া যাইব।"

রা। তাহাই যাইবেন। তবে সন্ধ্যার মধ্যে লইয়া যাইতে হইবে।

প-পি। হাঁ,—তাহাই যাইব।

রা। তবে আপনি এখনই চলিয়া যান। প্রয়োজন হইলে আপনাকে থানায় ডাকাইব, বা আমি নিজে আপনার ওখানে যাইব। আর সনির্ব্বন্ধ আপনাকে অনুরোধ করিতেছি যে, আপনি হত্যাকারীকে ধৃত করিবার সম্বন্ধে যতদূর অনুসন্ধান করিতে পারেন, তাহা করিবেন। আপনার পুত্রহন্তাকে ধরিয়া চরম দণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারিলে, আপনার পুত্রের আত্মা পরলোকে সুখী হইবে।

আবদুল গফুরের পিতা সে কথার আর কোন উত্তর প্রদান করিলেন না। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে তথা হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন।

আবদুল গফুরের পিতা চলিয়া গেলে, দারোগা রামশঙ্কর বাবুও বাহির হইলেন, এবং হ্যারিসন রোডস্থ মেসে আবদুল গফুরের পিতার কথিত গোপীবল্লভ দাসের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল।

রামশঙ্করবাবু মেসের বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া গোপীবল্লভ বাবুর সন্ধান করিয়া সহজেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলেন। তিনি তখন চা খাইয়া একখানা ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্ কাগজ পড়িতেছিলেন;

পুলিসের লোক দেখিয়া, বিস্মৃত ভাবে বলিলেন, "আমায় কেন খুঁজিতেছেন মহাশয় ?"

রামশঙ্করবাবু বলিলেন,—"আপনার নিকটে একটু বিশেষ প্রয়োজন আছে। অনেকগুলি কথা আপনার নিকটে জানিবার আছে। ভরসা করি, একটু সময় এজন্য নষ্ট করিলে, আপনার বিশেষ ক্ষতি হইবে না।"

স্মিতমুখে গোপীবল্লববাবু বলিলেন,—"ক্ষতি হইলেই বা আপনি শুনেন কৈ ? আপনি যখন পুলিসের লোক,—তখন কোন মোকদ্দামারই সন্ধান করিতে আসিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। ঘরের মধ্যে আসুন,—কি কি জানিবার আছে, বলুন,—আমি তৎসম্বন্ধে যদি কিছু অবগত থাকি, বলিব।"

রামশঙ্করবাবু গৃহমধ্যে গমন করিয়া আসন গ্রহণ করিলে, গোপীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহাশয় কি তামাক খান ?"

র,। হাঁ খাই।

গো। ব্রাহ্মণ ?

রা। না কায়স্থ।

গোপীবাবু "ঝি ঝি" বলিয়া কয়েকবার চীৎকার করিলে, স্থূলকায়া এক রমণী আসিয়া রঙ্গস্থলে উপনীত হইল। গোপীবাবু বলিলেন,—"একটু তামাক দে।"

ঝি তামাক সাজিয়া গোপীবাবুর হস্তে প্রদান করিলে, গোপীবাবু রামশঙ্কর বাবুর হস্তে হুকা প্রদান করিলেন। ঝি চলিয়া গেল।

রামশঙ্করবাবু তাঁহার জামার পকেট হইতে একটা রোপ্য নির্ম্মিত নল বাহির করিয়া হুকায় লাগাইয়া তাহাতে উপর্য্যুপরি

কয়েকটি টান দিয়া, এক গাল ধুঁয়া গোপীবাবুর মুখের দিকে ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন,—"আপনাকে একখানি ফটো দেখাইব,—আপনি সেখানি চিনিতে পারেন কি না।"

হত গফুরের আপাততঃ সন্ধানের সম্ভাবনা না থাকায়, সরকার হইতে তাহার মৃতদেহের ফটোচিত্র তুলিয়া লওয়া হইয়াছিল, এবং আসিবার সময় রামশঙ্করবাবু তাহার একখানি পকেটে করিয়া আনিয়াছিলেন। তিনি দক্ষিণ হস্তের হুকা বামহস্তে লইয়া পকেটের মধ্য হইতে ফটোখানি বাহির করিয়া গোপী-বাবুর হাতে প্রদান করিলেন। গোপীবাবু সে ফটো দেখিয়াই চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—"এ যে মৃত দেহের ফটো। আবদুল গফুর কি নাই?"

রা। তাহা হইলে এখানি আবদুল গফুরেরই ছায়াচিত্র?

গো। হাঁ মহাশয়। তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই,—কিন্তু হায়, এই সরল যুবক কি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে?

রা। কেবল মৃত্যু নহে—নিষ্ঠুররূপে নিহত হইয়াছে।

গো। বলেন কি মহাশয়! এমন কি ঘটনা ঘটিল যে, আবদুল গফুরের মত সরল স্বভাবের লোককে হত্যা করিল? স্বার্থত্যাগ সম্বন্ধে তাহার যেমন হৃদয় ছিল, এমন আর কাহারও দেখা যায় না। মহাশয়; তাহাকে যে হত্যা করিয়াছে, সে কি ধৃত হইয়াছে?

রা। না মহাশয়; সে এখনও ধৃত হয় নাই। তাহার সন্ধানও পাওয়া যায় নাই।

গো। আপনারা কাহারও উপরে সন্দেহ করিতে পারিয়াছেন?

রা। না,—এখনও সেরূপ সূত্র কিছুই পাওয়া যায় নাই। আবদুল গফুরের পিতার নিকটে শ্রুত হইলাম, আপনার সহিত তাহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল।

গো। বন্ধুত্ব;—সেকথা আর কি বলিব মহাশয়? সে মুসলমান, আমি হিন্দু,—আমাদের উভয়ের মধ্যে এমন প্রভেদ ছিল না। হায় হায়;—আবদুল গফুর নাই!

গোপীবাবুর চক্ষুতে অনেকখানি জল আসিয়া জমিয়া দাঁড়াইয়াছিল। রামশঙ্করবাবু বলিলেন,—"যে তাহাকে নিষ্ঠুররূপে হত্যা করিয়াছে, তাহাকে ধৃত করা চাই। আপনিও আবদুল গফুরের বন্ধুত্ব স্মরণ করিয়া তাহার প্রেত-আত্মার তর্পনার্থ সেই হত্যাকারীকে ধৃত করিবার জন্য প্রস্তুত হউন।"

গো। আমি কি প্রকারে হত্যাকারীকে ধৃত করিতে পারিব? তাহা মহাশয়দিগের কার্য্য, আপনারা যদি একটু অনুগ্রহ করিয়া চেষ্টা করেন, নিশ্চয়ই সেই দুর্ব্বৃত্ত ধৃত হইতে পারিবে।

রা। আপনাদের সহায়তা ব্যতীত সেকার্য্যে কৃতকার্য্য হওয়া কঠিন।

গো। আমার সহায়তা? যতটুকু আমার সাধ্য, আমি তাহা করিব। আপনি আমাকে কি করিতে বলেন?

রা। আপাততঃ অন্য কিছুই করিতে হইবে না, তৎসম্বন্ধে আমি যে যে কথা জিজ্ঞাসা করিব,—ভালরূপে স্মরণ করিয়া সেই সেই কথা গুলির উত্তর প্রদান করিবেন, তাহা হইলে আমাদের অনুসন্ধানের সুবিধা হইবে। আমি আবদুল গফুরের পিতার নিকট শুনিয়াছি সে তাহার মনের কথা আপনাকে সমস্তই বলিত।

গো। হাঁ, তাহার গোপনীয় কথা অনেকই আমার সাক্ষাতে বলিত। হাঁ। মহাশয়; সে কোথায় এবং কি প্রকারে খুন হইয়াছে?

রা। গতকল্য রাত্রে সোণাগাছি হইতে বাহির হইয়া সে এবং আর একটি লোক অপার চিৎপুর রোডের ধারে আসিয়া একখানি গাড়ী ভাড়া করে,—গাড়োয়ানের এজেহারে প্রকাশ, তখন মৃত ব্যক্তি অত্যন্ত মাতাল হইয়াছিল—তাহার বড় একটা জ্ঞান ছিল না—অপর ব্যক্তি তাহাকে টানিয়া গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া রামবাগান যাইবার জন্য গাড়োয়ানকে আদেশ করে। তারপরে বিডন গার্ডেনের কাছে গিয়া সেই লোকটি নামিয়া গাড়োয়ানের ভাড়া মিটাইয়া দিয়া বলে, এই বাবুকে রামবাগানে কুসীর বাড়ী পহুঁছিয়া দিবি। গাড়োয়ান কোচবাক্সে বসিয়াছিল, সে গাড়ী হাঁকাইয়া রামবাগানে যায়, কিন্তু কুসীর বাড়ীর সন্ধান না পাইয়া বাবুকে ডাকিয়া বলে। কোন প্রত্যুত্তর না পাইয়া নিচের আসিয়া দেখে—আরোহী চিরনিদ্রায় নিদ্রিত। তাহার ছিন্ন কণ্ঠ দিয়া রক্তধারা বিনির্গত হইয়া গাড়ী ভাসাইয়া দিয়াছে।

গো। আহা হা,—কে এমন নিষ্ঠুর কার্য্য সম্পাদন করিল!

রা। আপনাকে গুটি কয়েক কথা জিজ্ঞাসা করিব।

গো। করুন।

রা। সোণাগাছিতে কোন বেশ্যার বাড়ী গফুর কি যাতায়াত করিত?

গো। আপনি ভুলিয়া যাইতেছেন,—গফুর যে মুসলমান।

রা। আপনি বলিতে চাহেন সোণাগাছির হিন্দু বেশ্যাগণ মুসলমান প্রবেশ করিতে দেয় না ?

গো। নিশ্চয়ই।

রা। আপনার এ ধারণা ভুল বলিয়া জানুন।

গো। বোধ হয় না। আমি জানি, তাহা হইলে উহাদিগের মধ্যে জাতি যায়।

রা। নবাবীবসন্ত প্রভৃতি সোণাগাছির শ্রীমতীদিগের খ্যাতি কিসের জন্য হয়, জানেন ? নবাব প্রভৃতিকে প্রেমদান করার দরুণ।

গো। আমিও সেই জন্য বলিতেছিলাম, যদি কেহ দৈবাৎ রাখে, তবে তাহার ঐরূপ অখ্যাতি হইয়া সে সকলের মধ্যে চলে না।

রা। গফুরের পোষাক পরিচ্ছদ, এবং কিছুই মুসলমানের মত ছিল না,—সে যদি জাতির পরিচয় মিথ্যা প্রকাশ করিয়া থাকে, তবে তাহাকে না রাখিবার পক্ষে বাধা কি আছে ? যাহারা গাঁটে কিছু অর্থ থাকিলেই যে সে লোককে বাসতে দেয়, তাদের পক্ষে আবার জাতি বিচার কি মহাশয় ?

গো। হাঁ, তা সত্য। কিন্তু গফুরকে কখনও আমি সোণাগাছি, কাহারও বাড়ী যাইতে দেখি নাই।

রা। তবে সে কোথায় কোন বেশ্যাবাড়ী যাইত, আপনি তাহা অবগত আছেন কি ?

গো। আমি তাহার সম্বন্ধে যতদূর জানিতাম, সে বেশ্যাবাড়ী যাইত না।

রা। তাহার পিতা বলিয়াছেন, এবং আরও অনেকে

বলিয়াছেন—তাহার চরিত্র খারাপ হইয়া গিয়াছিল—সে মদ্যাদি পান করে।

গো। হাঁ, সে মদ খাইত, কিন্তু কখনও বেশ্যাবাড়ী যাইত না।

রা। অপূর্ব্ব কথা ;—মদ খাইত, কিন্তু বেশ্যাবাড়ী যাইত না। তবে সে মধ্যে মধ্যে বাহিরে রাত্রি কাটাইত কেন ? রাত্রে সে কোথায় অতিবাহিত করিত ? আপনি হয়ত তাহার সম্বন্ধে এ সকল সংবাদ জানিতেন না,—আপনাকে গোপন করিয়া হয়ত সে বেশ্যাবাড়ী যাইত।

গো। সে আমার নিকট কোন বিষয় গোপন করিত না। আমার বিশ্বাস, সে কখনও বেশ্যাবাড়ী যাইত না।

রা। তবে রাত্রে বাড়ীতে অনুপস্থিত থাকিয়া কোথায় কাটাইত ?

গো। আমাদের দলস্থ বন্ধুবান্ধবের মধ্যে অনেকেই মদ খায়, কিন্তু কেহ বেশ্যালয়ে যায় না। প্রতিজ্ঞা করিয়া আমরা সে বিষয় পরিত্যাগ করিয়াছি। আমাদের বিশ্বাস, কার্য্যশ্রান্ত বা সংসার-তাপদগ্ধ প্রাণে একটু মদ্যপান করিয়া দুদণ্ড আমোদ প্রমোদ করিলে, তত দোষের হয় না। কিন্তু বেশ্যা-লয়ে গমন করিলে অত্যাধিক অর্থক্ষয় এবং নানাবিধ দুরারোগ্য কঠিন কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িতে হয়।

রা। দ্রব্য বিশেষের এ পিঠও যা পিঠও তাই। যাক,—আমার বোধ হয়, আপনাদের মধ্যে ঐরূপ প্রতিজ্ঞা হওয়ায়, সে লুকাইয়া লুকাইয়া যাইত।

গো। কখনই না।

রা। তবে রাত্রে কোথায় থাকিত?

গো। রাত্রে প্রায়ই বাড়ী ফিরিয়া যাইত। তবে মদ খাওয়ার জন্য তরে বাপ তাকে অত্যন্ত বকিতেন,—যেদিন সে একটু বেশী রকম হইত, সেদিন পিতার তিরস্কারের ভয়ে আর বাড়ী ফিরিয়া যাইত না। হয় আমাদের কাহারও বাসায়, আর নয়ত আড্ডা বাড়ীতে শুইয়া থাকিত।

রা। আড্ডা বাড়ী—সে কি প্রকার?

গো। পঞ্চাননতলার মোড়ে, একটা বাড়ীর নিম্নতলে একটা ঘর আমাদের বন্ধুসমিতি হইতে ভাড়া করিয়া রাখা গিয়াছে। সন্ধ্যার সময় সেইখানে গিয়া আমরা গান বাজনা করি, তারপর বন্ধ করিয়া চলিয়া আসা হয়। তবে কেহ যদি রাত্রে কোন দিন সেখানে থাকিতে ইচ্ছা করে, তবে শুইয়া থাকিতে পারে। সেখানে বিছানাও আছে। আর বাঁয়া তবলা হারমোনিয়ম প্রভৃতি থাকে।

রা। কাল আপনারা সেখানে গিয়াছিলেন?

গো। না মহাশয়;—কাল রবিবার গিয়াছে—শনিবারের দিন আমরা থানাকবাড়ী গিয়াছিলাম।

রা। আপনি আবদুল সোভাহানকে চেনেন?

গো। চিনি।

রা। সে আপনাদের দলে আসে?

গো। আগে আসিত না। পনর যোল দিন হইতে আসিতেছে।

রা। সে মদ খায়?

গো। আগে খেত না,—সাত আটদিন হতে একটু একটু খায়

রা। সে লোক কেমন ?

গো। গোবেচারা—খুব ভালমানুষ।

রা। তাহার দ্বারায় গফুরের হত্যা সংঘটিত হইবার সম্ভব বলিয়া মনে করিতে পারেন কি ?

গো। না না মহাশয়;—অসম্ভব। সে নিতান্ত ভালমানুষ, এবং ভীতু লোক।

রা। সেই গফুরকে হত্যা করিয়াছে !

গো। কে বলিল ?

রা। আমাদের বিশ্বাস।

গো। সে বিশ্বাসে কি প্রকারে উপনীত হইলেন ?

রা। আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দুই ব্যক্তি গাড়ীতে উঠিয়াছিল,—তাহার একের গায়ে একটা মেটে রঙের অলষ্টার ছিল। যাহার গায়ে মেটে রঙের অলষ্টার ছিল, সেই খুন করিয়া নামিয়া যায়।

গো। হাঁ, সোভাহানের একটা ব্রাউন কলারের অলষ্টার আছে বটে, কিন্তু ব্রাউন কলার অলষ্টার গায় থাকিলেই কি, সে সোভাহান হইবে, এমন কি কথা আছে ?

রা। সেই অলষ্টারটি হত্যাকারী রামবাগানেরই নিকটে গা হইতে খুলিয়া ফেলিয়া দিয়া আসে। আমরা সেই রাত্রেই উহা কুড়াইয়া পাই, তাহাতে তখনও রক্তের কাঁচা দাগ ছিল,—আর যে ছুরিকা দ্বারা গফুরকে হত্যা করা হইয়াছিল, সেই ছুরি সেই অলষ্টারের পকেটে ছিল—ছুরিকাখানি তখনও গফুরের কণ্ঠরক্তে রঞ্জিত ছিল।

গো। উঃ! কি ভীষণ শোচনীয় ব্যাপার! কিন্তু

অলষ্টার যে আবদুল সোভানের তাহা জানিতে পারিলেন কি প্রকারে ?

রা। হাঁ, সেই অলষ্টার, যে দর্জ্জি তৈয়ার করিয়াছিল, সে তাহা দেখিয়া চিনিয়াছে—এবং কা'ল সন্ধ্যার পূর্ব্বে যে আবদুল সোভাহান উহা গায়ে দিয়া তাহার দোকানের সম্মুখ দিয়া গিয়াছে এবং তাহার সহিত গল্প করিয়াছে, তাহা সে বলিয়াছে।

গো। আবদুল সোভাহানের দ্বারা এইরূপ পৈশাচিক কাণ্ড সম্পন্ন হইবে—উঃ! মানুষের মনের মধ্যে তোমার কি মহাপাপ লুক্কায়িত থাকে, কে বলিতে পারে!

রা। আপনি কি এখনও বিশ্বাস করিতে পারেন নাই যে, আবদুল সোভাহানের দ্বারা আবদুল, গফুর নিষ্ঠুরভাবে নিহত হইয়াছে ?

গো। এক একবার মনে হইতেছে, হইতে পারে। কিন্তু ইহা অনুমানের দ্বারা সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। নরহত্যা অপরাধ—যে সে প্রমাণ বা অনুমাণ দ্বারা নির্দ্ধারিত করা সহজ নহে।

রা। আমি যে সকল কথা বলিলাম, তদ্দ্বারাই কি আপনি ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিয়াছেন ?

গো। আপনি যে সকল ঘটনা বলিলেন, সেই সকল ঘটনা দ্বারা একটা সন্দেহ মনে আসিয়া উদিত হইতে পারে বটে।

রা। তদ্ভিন্ন আরও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সদাবৎ খাঁ—যাঁহার বাড়ীতে আবদুল সোভাহান থাকেন,—সেই

সলাবৎ খাঁ বলিলেন, কা'ল সন্ধ্যার পূর্ব্বে আবতুল গফুর ও আবতুল সোভাহান একত্রে বাহির হইয়াছিল। আরও আশ্চর্য্যের কথা এই যে, আজি সমস্ত দিনের মধ্যে আবতুল সোভাহান বাড়ী আইসে নাই। সম্ভবতঃ সে খুন করিয়া হয়, তাহার দেশ ঢাকা জেলায় চলিয়া গিয়াছে, আর না হয় এই কলিকাতা সহরেরই কোথায় লুকাইয়া আছে। অলষ্টারটি সলাবৎ খাঁকেও দেখান হইয়াছিল, তিনিও ঐ অলষ্টার আবতুল সোভাহানের বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

রামশঙ্করবাবু এত কথা বলিয়া যাইতেছিলেন, গোপীবল্লভ বাবু যেন তাহার একবর্ণও শুনিতেছিলেন না। তিনি গম্ভীরভাবে কি চিন্তা করিতেছিলেন। তাঁহাকে চিন্তান্বিত দেখিয়া, রামশঙ্করবাবু তাঁহাকে আরও চিন্তার অবসর দিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আপন মনে নানা কথা বলিয়া যাইতে লাগিলেন, লক্ষ্যস্থির তাঁহার মুখের উপরে রাখিলেন। গোপীবাবু চিন্তা করিতেছিলেন, তাহার মুখের ভাব কখনও স্থির, কখন কুঞ্চিত, কখন অশান্ত হইয়া পড়িতেছিল। তারপরে আপন মনে বলিলেন,—"উঃ! একটা স্ত্রীলোকের জন্য এত!"

রামশঙ্করবাবু বলিলেন,—"কোন স্ত্রীলোকটার জন্য মহাশয়?"

গোপীবল্লভবাবু একটু অপ্রতিভভাবে বলিলেন, "না মহাশয়; সেটা স্থির সিদ্ধান্ত নহে। তবে আমার অনুমান;—একটা কথা মনে পড়িয়াছিল।"

রা। অনুগ্রহ করিয়া সেই কথাটা আমার সাক্ষাতে বলুন।

গো। সেটা একটা অনুমানের কথা মাত্র।

রা। আমি তাহা শুনিতে চাহি।

গো। আপনি খুনী মোকদ্দমার অনুসন্ধানে লিপ্ত। আমার একটা অনুমানের কথা শুনিয়া যদি আপনি কোন নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে ধৃত করেন, মরণ দণ্ডে দণ্ডিত না হউক, যদি কষ্ট পায়, আমাকেই সে পাপে লিপ্ত হইতে হইবে। অতএব যে শোনা কথা আমার মনে পড়ায় আমি ঐ কথাটা বলিলাম,—তাহা আর আপনার শুনিয়া কাজ নাই।

রা। আপনার সেই একটা কথার উপর নির্ভর করিয়া, খুনী মোকদ্দমার তদন্ত শেষ হইয়া যাইবে, এমন কথা আপনি ভাবিবেন না। নিঃসঙ্কোচে আপনি কি কথা শুনিয়াছেন, তাহা আমার সাক্ষাতে বলুন। একটা রমণীর জন্য এত!—এই যাহা বলিলেন, সে রমণীটি কে? আপনি বোধ হয় আবদুল গফুর ও আবদুল সোভাহানের মধ্যে সেই রমণীকে লইয়া আড়া আড়ির সংবাদই জানেন?

গো। হাঁ মহাশয়! এখন ঐরূপ মনে হইতেছে।

রা। সে মেয়ে মানুষটি কি বেশ্যা?

গো। না মহাশয়, সে স্ত্রীলোকটি বেশ্যা নহে। আমি আপনাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি, আবদুল সোভাহান, আবদুল গফুর বা আমাদের দলের কেহই বেশ্যালয়ে যায় না।

রা। তবে সে স্ত্রীলোকটি কে মহাশয়?

গো। সেই স্ত্রীলোকটি সলাবৎ খাঁর কন্যা সুন্দরী লুৎফউন্নেসা।

রা। হাঁ, আমি শুনিয়াছি বটে সলাবৎ খাঁর একটি বিধবা কন্যা আছে। আর সেই কন্যার যে উন্মাদকর রূপ ও যৌবন আছে, চিকের আড়াল হইতে তাহাও এক

নজর দেখিয়াছি। সেই যুবতীকে কি আবদুল সোভাহান ও আবদুল গফুর উভয়েই ভালবাসিত?

গো। আবদুল সোভাহানের সঙ্গেই ঐ যুবতীর বিবাহ দিবেন বলিয়া সলাবৎ খাঁ বোধ হয় আবদুল সোভাহানকে বাটীতে রাখিয়াছিলেন, এবং তাহাকে যত্নের সহিত শিক্ষাদিও দিয়াছিলেন। লুৎফউন্নেসা ও সোভাহানে প্রণয়ও হইয়াছিল।

রা। এ সংবাদ আপনি কি প্রকারে জানিতেন?

গো। গফুর আমার নিকটে গল্প করে।

রা। গফুর?

গো। হাঁ। আবদুল গফুর। সে উহাদের প্রণয়ের কথা জানিত।

রা। গফুর কি সে প্রণয়ে ঈর্ষান্বিত ছিল?

গো। না, আগে ছিল না। আগে বরং খুসীই ছিল। আজ মাস দুই হইতে সে লুৎফউন্নেসার প্রণয়প্রার্থী হইয়া পড়িয়াছিল।

রা। কি প্রকারে?

গো। জানি না, রমণীরূপের কি মহীয়সী মাদকতা আছে,—এক বন্ধু যাহাকে ভালবাসে, অপরজনও তাহাকে ভালবাসিয়া এই মহাপ্রলয় ঘটাইয়া তুলে! লুৎফউন্নেসা ছাদে উঠিত, গফুরও গফুরদের ছাদে উঠিত, উভয়ের দর্শনে উভয়ের চাওয়া চায়িতে উভয়ের মধ্যে ভালবাসার সঞ্চার হইয়া পড়ে। গফুর লুৎফউন্নেসার পাণিপ্রার্থী হইয়া তাহার পিতার নিকটে প্রস্তাব উত্থাপন করে। সলাবৎ খাঁ আবদুল সোভাহানকে স্নেহ করিতেন,—কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই।

লুৎফউন্নেসার উপরে গফুর অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সে আমার সঙ্গে প্রায়ই লুৎফউন্নেসার রূপ গুণ হাব ভাব প্রভৃতির কথা বর্ণনা করিত।”

গোপীবাবুর কথা শেষ হইতেই রামশঙ্করবাবু বলিলেন এবং “তবেই হইয়াছে মহাশয়! গফুরের উপরে সেই আত্মক্রোধ রাগেই সোভাহান তাহাকে হত্যা করিয়াছে। লুৎফউন্নেসা ও তাহার পৈত্রিক সম্পত্তি পাইব বলিয়া সোভাহান আশা করিয়া আসিতেছিল—বর্ত্তমানে গফুর তাহা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিতে বসিয়াছিল—গফুর তাহার জীবনের সুখ, জীবনের আনন্দ, জীবনের শান্তি ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছিল,—কাজেই প্রাণের সে ক্রোধ-বহ্নির নিবৃত্তি করিতে না পারিয়া, সোভাহান প্রতিহিংসা সাধনার্থ এবং জঞ্জাল ও প্রতিযোগী দূর করিবার জন্য হতভাগা আবদুল গফুরকে ঐরূপ কৌশলে সোণাগাছি লইয়া গিয়া, অতিরিক্ত পরিমাণে মদ্যপান করাইয়া, শেষে গাড়ীর মধ্যে হত্যা করিয়া পলায়ন করিয়াছে। মহাশয়; নমস্কার। আপনার এখানে না আসিলে আসল সন্ধান কখনই পাইতাম না। আপনিই এই মোকদ্দমার আস্কারা করিয়া দিলেন।”

এই কথা বলিয়া দারোগা রামশঙ্করবাবু উঠিয়া গেলেন এবং একেবারে সলাবৎ খাঁর বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলেন।
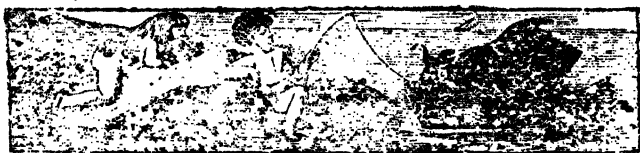
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আসামী গ্রেপ্তার।

দারোগা রামশঙ্করবাবু যখন সলাবৎ খাঁর বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন রাত্রি প্রায় নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। পীড়িত সলাবৎ খাঁ তখন বাড়ীর মধ্যে গিয়া শয্যাগ্রহণ করিয়াছিলেন।

দারোগাবাবু সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বহির্ব্বাটীতে আলো মাত্র নাই,—বাড়ীর মধ্যে একটা আলো টীপ্ টীপ্ করিয়া জ্বলিতেছে। তিনি ডাকাডাকি করিতে একজন ভৃত্য একটা আলো জ্বালিয়া লইয়া আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল।

রামশঙ্করবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার প্রভু কোথায়?

ভৃ। তিনি বাড়ীর মধ্যে গিয়া শয়ন করিয়াছেন।

রা। এখনও দশটা বাজে নাই, ইহার মধ্যেই শয়ন করিলেন কেন?

ভৃ। তাঁহার শরীর ভাল নহে। প্রত্যহই এরূপ সময়ে শয়ন করিয়া থাকেন।

রা। একজন কনষ্টেবল ও অপর একজন পুলিসকর্ম্মচারী তোমাদের এখানে ছিল, তাহারা কি চলিয়া গিয়াছে?

ভৃ। হাঁ, তাহারা সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আবদুল সোভাহান মিঞাকে ধরিয়া লইয়া থানায় চলিয়া গিয়াছে।

রা। আবদুল সোভাহান কি বাড়ী আসিয়াছিলেন?

ভৃ। হাঁ,—সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তিনি বাড়ী আসিয়াছিলেন,—আসিবামাত্র তাঁহাকে তাহারা গ্রেপ্তার করে।

রা। তোমার প্রভুকে গিয়া আমার নাম করিয়া বল, যদি এখন একবার আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন, বড় ভাল হয়, আমি পুলিসের দারোগা এবং এই মোকদ্দমার তদন্তকারী।

ভৃ। তিনি যে এখন আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন, এনন বোধ হয় না।

রা। তুমি একবার যাও—আমার কথা তাঁহাকে জানাইয়া দেখ।

ভৃত্য চলিয়া গেল। দারোগাবাবু যেখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন, সেটা বাহিরের প্রকোষ্ঠ,—কিন্তু কলিকাতার বাড়ী—বহিঃপ্রকোষ্ঠের পার্শ্বেই বাসের গৃহ অর্থাৎ বাহির বাটীর উঠানের অপর পার্শ্বেই অন্দরের বাসের গৃহ।

দারোগাবাবু সেই উঠানে একা দাঁড়াইয়া,—তিনি সেখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শুনিতে পাইলেন, দুইটি লোকে কথা কহিতেছে, তিনি যেখানে দাঁড়াইয়া আছেন, তাহারই পার্শ্বের দ্বিতল প্রকোষ্ঠে কথা হইতেছিল। এক স্ত্রী কণ্ঠের স্বর - অপর পুরুষকণ্ঠস্বর। পুরুষ-কণ্ঠস্বরে কথা হইল,—'হউক দারোগা, আমি এখন আর উঠিতে পারিতেছি না।"

স্ত্রী-কণ্ঠ বলিল,—"সোভাহানকে থানায় লইয়া গিয়াছে, সেই থানার দারোগা আসিয়াছে,—বোধ হয়, মোকদ্দমা সম্বন্ধে কোন কিছু জানিবার জন্যই আসিয়াছে,—একবার একটু যাইতে পারিলে ভাল হইত। যদি বিশেষ অসুখ না করে, তবে একটু যাও বাবা। আহা, সোভাহান হয়ত কত কষ্ট পাইতেছে।"

পুরুষ-কণ্ঠে সলাবৎ খাঁ কথা কহিতেছিলেন, আর রমণী তাঁহার কন্যা লুৎফউন্নেসা।

সলাবৎ খাঁ বলিলেন, "যাহার অদৃষ্টে কষ্ট থাকে অন্যে তাহা কি প্রকারে রোধ করিতে পারে? আল্লার মর্জ্জিতে যাহা আছে, তাহাই ঘটিবে।"

লু। তুমি কি বিশ্বাস কর বাবা; গফুরকে সোভাহান হত্যা করিয়াছে?

স। আমার বিশ্বাস অবিশ্বাসে কি আসিয়া যায়। পুলিশ যেমন প্রমাণ পাইবে, তেমনই ঘটিবে।

লু। তুমি একটু যাও, পুলিসে এই মোকদ্দমায় কতদূর কি প্রমাণ পাইয়াছে, জানিয়া আইস। আমি নিশ্চয় বিশ্বাস করি, সোভাহানের দ্বারা নরহত্যা হইতে পারে না। সে বৃথা কষ্ট পাইতেছে।

স। পুলিসের সঙ্গে দেখা করিয়াই বা এখন কি করিব? তাহারা কিছু আমার কথায় সোভাহানকে ছাড়িয়া দিবে না। এরপরে মোকদ্দমা উঠিলে কোর্টে তখন দেখা যাইবে।

লু। কোন্ সূত্র অবলম্বন করিয়া পুলিস সোভাহানকে ধৃত করিয়াছে, তাহা জানা যাইবে।

দারোগাবাবু সে সকল কথা শুনিতেছিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আর কোন কথা শুনিতে পাইলেন না,—তারপরে জুতার খট্ খট্ শব্দের সহিত আলো দেখিতে পাইলেন, এবং সলাবৎখাঁ ভৃত্যের সহিত তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভৃত্য বাহিরের বৈঠকখানার দরোজা খুলিয়া দিল, সলাবৎখাঁ বলিলেন, "চলুন মহাশয়; ঘরের মধ্যে চলুন।"

রামশঙ্করবাবু ও সলাবৎখাঁ গৃহমধ্যে গিয়া দুইজনে দুইখানি কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিলেন।

রামশঙ্করবাবু বলিলেন,—"আমি এই রাত্রে যে কার্য্যের জন্য আপনার বাড়ীতে আসিয়াছি, তাহা বোধ হয় আপনি বুঝিতে পারিয়াছেন?"

স। হাঁ, তাহা বুঝিয়াছি। আবদুল গফুরকে কে হত্যা করিয়াছে,—সেই হত্যাকাণ্ডের নায়ককে ধৃত করিবার সন্ধানার্থই আপনি ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, এবং সম্ভবতঃ আমার দ্বারা আপনার অনুসন্ধানের কোনপ্রকার সূত্র পাইতে পারেন, বলিয়া আসিয়াছেন।

রা। আপনি আবদুল গফুরের হত্যাকারীর অনুসন্ধানের কথা কি বলিতেছেন? হত্যাকারীত ধৃত হইয়াছে।

স। কে হত্যাকারী?

রা। কেন আপনি কি শোনেন নাই—আপনার প্রতিপালিত আবদুল সোভাহান আবদুল গফুরকে হত্যা করিয়াছে।

স। মিছে কথা।

রা। মিছে কথা কি,—সমস্ত প্রমাণ ঠিকঠাক হইয়া গিয়াছে।

সেইজন্যই ত আবদুল সোভাহানকে ধৃত করিয়া লইয়া যাওয় হইয়াছে।

স। হাঁ, ধৃত করিয়া লইয়া গিয়াছেন, তাহা শুনিব কি নিজ চক্ষেই দেখিয়াছি,—তাহার অদৃষ্টে কয়েক দিনের হাজতভোগ আছে, করিয়া আসুক। কিন্তু কোর্টে তাহার দোষ সাব্যস্ত হইবে না।

রা। আপনি কি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেন, আবদুল সোভাহান আবদুল গফুরকে হত্যা করে নাই?

স। নিশ্চয় বিশ্বাস করি।

রা। এ বিশ্বাস কিসে করেন?

স। আবদুল সোভাহান আবদুল গফুরকে কি জন্য ওরূপ নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিবে? কারণ ভিন্ন মানুষে সামান্য কার্য্যও করে না,—আর ভীষণ নরহত্যা বিনা কারণে করিবে? নরহত্যার পরিনামও সে জানে। সে মূর্খ গোঁয়ার নহে।

রা। কারণ না থাকিলে এরূপ ভয়ানক ঘটনাময় কার্য্য মানুষের দ্বারা সংঘটিত হইতে পারে না, তাহা আমিও জানি, এই হত্যার মধ্যে যে ভীষণ এক ঘটনা বর্ত্তমান আছে, তাহার সন্ধানও আমি করিতে পারিয়াছি।

স। সে কারণ কি?

রা। সে কারণ বলিবার আগে আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাহি।

স। কি বলুন।

রা। আপনি বোধহয় জানেন, নরহত্যাকারীর চেয়ে মহাপাতকী আর দ্বিতীয় নাই।

স। নিশ্চয়ই।

রা। যে নরহত্যাকারী, তাহার সহায়তা করিলে নরহত্যা পাতক স্পর্শে, তাহাও বোধ হয় আপনি জানেন।

স। হাঁ, না জানিলেও কোন মৌলভির নিকটে তাহা জানিয়া লইতে পারিব। পুলিসের কর্ম্মচারী হইতে মৌলভি সাহেবেরা এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ বেশি।

রা। হাঁ, হাঁ—তা বটে। তবে এসকল কথা সর্ব্বধর্ম্ম-শাস্ত্রেই আছে,—এবং বালকেও জানে।

স। হা হা! বালকে যাহা জানে, তাহা এই বৃদ্ধেরনি কটে বলিয়া কেন রাত্রি বাড়াইতে চেষ্টা করিতেছেন? আপনার বলিবার কি আছে, বলিয়া ফেলুন। তারপরে আমিও গিয়া শুইয়া বাঁচি,—আর আপনিও আপনার থানায় গিয়া আহারাদির বন্দোবস্ত করুন।

রা। আমি আপনাকে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিব,—কথা কয়টির যদি সত্য উত্তর দেন, বড়ই বাধিত হইব, এবং তাহাতে মোকদ্দামারও ঠিক হইতে পারিবে।

স। আমি কখনই মিথ্যা বলিব না, ইহা নিশ্চয় জানিবেন।

রা। আপনার কন্যা লুৎফ-উন্নিসার সহিত আবদুল্ সোভাহানের কি বিবাহ দিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন।

স। হাঁ, করিয়া ছিলাম।

রা। বিবাহ দেন নাই কেন?

স। এপ্রশ্নের সহিত আবদুল গফুরের খুনের কি সম্বন্ধ আছে, বুঝিতে পারিলাম না।

রা। তাহা বুঝিবার আপনার প্রয়োজন নাই, আমার জিজ্ঞাস কথার কেবল উত্তর দিবেন, ইহাই প্রার্থনা।

স। না না কারণে বিবাহ হয় নাই, এতদ্ভিন্ন আর কি উত্তর দেওয়া সম্ভব হইতে পারে?

রা। আবদুল গফুর আপনার কন্যার পাণিপ্রার্থ হইয়া কখনও আপনার নিকটে প্রস্তাব করিয়াছিল?

স। হাঁ করিয়াছিল,—এসংবাদ আপনি কোথায় পাইলেন?

রা। যেখানেই পাই,—ফলকথা, ইহা সত্য কি না?

স। হাঁ সত্য।

রা। সে কত দিনের কথা?

স। কয়েক মাস গত হইল।

রা। আপনি কি আবদুল গফুরের সহিত বিবাহ দিতে স্বীকৃত হয়েন নাই?

স। প্রথমে হই নাই,—তারপরে হইয়াছিলাম; আবার শেষে অমত করি।

রা। প্রথমে স্বীকৃত হন নাই কেন?

স। আমি আবদুল সোভাহানকে স্নেহের চক্ষে দেখিয়া থাকি,—আবদুল সোভাহানকে কন্যা সম্প্রদান করিয়া আমার সমস্ত বিষয় সম্পত্তির সহিত কন্যাটিকে তাহারই হস্তে দিয়া যাইব—এই সংকল্প থাকে, কাজেই আবদুল গফুরের প্রস্তাবে স্বীকৃত হই না।

রা। তারপর আবার স্বীকৃত হইয়াছিলেন কেন? স্মরণ রাখিবেন, আমার সহিত প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, আপনি সমস্তই সত্য বলিবেন।

স। একবর্ণও মিথ্যা বলিব না, আপনিও তাহা স্মরণ রাখিবেন।

রা। মাঝখানে স্বীকৃত হইয়াছিলেন কেন?

স। সে একটা কোন গুপ্ত কারণে,—তাহা আমি প্রাণান্তেও বলিতে পারিব না। আর তাহার সহিত আপনার এই হত্যাকাণ্ডের কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই! আমাকে যদি সে কথা বলাইবার জন্য শূলে চড়ান, তবু তাহা বলিতে পারিব না। শুনিয়াও আপনার কোন লাভ নাই।

রা। সেই কারণে স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু আপনি যাহাকে স্নেহের চক্ষুতে দেখেন, সেই সোভাহানের তাহাতে কষ্ট হইবে, ইহা জানিয়াও স্বীকৃত হইলেন,—ইহাতে বোধ হইতেছে, সে কারণটা খুব কঠোর?

স। সে কারণ কঠোর হউক না হউক, আমি তখন ভাবিয়াছিলাম, আমার যে সম্পত্তি আছে, তাহার সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। বাড়ীও দুই খানি আছে—আপনাকে ও বেলা বলিয়াছিলাম তাহা বোধহয় আপনার স্মরণ আছে, আবদুল গফুরেরা যে বাড়ীতে বাস করে, তাহাও আমার। আমি ভাবিয়াছিলাম, আমার যে সম্পত্তি আছে, তাহার অর্দ্ধেক আমার কন্যাকে দিব—আর অর্দ্ধেক আবদুল সোভাহানকে দিব। দুইটা বাড়ী—যে বাড়ীতে গফুররা থাকে সেইটা মেয়েকে, আর এই বাড়ী সোভাহানকে দিব। গফুরের একটা ভালমেয়ে দেখিয়া বিবাহ দিব,—সুতরাং তাহার প্রতি কিছুই অন্যায় করা হইবে না।

রা। তারপরে আবার অমত করিলেন কেন?

স। ক্রমে আমি জানিতে পারিলাম. আমার মেয়ে এবং সোভাহান উভয়েরই একান্ত ইচ্ছা, তাহারা পরস্পরে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করে। তাহাদের

উভয়ের প্রতি উভয়ের প্রগাঢ়ানুরাগ। ইহা জানিতে পারিয়া আমি আবদুল গফুরের সহিত বিবাহ দিবার ইচ্ছা পরিত্যাগ করি।

রা। আপনি সে কথা কি গফুরকে বলিয়াছিলেন ?

স। হাঁ, প্রকারান্তরে বলিয়াছিলাম।

রা। স্পষ্ট বলেন নাই ?

স। যেরূপ বলিয়াছিলাম, তাহাতেই সে বুঝিয়াছিল।

রা। আপনি কি এ কথাগুলি সত্য বলিতেছেন ?

স। আমি সত্য বলিতেছি বলিয়াই বিশ্বাস করি। কিন্তু আপনি বিশ্বাস না করিলে, আমার উপায়ান্তর নাই।

রা। আপনার কন্যাকেও এই মোকদ্দামার আদালতে সাক্ষী দিতে যাইতে হইবে।

স। বড়ই অপমান জনক কার্য্য হইবে। কিন্তু রাজার রাজত্বে বাস করি,—সুতরাং রাজকীয় সমনজারি হইলে না গিয়া আর উপায় কি ?

রা। হাঁ, নিশ্চয়ই যাইতে হইবে। আপনি যাহা বলিলেন,—তাহা হইতেও অধিকতর গুহ্য বিষয় ইহার মধ্যে আছে। আপনার কন্যাকে পুলিসের সাক্ষাতেও কিছু বলিতে হইবে, সে জন্য পুলিস হইতেও সমন দেওয়া যইবে।

স। ও হো, বুঝিতে পারিতেছি। আপনি বোধ হয়, স্থির করিয়াছেন, আবদুল গফুর ও আবদুল সোভাহান উভয়েই আমার কন্যার প্রণয়ানুরাগী। সোভাহানকে পরিত্যাগ করিয়া গফুরকে কন্যা দান করিব বলিয়া আমি স্থির করি, সেই জন্য প্রতিদ্বন্দী গফুরকে সোভাহান নিষ্ঠুররূপে নিহত করিয়া নিষ্কণ্টক হইয়াছে !

রা। হাঁ,—ব্যাপারটা তাই বটে, তবে ঘটনা অন্যরূপ আছে।

স। আমার কন্যাকে পুলিসে গিয়া কি সাক্ষী দিতে হইবে?

রা। যদি আপনার আপত্তি না থাকে, তবে আপনার কন্যাকে একবার এখানে আনাইলে আমি সে কথাগুলি জিজ্ঞাসা করিতে পারি। আর যদি আপত্তি করেন, আমি চলিয়া যাইব,—তারপরে থানা হইতে সমন আসিলে তাঁহাকে থানায় লইয়া যাইবেন।

স। আমি উহাতে তত দোষ দেখি না,—তবে মুসলমান-সমাজ ও বিষয়ে নারাজ। যাই হউক, আজ না ডাকিলে যখন থানায় লইয়া যাইতে হইবে, তখন আজই ডাকা ভাল।

রা। দেখুন, মা-ভগিনী সকলেরই আছে।

সনাবৎখাঁ বাধা দিয়া বলিলেন, "সে সৌজন্য প্রকাশের আর প্রয়োজন নাই। যাহা জিজ্ঞাসার থাকে, জিজ্ঞাসা করিয়া যান। ও বাঁধা বোল আবৃত্তির জন্য আপনাকে আর অধিক কষ্ট পাইতে হবে না।" তারপর, ভৃত্যকে বলিলেন,— "লুৎফ-উন্নেসাকে ডাকিয়া আন্। তাহাকে বলিস্, দারোগাবাবু এই মোকদ্দামা সম্বন্ধে তাহাকে কি জিজ্ঞাসা করিবেন। তাহাকে একবার এখানে এখনই আসিতেই হইবে।"

ভৃত্য চলিয়া গেল, এবং কিয়ৎক্ষণ প লুৎফউন্নেসার সহিত সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

দারোগা রামশঙ্করবাবু চাহিয়া দেখিলেন,—লুৎফউন্নেসা সাক্ষাৎ পরী। একখানা সবুজ রঙ্গের বেনারসী চাদর দ্বারা তাহার সর্ব্বাঙ্গ আবৃত ছিল,—তথাপি তাহার মধ্য দিয়া বর্ণের উজ্জ্বল ছটা ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। গায়ে ইংরেজীধরণের জেকেট।

মস্তকের চুল বেণী করিয়া লম্বমান। পায়ে জিলির কামদার নাগরা জুতা।

দারোগা রামশঙ্করবাবু সলাবৎখাঁর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"উহাঁকে বসিতে বলুন।"

নিয়ে একখানা চেয়ার ছিল,—লুৎফউন্নেসা তাহাতে উপবেশন করিল। দারোগাবাবু দেখিলেন, লুৎফউন্নেসা মুসলমান গৃহের পর্দ্দা-নিসিন স্ত্রীলোকের মত লাজুকা নহে, আধুনিক শিক্ষা প্রাপ্তা মেয়েদের মত বেশ সপ্রতিভা অথচ আদব কায়েদায় অভ্যস্তা।

দারোগা রামশঙ্করবাবু বলিলেন,—"আপনি ভদ্র কুলমহিলা, আপনাকে আমি ডাকাইয়া আনিয়া যে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি, তাহা আমার কঠোর কর্ম্মের কর্ত্তব্য বলিয়াই করিতেছি; ভরসা করি, সে জন্য আমাকে আপনি এবং আপনার আত্মীয় স্বজন সকলেই মাপ করিবেন।"

দারোগাবাবুর কথার প্রত্যুত্তরে কেহ কোন কথাই বলিল না। তিনি পুনরপি বলিলেন,—"আপনি বোধ হয় শুনিয়াছেন, আবদুল সোভাহান কর্ত্তৃক আবদুল গফুর অত্যন্ত নিষ্ঠুর ভাবে নিহত হইয়াছে। আমি সেই হত্যা সম্বন্ধীয় তদন্তে নিযুক্ত আছি। ঐ সম্বন্ধে আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতেছি। কথাগুলি যতদূর স্মরণ করিতে পারেন, স্মরণ করিয়া উত্তর দিবেন। আপনি আবদুল গফুরকে ভাল বাসিতেন কি না?"

সলাবৎখাঁ দাসীকে সেখানে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া উঠিয়া বাটীর মধ্যে চলিয়া গেলেন। ভৃত্য দিগকে বাহিরে বিশেষ সতর্কতার সহিত দাঁড়াইয়া থাকিতে আদেশ দিয়া গেলেন।

এতক্ষণ লুৎফউন্নেসা কোন উত্তর করে নাই। দারোগাবাবু পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি লেখা পড়া জানেন?"

এইবার লুৎফউন্নেসা কথা কহিল। দারোগাবাবুর কর্ণে যেন শত বীণা বাজিয়া গেল। লুৎফউন্নেসা বলিলেন,—"হাঁ, আমি লেখা পড়া একরূপ জানি।"

রা। বাঙ্গালা জানেন?

লু। জানি,—ইংরেজীও কিছু জানি। আমি বেথুন কলেজ হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম।

দারোগাবাবু তখন বুঝিলেন, লুৎফউন্নেসা বেথুনে শিক্ষিতা মহিলা। জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি আবদুল গফুরকে জানিতেন?"

লু। হাঁ, জানিতাম। তাহারা আমাদের প্রতিবাসী, এবং আমাদের একটা বাড়ীর ভাড়াটে।

রা। আপনি তাহাকে কখনও চাক্ষুষ সম্বন্ধে দর্শন করিয়াছিলেন?

লু। দুই এক দিন দেখিয়া থাকিব।

রা। আপনি আপনাদের ছাতে উঠিয়া কখনও কখনও বেড়াইয়া থাকেন?

লু। হাঁ, কোন কোন দিন বৈকালে ছাতে উঠিয়া বেড়াই।

রা। আপনি যখন ছাতে বেড়াইতেন, কখনও কখন গফুরও সেই সময় তাহাদের বাড়ীর ছাতে উঠিয়া বেড়াইত?

লু। কোন কোন দিন উঠিতে দেখিয়াছি,—কিন্তু সে ছাতে উঠিলেই আমি নামিয়া যাইতাম।

রা। কেন?

লু। তাহার চরিত্র তত বিশুদ্ধ নহে;—একথা অনেকের নিকটে শুনিয়াছিলাম।

রা। সে, তাহার বন্ধুবান্ধবগণের নিকটে গল্প করিত, আপনি তাহাকে ভাল বাসিতেন।

লু। সে ভুল বুঝিয়াছিল।

রা। ইহা বুঝিবার তাহার কোন কারণ ছিল কি?

লু। অন্য কি কারণ ছিল, তাহা বলিতে পারি না, বা জানি না। তবে একদিন আমি তাহাদের ছাতের দিকে অন্য মনস্ক ভাবে চাহিয়াছিলাম—একদৃষ্টেই চাহিয়াছিলাম, কিন্তু গফুর কোথায় ছিল না ছিল, তাহা আমি তখন লক্ষ্য করি নাই। তারপরে, সে আমার নজরে পড়ে,—আমি দেখিলাম, সে আমার দিকে বা আমাদের ছাতের দিকে চাহিয়া আছে। পরস্পরের চক্ষুতে মিলিল,—আমি আমার চক্ষু ফিরাইয়া লইয়া একটু ছাতে ঘুরিয়া তারপর নামিয়া নিচের চলিয়া গেলাম।

রা। সে আপনার পাণিপ্রার্থী হইয়া আপনার পিতার নিকট প্রস্তাব করিয়াছিল, আপনি তাহা জানিতেন কি?

লু। হাঁ, তাহা শুনিয়াছিলাম।

রা। আপনার সে বিবাহে মত ছিল কি?

লু। না।

রা। কেন?

লু। তা বলিতে পারি না।

রা। আপনি কাহাকেও ভালবাসেন কি?

লু। বলিতে পারি না।

রা। আপনি কাহাকেও ভালবাসেন কি না, আপনি বলিতে পারেন না ?

লু। তা আমি বলিতে পারি না।

রা। আবদুল সোভাহান গফুরকে হত্যা করণাপরাধে ধৃত হইয়াছে,—সম্ভবতঃ সে ফাঁসি যাইবে।

লু। তাহা হইলে বেকসুরের ফাঁসি হইবে।

রা। আপনি কি প্রকারে জানিলেন যে, আবদুল সোভাহান বেকসুর ?

লু। সে অতি ভাল লোক। তাহার দ্বারায় নরহত্যারূপ পৈশাচিক কাণ্ড সংসাধিত হইতে পারে না।

রা। মানুষের মনের ভাব কখন কিরূপ হয়, তাহা কেহই বলিতে পারে না।

লু। আবদুল সোভাহানের মনের ভাব আমি বলিতে পারি।

রা। কি করিয়া পারেন ?

লু। আমি অনেক দিন হইতে তাহার হৃদয় অধ্যয়ন করিয়া আসিতেছি।

রা। আপনি তবে আবদুল সোভাহানকেই ভালবাসেন ?

লুৎফউন্নেসা নিস্তব্ধ হইয়া থাকিল। রামশঙ্করবাবু সেখান হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক থানায় চলিয়া গেলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—(•)—

দুই দারোগা।

পরদিন বেলা আটটার সময় দারোগা রামশঙ্করবাবু থানাঘরের বারেণ্ডায় একখানি চেয়ারে বসিয়া এই মোকদ্দমার বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময় তথায় তাঁহাদের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী এবং ডিটেক্‌টিভ পুলিসের ইন্সপেক্টর দ্বিজপদবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলা বাহুল্য, পুলিসের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী ইংরেজ।

তাঁহারা আসিবামাত্র রামশঙ্করবাবু যথাযোগ্য সম্ভাষণ ও অভিবাদনাদি করিলেন, এবং থানার আফিষগৃহ মধ্যে লইয়া আসন প্রদান করিলেন, তৎপরে নিজেও আসন গ্রহণ করিলেন।

তাঁহারা এই হত্যা সম্বন্ধীয় মোকদ্দমার তথ্যানুসন্ধানেই আগমন করিয়াছিলেন, সুতরাং ঐ নরহত্যা ঘটিত মোকদ্দমার কতদূর কি সন্ধান হইল, তাহা অতি দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া আলোচনা হইল। তত কথার অবতারণা করিয়া অধিক সময় ক্ষেপণ করিতে চাহি না। যাহা পাঠকের শুনিয়া রাখিবার প্রয়োজন, এস্থলে তাহাই প্রকাশ করিয়া দিলাম।

ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারী রামশঙ্করবাবুর অনুসন্ধানের সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—"হাঁ, মোকদ্দমার এক প্রকার কিনারা হইয়াছে বটে, এখন সাক্ষীর যোগাড় হইলেই মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট মোকদ্দমা তুলিয়া দেওয়া যায়।"

দ্বিজপদবাবু বলিলেন,—"না সাহেব; মোকদ্দমার কিছুই তদন্ত হয় নাই। তবে তদন্ত হইবার মধ্যে একটি হইয়াছে।"

সাহেব বিস্মিত নয়নে ডিটেক্‌টিভ কর্ম্মচারী দ্বিজপদবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"মোকদ্দমার তদন্ত হয় নাই?"

দ্বি। আজ্ঞা, না।

সা। আপন বলেন কি,—রামশঙ্করবাবু যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া এই মোকদ্দমার অনুসন্ধান করিয়াছেন। দোষী সাজা পাইলে, আমি উপরিওয়ালাকে লিখিয়া রামশঙ্করবাবুর পদোন্নতি করিয়া দিব।

দ্বি। দোষী বলিয়া যাহাকে ধৃত করা হইয়াছে,—এই মোকদ্দমার ঘটনা ও অবস্থা যাহা রামশঙ্করবাবুর নিকটে শ্রুত হইলাম,—তাহাতে সে ব্যক্তি কখনই দোষী নহে।

সা। আপনি বলেন কি দ্বিজপদবাবু? ধৃত আবদুল সোভাহান যে, আবদুল গফুরকে হত্যা করিয়াছে, তাহার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণও যথেষ্ট হইয়াছে।

দ্বি। কি কি প্রমাণ?

সা। রামশঙ্করবাবু যাহা বলিলেন।

দ্বি। তাহার একটিও প্রামাণ্য প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না।

সাহেব রামশঙ্করবাবুর মুখের দিকে চাহিলেন। রামশঙ্কর-বাবু চেয়ারখানি একটু সরাইয়া দিয়া বলিলেন,—"কেন, দর্জ্জি ঐ অলষ্টার আবদুল সোভাহানকে প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে, এবং ঐ অলষ্টার যে তাহার, তাহা সোভাহানের প্রতিপালক সলাবৎখাঁও সনাক্ত করিয়াছেন।"

দ্বি। সোভাহানের অলষ্টার হইতে পারে, কিন্তু অন্য লোক কি উহা চাহিয়া লইতে পারে না—কিম্বা অপহরণ করিতে পারে না?

রা। ঐ দর্জ্জি সোভাহানকে সন্ধ্যার পূর্ব্বে অলষ্টার গায় দিয়া বাহির হইতে দেখিয়াছে।

দ্বি। ইহাও প্রচুরতর প্রমাণ নহে।

রা। কেন?

দ্বি। এমনও ঘটনা ঘটিতে পারে, যাহাতে উহার গাত্র হইতে খুলিবার পরেই ঐ অলষ্টার অন্য কর্ত্তৃক অপহৃত হইতে পারে।

রা। আবদুল গফুরের উপরে যে আবদুল সোভাহানের আন্তরিক বিদ্বেষ ছিল, এবং সে জগতে জীবিত থাকিলে যে, তাহার প্রবল সুখ বিনষ্ট হইবে, ইহা তাহার ধারণা হইয়াছিল, সেই ধারণার বশেই সে তাহাকে জগৎ হইতে বিদায় করিবার জন্য তাহাকে খুন করিয়াছে। রমণী বা অর্থ, ইহার একটির জন্যই মানুষ, মানুষকে খুন করিয়া থাকে,—আর এস্থলে দুইটিই বর্ত্তমান।

দ্বি। সোভাহানের চক্ষে ঐ দুইটিরই অন্তরায় গফুর কি প্রকারে হইতেছিল? আপনিইত বলিলেন,—লুৎফউন্নেসার

পিতা আবদুল গফুরের সহিত লুৎফউন্নেসার বিবাহ দিতে অসম্মত হইয়াছিল। এবং লুৎফউন্নেসা স্পষ্ট বলিয়াছে, আবদুল গফুর চরিত্রহীন বলিয়া গফুর ছাদে উঠিলে সে উঠিত না—এবং স্পষ্টই বলিয়াছে, সে গফুরকে ভালবাসিত না।

রা। আমার বিশ্বাস, লুৎফউন্নেসার পিতা ও লুৎফউন্নেসা এখন দেখিতেছে, গফুর মরিয়া গিয়াছে,—আর তাহাকে পাওয়া যাইবে না, সুতরাং সোভাহান যাহাতে দোষী না হয়—এরূপ বলা কর্ত্তব্য। এবং তাহাতেই সোভাহানের হিতার্থে ঐ সকল কথা বলিতেছে। কিন্তু বাস্তবিক লুৎফ-উন্নেসা গফুরকেই ভাল বাসিত,—লুৎফউন্নেসার পিতার ইচ্ছা ছিল, সোভাহানের সহিত কন্যার বিবাহ দেয়—কন্যার ইচ্ছা গফুরের উপর। এই কারণেই বিবাহে বিলম্ব।

দ্বি। আপনি বোধ হয় রমণী-প্রকৃতি ভালরূপ জানেন না। লুৎফউন্নেসা যদি গফুরকে ভালবাসিত, তবে গফুর হত হওয়ায় সে কখনও পিতার অনুরোধে সোভাহানের পক্ষ হইয়া বলিত না। সে যথার্থ কথা বলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইত না। বিশেষতঃ সে শিক্ষিতা মহিলা। ভালবাসার পাত্রের জন্য স্ত্রীজাতি প্রাণ দিতে পারে।

রা। গোপীবাবু মিথ্যা বলেন নাই বলিয়াই বিশ্বাস,—বিশেষতঃ তিনি যাহা বলিয়াছেন, সলাবৎখাঁ ও লুৎফউন্নেসার নিকটও প্রায় কতকটা সেইরূপই শোনা গেল,—তবে বর্ত্তমান ঘটনার কথাগুলা উঁহারা উল্টাইয়া লইয়াছে

দ্বি। আমি সে কথার জবাব আপনাকে আগেই দিয়াছি,—সলাবৎখাঁ কথা উলটাইয়া লইলেও পারিত, কিন্তু লুৎফউন্নেসা

যদি আবদুল গফুরকে ভালবাসিত, তাহা হইলে প্রাণান্তেও কথা উলটাইয়া লইত না। এবং তাহার বাঞ্ছিতকে হত্যা করিবার জন্য সোভাহান যাহাতে সাজা পায়, বিধিমতে তাহার চেষ্টা করিত;

সাহেব বলিলেন,—"তবে আপনি কি বিশ্বাস করেন, এ খুন আবদুল সোভাহানের দ্বারা হয় নাই?"

বি। আমারত এইরূপ বোধ হয়।

রা। আপনার ভুল বোধ হইতেছে,—আপনি নিশ্চয় জানিবেন, আমি এই কাজ করিতে করিতে চুল দাড়ি পাকাইলাম,—হউন, আপনি যশস্বী গোয়েন্দাপুলিস, কিন্তু আমি যতদূর যাহা বুঝিতেছি, তাহাতে আমার ভ্রম হয় নাই, ইহা আমি বুঝিতে পারিতেছি।

বি। এই মোকদ্দমায় আপনি যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন, একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে পারিয়াছেন, ইহা আমি কখনই স্বীকার করিতে পারিব না।

রা। কেন?

বি। আপনি যদি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে পারিতেন, তবে নিশ্চয়ই এতক্ষণ মোকদ্দমার প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটিত হইতে পারিত।

রা। আপনি অনর্থক কেন বকিতেছেন,—আমি যাহা করিয়াছি, এ মোকদ্দমায় তাহাই প্রকৃত;—আপনি ভুল বুঝিয়া কেন আমার গন্তব্য পথ হইতে ক্ষান্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন?

দ্বি। ভাল, আপনি এই মোকদ্দমা সম্বন্ধে যেমন ভাল বুঝেন, সেইরূপেই তদন্ত ও মোকদ্দমার রুজু করুন,—তবে আমি নিশ্চয় বলিয়া যাইতেছি, এই মোকদ্দমায় বিচারে আপনি নিশ্চয়ই অপ্রতিভ হইবেন।

রা। ভরসা করি, আপনি এই মোকদ্দমা সম্বন্ধে আমাকে আর কোন প্রকার পরামর্শাদি দিয়া আমার অনুসন্ধিৎসু প্রবৃত্তিকে বিচলিত করিবেন না! তাহাতে মোকদ্দমাটি খারাপ হইয়া যাইতে পারে।

সাহেব কর্ম্মচারী বলিলেন,—"দ্বিজপদবাবু; আপনি ক্ষান্ত হউন, রামশঙ্করবাবুর স্বাধীন বুদ্ধিকে বিচলিত করিয়া মোকদ্দমাটি খারাপ করিয়া কাজ নাই। ভাল, আপনি যে বলিয়াছিলেন,—এক বিষয় ভিন্ন এই মোকদ্দমায় রামশঙ্করবাবুর কৃতিত্ব আর কিছুই নাই। সে বিষয় কি?

দ্বি। হত ব্যক্তির সন্ধান। আবদুল গফুর যে হত হইয়াছে, ইহা শীঘ্র সন্ধান করিয়া ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন,—কিন্তু কার্য্যটি একটি সাধারণ কনষ্টবলেও সম্পন্ন করিতে পারিত।

রা। মহাশয়; ক্ষমা করিবেন। আপনি আমার প্রতি যে সকল কথা বলিতেছেন, তাহা স্পষ্ট বিদ্বেষভাবাপন্ন বলিয়াই জ্ঞান হইতেছে। আমার বোধ হয়, জটিল হত্যা কাণ্ডটি আমার দ্বারায় অনুসন্ধান হওয়ায় আপনার একটু ক্ষোভ হইয়াছে,—মোকদ্দমাটি আপনার দ্বারায় তদন্ত হইলে, আপনার কিঞ্চিৎ পদোন্নতি ও সুখ্যাতি হইত, কিন্তু কি করিব মহাশয়? আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম আমি করিয়াছি।

দ্বিজপদবাবু হাসিয়া বলিলেন,—"জগতে নিত্য নূতন নূতন

মোকদ্দমার সৃষ্টি হইতেছে, সবই কি আমি অনুসন্ধান করিয়া সংবাদ লইতেছি! আপনার এই বুদ্ধির বালাই লইয়া মরি! আপনি কি জানেন না যে, একটি খুনের মোকদ্দমার তদন্ত ভার আমাদের উপরে অর্পিত হইলে, আমরা কতদূর বিপদ-গ্রস্থ হই। প্রাতঃকালে উঠিয়াই আমরা দেবতার নিকটে প্রার্থনা করি, যেন খুনী মোকদ্দমার তদন্ত করিতে বাহির হইতে না হয়। আপনি এই হত্যারহস্য যত সহজ বলিয়া মনে করিতেছেন, ইহা তত সহজ নহে। আপনি প্রকৃত পথের ধারেও এখনও যাইতে পারেন নাই।"

সাহেব বলিলেন,—"তোমরা বৃথাও বিবাদ কর কেন? আমি আশা করি, রামশঙ্করবাবু এই মোকদ্দমা সুন্দররূপে তদন্ত করিতেছেন, এবং ইহার শেষ পর্য্যন্ত তদন্তভার উঁহার উপরেই অর্পিত থাকুক।"

দ্বিজপদবাবু বলিলেন,—"তাহাই হউক। কিন্তু নির্দ্দোষ ব্যক্তি দণ্ড না পায়, ইহাও গভর্ণমেন্টের দেখা কর্ত্তব্য; তদর্থে আমিও এই মোকদ্দমার তদন্তভার গ্রহণ করিব। আশা করি, আমার তদন্তে রামশঙ্করবাবুর তদন্তের কোন বাধা পড়িবে না।"

রামশঙ্করবাবু বিরক্তির স্বরে বলিলেন,—"আপনি জানেন, আমি সরকারী কার্য্য করিতেছি, ইহা আমার নিজের কার্য্য নহে। নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিতেছি, আপনি আমার সুনামে বাধা প্রদান করিতে আদ্ধে-হাতে লাগিয়াছেন। কিন্তু আপনার দ্বারা যদি সরকারী কার্য্যের কোন প্রকার ক্ষতি হয়, তাহা হইলে আমি আপনাকে ছাড়িব না।"

দ্বি। (হাসিয়া) কি করিবেন?

রা। বড় সাহেবের নিকট আপনার নামে রিপোর্ট করিব।

দ্বি। আমি কি আমার নিজের কার্য্য করিব? আমিও সরকারি কার্য্য করিব,—যাহাতে প্রকৃত দোষী ধরা পড়ে—এবং প্রকৃত হত্যাকারী দণ্ড পায় তাহাই করিব।

রা। কিন্তু আমার অনুসন্ধানের পথে বিঘ্ন হইতে পারিবেন না।

দ্বি। নিশ্চয়ই নহে।

রা। আপনি আমার বিপরীত ভাবেই অনুসন্ধান করিবেন, কিন্তু আমার সাক্ষী সাবুদ প্রভৃতি কোন প্রকারে ফুসলাইয়া বিপথে লইবেন না।

দ্বি। আপনি কি ঐরূপ প্রকারেই মোকদ্দমাদি করিয়া থাকেন? সাক্ষী ফুস্‌লাইয়া ভাঙ্গাইয়া চুরিয়া ডিটেক্টিভ দারোগাগণ কার্য্য করে না।

সাহেব বলিলেন,—"তোমরা ঝগড়া ছাড়। এক্ষণে মূল মোকদ্দমা সম্বন্ধে কি করা যায় না যায়, তাহার পরামর্শ করা হউক।"

রা। দ্বিজপদ বাবু আমার সকল সন্ধান—সকল কথা উড়াইয়াই দিতেছেন; তখন আমি কি পরামর্শ করিতে পারিব?

দ্বি। আমি এখানে আর বসিতে চাহি না, আপনারা পরামর্শ করুন,—আমি উঠিয়া যাই।

সা। কেন আপনি যাইবেন? কি প্রকারে মোকদ্দমা চালাইতে হইবে, আপনি তাহা ভাল বুঝেন,—এতএব, তৎসম্বন্ধে যেরূপ যাহা করিতে হইবে, তাহার পরামর্শ করুন।

দ্বি। আমি দারোগাবাবুর নিকটে এই মোকদ্দমা সম্বন্ধে

যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছি, তাহাতে আমার বিশ্বাস, যে ব্যক্তি ধৃত হইয়াছে, সে নির্দোষ,—অতএব, তাহাকে লইয়া মোকদ্দামা চালান যাইবে কেন? তাহাকে হাজির করিলে সে মুক্তি পাইবে।

রা। কিছুতেই না। এরূপ সাক্ষী থাকিতে যদি আসামী খালাস পায়, তবে দোষী সাজা পাইবে না। গাড়োয়ান দুই ব্যক্তিকে হাটিয়া আসিতে ও গাড়ীতে উঠিতে দেখিয়াছে, তারপরে ঐ অলষ্টার গায় দিয়া হত্যাকারীকে চলিয়া যাইতে দেখিয়াছে।

দ্বি। কিন্তু আমার বিশ্বাস, ঐ অলষ্টার গায়ে দিয়া অন্য ব্যক্তি আবদুল গফুরকে হত্যা করিয়া গিয়াছে।

সাহেব বলিলেন,—"ভাল, ধৃত আসামী কি বলিয়াছে?"

রা। সে যেমন আসামীতে বলিয়া থাকে,—তাহাই বলিয়াছে। বলিয়াছে, আমার অলষ্টার চুরি গিয়াছিল,—আমি খুনকরি নাই। কিন্তু কোথা হইতে চুরি গিয়াছিল, তাহা সে বলে নাই। সে সম্বন্ধে সে নিরুত্তর।

সা। তবে সেই-ই হত্যা করিয়াছে।

রা। নিশ্চয়ই।

দ্বি। তবে সে মোকদ্দামা রুজু করিয়া দিন।

সা। কেমন, এখন বিশ্বাস হইলত?

দ্বি। আমার বিশ্বাস কখনও হইবে না,—আমার বিশ্বাস, সে হত্যা করে নাই।

রা। আপনার সহিত সলাবৎখাঁর সাক্ষাৎ হইয়াছিল কি? তার অনেক টাকা আছে!

"আমাকে প্রকারান্তরে ঘুসখোর"বলিলেন,—ভাল দেখা যাইবে, "এই কথা বলিয়া বিজপদবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং সাহেবকে সেলাম করিয়া বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন।

তখন রামশঙ্করবাবু সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"হুজুর, ব্যাপার খানা বুঝিতে পারিলেন?"

সাহেব হাসিয়া বলিলেন,—"না না, ঘুস-টুস কিছু নহে। লোকটা ঘুসখোর নহে। পুলিসের বিশেষ বিশ্বাসী ও সুদক্ষ কর্ম্মচারী। তবে বড় একগুঁয়ে; উহার বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কোন বিষয় লইয়া তর্ক বিতর্ক করিলে, ঐরূপ গোঁ গোঁ করে। যাহা হউক, তুমি যদি প্রমাণ দেখাইতে পার, তবে আসামী চালান দিয়া মোকদ্দামা রুজু করিয়া দাও।"

রা। যে সমুদয় প্রমাণ পাইয়াছি, তাহা আপনার নিকটে সবিস্তারে বলিলাম, ইহাতে আপনার কি বিবেচনা হয়?

সা। প্রমাণ যথেষ্ট,—কিন্তু আর একটি প্রমাণ থাকিলে আরও সুবিধা হইবে।

রা। কি?

সা। সোণাগাছিতে আবদুলগফুর ও আবদুল সোভাহান একত্রে মদ খাইয়াছিল, এইরূপ একটা প্রমাণ দিতে পারিলে, আর কোন সন্দেহ থাকিবে না।

রা। আমি প্রাণপণে সে চেষ্টা করিতেছি।

"তবে সেইটা ঠিক করিয়া মোকদ্দামা রুজু করিয়া দাও। আমি এখন চলিলাম।" এই বলিয়া সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রামশঙ্করবাবুও উঠিয়া দাঁড়াইয়া সাহেবকে অভিবাদন করিলেন। সা বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—:•:—

তর্কের ফল।

দ্বিজপদবাবু দুইদিন পরে সর্ব্বোচ্চ পুলিসকর্ম্মচারীর নিকটে গিয়া জানাইলেন, "বিডনগার্ডনের নিকটে আবদুল গফুর নামক এক শিক্ষিত যুবক গাড়ীর মধ্যে নিষ্ঠুররূপে নিহত হইয়াছে। থানার দারোগা রামশঙ্করবাবু যাহাকে আসামী সন্দেহ করিয়া ধৃত করিয়াছেন, এবং মোকদ্দামা করিবার জন্য কোর্টে হাজির করিয়াছেন, সে ব্যক্তি প্রকৃত দোষী নহে, বিচারে সে নিশ্চয়ই মুক্তি লাভ করিবে। যদি আমাকে আদেশ করেন, আমি প্রকৃত দোষীকে ধৃত করিবার জন্য অনুসন্ধানে লিপ্ত হই।"

পুলিসবিভাগে দ্বিজপদবাবুর যথেষ্ট সুনাম ও সুখ্যাতি ছিল। তাঁহার অনুসন্ধানে অনেক জটিল ও রহস্যপূর্ণ মোকদ্দামার অনুসন্ধান হইয়া গিয়াছে,—সুতরাং তাঁহার প্রস্তাব পুলিসের ঊর্দ্ধতম কর্ম্মচারী মহাশয় অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। তাঁহাকে তদন্তের ভার প্রদান করিলেন।

দ্বিজপদবাবু মনে মনে বুঝিয়াছিলেন, এই মোকদ্দামার যথার্থ হত্যাকারী ধৃত হয় নাই, কিন্তু সে হত্যাকারী কে, এবং কোন সূত্র ও কিরূপ পন্থা অবলম্বন করিলে প্রকৃত হত্যাকারী

ধৃত হইতে পারিবে, তাহার বিষয় তিনি কোনপ্রকার চিন্তা করেন নাই। তারপরে, রামশঙ্করবাবুর সহিত বচসা হওয়ায় তিনি জিদের বশবর্ত্তী হইয়া এই তদন্তের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন,—কিন্তু এক্ষণে কি উপায় অবলম্বন করিয়া প্রকৃত দোষীকে ধৃত করিতে পারিবেন, এবং কিরূপে তাঁহার সৎনাম রক্ষা করিতে পারিবেন, সেই চিন্তায় আকৃষ্ট হইলেন। বিশেষতঃ রামশঙ্করবাবুর ধৃত আসামী আবদুল সোভাহানের মোকদ্দমা কোর্টে উঠিয়াছে। পুলিসবিভাগ হইতে দ্বিজপদ-বাবুকে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে, যাবৎ প্রকৃত দোষী (তোমার মতে) ধৃত না হয়, তাবৎ বর্ত্তমান মোকদ্দমার ক্ষতিকারক কোন কার্য্য অনুষ্ঠিত বা কোন পন্থা যেন অবলম্বিত না হয়।

একটা জিদের বশবর্ত্তী হইয়া দ্বিজপদবাবু এই মোকদ্দমার বিপরীত অনুসন্ধানের ভার লইয়া যে, ভাল কাজ করেন নাই,—হয়ত বা বহুদিনের অর্জ্জিত সুনাম ও যশ একবারেই বিনষ্ট হয়, এবং বিশেষরূপে অপ্রতিভ হইতে হয়, এই ভাবনা তাঁহার হৃদয়ে জাগরুক হইয়া উঠিল। মানুষ যখন জিদের বশবর্ত্তী থাকে, তখন ভাল মন্দ বা হিতাহিত কোন বিষয়ে লক্ষ্য করিতে পারে না, তৎপরে বুঝিয়া থাকে।

যাহা হউক, দ্বিজপদবাবু এক্ষণে প্রথমে কোন্ পন্থা অবলম্বন করিবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি সাধারণ ভদ্রলোকের বেশে সলাবৎখাঁর বাটী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

তখন বেলা বড় অধিক ছিল না, বোধ হয় চারিটা

বাজিয়া গিয়াছিল। দ্বিজপদবাবু সলাবৎ খাঁর বহির্ব্বাটীতে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, বৈঠকখানার বারেণ্ডায় বসিয়া একটি ভৃত্য একটা লণ্ঠনের কাচ পরিষ্কার করিতেছিল। দ্বিজপদবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সলাবৎ খাঁ কোথায়?"

ভৃ। তিনি বাড়ী নাই,—আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন?

দ্বি। সে কথা তাঁহারই সাক্ষাতে বলিবার জন্য আসিয়াছি,—তিনি কোথায়?

ভৃ। তিনি কৌন্সিলের বাড়ী গিয়াছেন।

দ্বি। বোধ হয়, আবদুল সোভাহানের মোকদ্দমাসংক্রান্ত কাজে গিয়াছেন?

ভৃ। হাঁ।

দ্বি। তিনি কখন আসিবেন, বলিতে পার?

ভৃ। শীঘ্রই আসিবেন।

দ্বি। আমি তাহা হইলে একটু বসি।

ভৃ। হাঁ, দেখা করিবার যদি প্রয়োজন থাকে, একটু বসুন।

দ্বিজপদবাবু বৈঠকখানার বিস্তৃত ফরাসের উপরে গিয়া উপবেশন করিলেন। ভৃত্য যেখানে বসিয়া লণ্ঠনের কাচ পরিষ্কার করিতেছিল, সেইখানে বসিয়াই পরিষ্কার করিতে লাগিল। দ্বিজপদবাবু যেখানে বসিয়াছিলেন, সেখান হইতে ভৃত্যের বসিবার স্থানের ব্যবধান অধিক দূর নহে। দ্বিজপদবাবু কথায় কথায় বলিলেন,—"আবদুল সোভাহান মিঞা এত ভদ্র লোক, তিনি কি নরহত্যা করিতে পারিয়াছেন?"

ভৃত্য মুখভঙ্গী করিয়া বলিল,—"আমাদের তা বিশ্বাস হয় না। কিন্তু বড় মিঞারা এখন তা বিশ্বাস করিতেছেন।"

দ্বি। বড় মিঞা কে ?

ভূ। আবদুল গফুরের পিতা।

দ্বি। তা করিতে পারেন বৈ কি! তোমার মনিব? খাঁ সাহেব ?

ভূ। তিনি কি বিশ্বাস করেন? তিনি কিছুতেই সে কথা বিশ্বাস করিতে চাহেন না। আমার মনিব খাঁ সাহেব একরোকা মানুষ,—তিনি যদি তা বিশ্বাস করিতেন, তবে কিছুতেই আর তাঁহাকে খালাস করিবার জন্য চেষ্টা করিতেন না।

দ্বি। এখন বুঝি খুব চেষ্টা করিতেছেন ?

ভূ। চেষ্টা বলে চেষ্টা,—দুইজন সাহেব ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করেছেন। ভাল ভাল উকীলও তিনজন দিয়েছেন।

দ্বি। তোমার মনিবের একটি মেয়ে আছেন,—তাঁহার নাম লুৎফউন্নেসা কেমন ?

ভূ। হাঁ, মহাশয়।

দ্বি। তিনি নাকি আবদুল গফুরকে আবদুল সোভাহান হত্যা করিয়াছে বলিয়া পুলিসের নিকট এজেহার দিয়াছেন ?

ভূ। এ আজগুবি খবর আপনি কোথায় পাইলেন ?

দ্বি। এইরূপত শোনা যাইতেছে।

ভূ। ও বাজে কথায় আপনি বিশ্বাস করিবেন না। তিনি সেই আবদুল সোভাহান মিঞা ধরা পড়া পর্য্যন্ত আহার বন্ধ করে দিয়েছেন। প্রায়ই আপন মনে বসে বসে ভাবেন। কখনও কখনও তাঁহার চোখ দিয়ে জল পড়ে বুক ভাসিয়ে দেয়। তিনি নাকি ঐকথা বলতে পারেন!

দ্বি। তোমার মনিব খাঁ সাহেবের স্ত্রী নাই ?

ভৃ। না—আমারাত দেখি নাই।

দ্বি। কি রকম! তুমি এই বাড়ীতে থাক দেখ নাই? তবে বোধ হয়, নাই।

ভৃ। তাই বোধ হয় হবে।

দ্বি। ভাল, উঁহার কোন রক্ষিতা স্ত্রীলোক আছে বলিয়া জান কি?

ভৃ। এখনত নাই,—পূর্ব্বে ছিল কি না আমি ঠিক জানি না।

দ্বি। তুমি কতদিন এখানে আছ?

ভৃ। প্রায় সাত বৎসর হইবে। খাঁ সাহেবের জামাই যেবার মরেন,—সেইবার আমি আসি।

দ্বি। কোন্ জামাই?

ভৃ। ওঁর ঐ একটি মাত্র মেয়ে। লুৎফউন্নেসার স্বামী।

দ্বি। তোমার মনিব কি কার্য্য করেন?

ভৃ। তাঁহার হাঁপ-কাশ রোগ হইয়াছে,—কোন কাজ করিবার শক্তি তাঁহার নাই।

দ্বি। অবস্থা কেমন?

ভৃ। আমার মনিবের বিস্তর টাকা আছে,—বোধ হয়, তিন পঞ্চাশ বাট হাজার হইবে। সে সমুদয় কোম্পানীতে গচ্ছিত আছে, মাসে মাসে তার সুদ আনেন,—তাহাতেই রাজার মত সংসার চলে। আর আবদুল গফুরেরা যে বাড়ীতে থাকে, উহাও আমার মনিবের বাড়ী, মাসিক কুড়ি টাকা ওরও ভাড়া আদায় হয়।

দ্বি। তোমার মনিবের কি দেশই এই?

ভৃ। না, ওঁর বাড়ী ঢাকা জেলায়।

দ্বি। তোমার বাড়ী?

ভৃ। আমার বাড়ী ফরিদপুর জেলায়। উঁহার জামাইয়ের বাড়ী আমাদের দেশে ছিল।

দ্বি। তাহা হইলে তুমি ওঁর দেশের খবর জান না?

ভৃ। না, মহাশয়! তা জানিব কেমন করিয়া?

দ্বি। তুমি এখানে কত বেতন পাও?

ভৃ। আমি খোরাক পোষাক আর মাসিক আট টাকা বেতন পাই। আমি হাট বাজার করা, কোন জায়গায় যাতায়াত করা, হিসাব লেখাপড়া করা এই সকল কাজ করি,—আ'জ, একটা চাকর খাঁ সাহেবের সঙ্গে গিয়াছে, এবং আর একটা চাকরকে তিনি কোথায় পাঠাইয়া দিয়াছেন—আলোটা আমিই পরিষ্কার করিতেছিলাম। আপনি তামাক ইচ্ছা করেন কি?

দ্বি। হাঁ, তামাক খাই। কিন্তু আমি ব্রাহ্মণ,—তোমাদের এখানে বোধ হয় হুঁকা নাই—সুতরাং আর প্রয়োজন নাই।

ভৃত্য তখন আলোটি বৈঠকখানার যথাস্থানে স্থাপিত করিয়া, কলের নিকটে গিয়া হস্তপ্রক্ষালন করিয়া আসিল, এবং দ্বিজপদবাবুকে কি জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিল। এমন সময় বাহিরে অশ্বযানের আগমন শব্দ শুনিতে পাইয়া বলিল,—"ঐ বুঝি আমার মনিব আসিয়াছেন।"

ভৃত্যের কথা সমাপ্ত হইতে না হইতেই সলাবৎখাঁ বাড়ীর মধ্যে আগমন করিলেন। তিনি একেবারে অন্দরাভিমুখে যাইতেছিলেন, কিন্তু বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন, বৈঠকখানায় একজন ভদ্রলোক

বসিয়া আছেন। জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কাহাকে খুঁজিতেছেন মহাশয় ?"

আপনাকে।

স। কেন ?

দ্বি। কাপড় ছাড়িয়া আসুন। অনেক কথা আছে।

স। কোন্ সম্বন্ধে ?

দ্বি। আবদুল সোভাহানের মোকদ্দমা সম্বন্ধে।

স। আপনি কি পুলিস ?

দ্বি। হাঁ, মহাশয় আমি পুলিসকর্ম্মচারী। তবে আবদুল সোভা-হানের অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী নহি। আপনি একবার এখানে আসিলে আমার আগমনের উদ্দেশ্য অবগত হইতে পারিবেন।

স। একটু অপেক্ষা করুন, আমি আসিতেছি।

সলাবৎখাঁ বাটীর মধ্যে চলিয়া গেলেন। দ্বিজপদবাবু সেই স্থানে বসিয়া মোকদ্দমার বিষয় ভাবিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ পরে সন্ধ্যা হইল। বৈঠকখানায় আলো জ্বলিল,—তারপরে সলাবৎখাঁ আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। বলিলেন,—"মহাশয়! মাপ করিবেন। আমি অনেকক্ষণ বাড়ীর মধ্যে থাকিয়া আপনাকে কষ্ট দিয়াছি। কিন্তু আমার হাঁপরোগ আছে, যখন আমি বাড়ীর মধ্যে যাই, তখন বড় টান হইয়াছিল, নতুবা যাইতাম না। সে টানটা একটু নরম না পড়িলে কোন প্রকারেই আসিতে পারি নাই বলিয়া এত বিলম্ব হইয়াছে।"

দ্বি। না না, তাতে আর কি হইয়াছে,—আপনার অসুস্থ শরীর; বসুন। বরং আপনাকে আমিই অনর্থক কষ্ট দিতেছি।

সলাবৎখাঁ আসিয়া ফরাসে উপবেশন করিলেন। একটা ছোট বালিস টানিয়া তদুপরি ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিলেন,—"আপনার কি মনে করিয়া আসা হইয়াছে?"

দ্বিজপদবাবু একটু দূরে ছিলেন, আরও একটু সলাবৎখাঁর দিকে সরিয়া গিয়া বলিলেন, "আপনি কি পুলিসের লোককে বিশ্বাস করিতে পারেন?"

সলাবৎখাঁ একটু হাসিয়া বলিলেন,—"জগতের অন্যান্য লোককেও যেমন বিশ্বাস ও অবিশ্বাস উভয়ই করিতে হয়, পুলিসের লোককে সেইরূপ করিতে হয়। পুলিসের লোকত আর মানুষ ছাড়া নহে। তবে স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অন্যান্য লোকের মধ্যে অনেকেই যেমন মিথ্যা কথা প্রবঞ্চনা করিতে ক্রটী করে না, পুলিসের মধ্যেও অনেকে তদ্রূপ করিতে ক্রটী করে না। আবার অন্যান্য লোকের মধ্যেও যেমন সত্যবাদী লোক আছে, পুলিসের মধ্যেও তদ্রূপ আছে। কেন মহাশয়; সে কথা কেন?"

দ্বি। আমিও একজন পুলিস কর্ম্মচারী।

স। সে পরিচয়ত আগেই লইয়াছিলাম।

দ্বি। হাঁ, তাহা লইয়াছিলেন; কিন্তু আমি একটি বিশেষ কার্য্য জন্য আপনার নিকটে আসিয়াছি।

স। সেই বিশেষ কার্য্যে কি আপনার উপরে আমাকে বিশ্বাস স্থাপন করিতে বলিতেছেন?

দ্বি। কতকটা তাহাই বটে।

স। আপনি আপনার কথা বলুন। আমি নিজে তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিব, এবং তৎপরে তাহা আমার পক্ষীয়

উকীল-কৌউন্সিলকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিব, যদি সেকথায় আমাদের বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান করা যাইতে পারে, অবশ্যই বিশ্বাস করিব।

দ্বি। হাঁ, কথাটা আপনাদের অহিতের নহে।

স। বেশত আপনি বলুন।

দ্বি। এই মোকদ্দামার তদ্বিরকারক দারোগা রামশঙ্কর বাবুর সহিত এই মোকদ্দামা লইয়া আমার কথায় তর্ক বিতর্ক হইয়াছে।

স। কি তর্ক বিতর্ক?

দ্বি। তাঁহার নিকটে মোকদ্দামার আদ্যোপান্ত অবস্থা অবগত হইয়া আমি যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছি—আবদুলসোভাহান—যাহাকে আসামী বলিয়া ধৃত করা হইয়াছে, সে হত্যাকারী নহে।

স। আপনি কি করিয়া জানিলেন?

দ্বি। বিশেষ প্রমাণ কিছুই পাই নাই যে, এই মোকদ্দামায় আবদুল সোভাহান দোষী নহে। কিন্তু যতদূর এই মোকদ্দামার বিষয় আমি অবগত হইতে পারিয়াছি, তাহাতে যেন আমার বোধ হইতেছে, প্রকৃত হত্যাকারী এখনও যবনিকার অন্তরালে অবস্থান করিতেছে।

স। ভাল, তাহাই যদি হয়, আমাদিগকে আপনি কি করিতে বলেন?

দ্বি। তারপরে আরও শুনুন।

স। কি বলুন?

দ্বি। আমি আমার যাহা বিশ্বাস, তাহা আমাদের সর্ব্বপ্রধান

কর্ম্মচারীকে অবগত করাইলে, তিনি এই মোকদ্দামার অনুসন্ধানার্থ আমাকে নিযুক্ত করিয়াছেন, আমি প্রকৃত হত্যাকারীকে ধৃত করিবার জন্য সন্ধানে নিযুক্ত হইব। তবে কথা এই যে, ঐ মোকদ্দামা—অর্থাৎ আবদুল সোভাহানের মোকদ্দামা স্থগিত রাখিবার ক্ষমতা আমার নাই। আপনারা আপনাদের কৌন্সলির দ্বারা ঐ মোকদ্দামাটি কয়েক দিনের জন্য স্থগিদ রাখিবার প্রার্থনা করুন।

স। কি বলিয়া প্রার্থনা করিব?

দ্বি। এই বলিয়া প্রার্থনা করিতে হইবে যে, আবদুল গফুরের হত্যাকারী ব্যক্তি শীঘ্রই ধরা পড়িবে। আমরা গুপ্ত তদন্ত আরম্ভ করিয়াছি, অতএব আর কিছুদিন মোকদ্দমাটি মুলতুবী রাখিয়া ধৃত আসামীকে হাজতে রাখিতে আজ্ঞা হউক।

স। এরূপ আবেদন শুনিতে আদালত বাধ্য কি?

দ্বি। একজন হত্যাকারীর দণ্ড কি জানেনত? প্রাণ দণ্ডের বিচার করিতে যতদূর সুবিধা দেওয়া যাইতে পারে, আসামীকে তাহা দিতে হইবে।

স। আমি আমার কৌন্সিলিকে এ সম্বন্ধে বলিব, তিনি যদি ইহা ভাল বিবেচনা করেন, তবে তাহাই হইবে।

দ্বি। আপনি যদি আদালতে আপনার কৌন্সিলির সহিত আমাকে দেখা করিতে বলেন, আমি তাহাও করিতে পারি।

স। তবে সেই ভাল। আগামী কল্যইত মোকদ্দামার প্রথম দিন। আমার কৌন্সিলিগণও যাইবেন, আমি সেখানে উপস্থিত থাকিব। আপনি সেখানে গেলে সকল কথাই মুকাবেলা সম্পন্ন হইবে।

দ্বি। আপনি কি আবদুল সোভাহানের বিপদে নিতান্ত ব্যথিত হইয়াছেন?

স। একথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন, মহাশয়? একটা পাখী পুষিলে তার বিপদে কষ্ট হয়, আর আবদুল সোভাহানের বিপদে—বিশেষতঃ এমন গুরুতর বিপদে আমার কষ্ট হইতেছেনা?

দ্বি। আমি শুনিয়াছি, আপনি কখনও মিথ্যা কথা বলেন না। দারোগা রামশঙ্কর বাবুর নিকটে যে কথা শুনিয়াছি, আপনাকে সেই কথাটি আর একবার জিজ্ঞাসা করিতে চাহি।

স। সে কি কথা মহাশয়?

দ্বি। ইহা জ্ঞানতঃ যথাধর্ম্ম সত্য কথা বলিবেন।

স। কথাটাই কি বলুন না।

দ্বি। আপনি আবদুল গফুরের সঙ্গে লুৎফউন্নেসার বিবাহ দিতে প্রথমে স্বীকৃত হয়েন কি?

স। ... আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক একার্য্য করিতে সম্মত হই নাই। আমি আমার কন্যার বিবাহ আবদুল সোভাহানের সহিত দিব বলিয়াই স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম।

দ্বি। তারপর?

স। আবদুল গফুর লুৎফউন্নেসার পাণিপ্রার্থী হইয়া আমার নিকট প্রস্তাব করিলে, আমি অস্বীকৃত হই।

দ্বি। তারপরে?

স। তারপরে, আবার কোন একটা বিশেষ কারণে বাধ্য হইয়া আমি গফুরের সহিত লুৎফউন্নেসার বিবাহ দিতে স্বীকৃত হই।

দ্বি। সেই প্রস্তাবই কি ঠিক ছিল?

স। না না,—তাহাও আবার উল্টাইয়া যায়।

দ্বি। কেন সে মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল কেন?

স। সোভাহান ও লুৎফউন্নেসা উভয়েই তাহাতে অসুখী হইবে, ইহা তাহাদের কথার ভাবে স্পষ্টতই বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

দ্বি। তবে আবদুল সোভাহানের সহিত এতদিন বিবাহ দেন নাই কেন?

স। এতদিন কি মহাশয়? সে অধিক দিনের কথা নহে,—এই মাসেককাল হইতে পারে।

দ্বি। আর একটি কথা বলিব,—আমায় ক্ষমা করিবেন। নিতান্ত বাধ্য হইয়াই কথাটা আমার বলিতে হইল।

স। কি?

দ্বি। আবদুল গফুরকে আপনার কন্যা লুৎফউন্নেসা কি ভাল বাসিতেন বলিয়া বিশ্বাস করেন?

স। নিশ্চয়ই না। সে যদি তাহাকে ভাল বাসিত, তবে নিশ্চয়ই আবদুল গফুরের সহিত লুৎফ উন্নেসার বিবাহ হইয়া যাইত। এবং আবদুল সোভাহানকে আমি আমার টাকার অর্দ্ধেক দান করিয়া একটি সুন্দরী মেয়ে দেখিয়া তাহার বিবাহ দিতাম।

দ্বি। কেবল এই কথার জন্যই আমি ধারণা করিতে পারিয়াছি,—আবদুল সোভাহানকে দোষী বলিয়া যে ধৃত করা হইয়াছে, তাহা ভুল; এবং আবদুল গফুরের হত্যাকারী যবনিকার অন্তরালে অবস্থান করিতেছে।

স। একথার দ্বারা আপনি কি বুঝিতেছেন? অথবা কেন ঐরূপ ধারণা আপনার হইতেছে?

দি। মানুষ, মানুষের বুকে ছুরি বসাইয়া যে আপন মরণ ডাকিয়া আনে, তাহার বিশেষ কারণ না থাকিলে, কিছু সেরূপ ঘটিতে পারে না। আমাদের পুলিস বিভাগ হইতে স্থির হইয়াছে, গফুরকে লুৎফউন্নেসা ভালবাসিত, আবার আবদুল সোভাহান লুৎফউন্নেসাকে ভালবাসিত,—আবদুল গফুরের সহিত লুৎফউন্নেসার বিবাহ সম্বন্ধ হয়,—এই সম্বন্ধে সলাবৎখাঁর অমত ছিল,—সলাবৎখাঁর মত হইল, আবদুল সোভাহানকে জামাই করা—কিন্তু মেয়ের মতে আবদুল গফুরকে কন্যাদানে স্বীকৃত হয়েন,—প্রণয়িনী ও সলাবৎখাঁর অতুল ঐশ্বর্য্য হাতছাড়া হয় দেখিয়া আবদুল সোভাহান, আবদুল গফুরকে হত্যা করিয়াছে।

স। ভুল,—সম্পূর্ণ ভুল। লুৎফউন্নেসা আবদুল সোভাহানকেই ভালবাসে বলিয়া আমার বিশ্বাস। আরও যদি পুলিসে যে ধারণায় উপনীত হইয়াছেন, তাহা যদি ঠিক হইত, তথাপিও আবদুল সোভাহানের দ্বারা এই নৃশংস কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারিত না। আমি তাহাকে এতদিন প্রতিপালন করিয়াছি, আমি তাহার স্বভাব-চরিত্র উত্তমরূপ জানি,—সে কখনও পরের অনিষ্ট করিতে প্রস্তুত হয় নাই। জগতে ত্যাগ স্বীকার করিতে তাহার মত কম লোকেই পারে। আমি যদি আবদুল গফুরের সহিত লুৎফউন্নেসার বিবাহ দিতাম, আমার বিশ্বাস, আবদুল সোভাহান হাসিমুখে সে বিবাহে কার্য্য করিত। ত্যাগ স্বীকার করিয়া আবদুল সোভাহানকে কখনও মলিনমুখ দেখি নাই।

দি। আমি যে ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া এই দিনের

কার্য্যে হস্তক্ষেপণ করিয়াছি, আপনার নিকটও তাহাই শুনিতে পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। এখন ভগবানের কৃপায় প্রকৃত দোষীকে ধৃত করিয়া নির্দ্দোষীকে যদি খালাস করিতে পারি, তবে আমার নাম ও যশ রক্ষা পাইবে।

স। যদি যথার্থই আপনার প্রাণের ইচ্ছা ঐরূপ হয়,—ঈশ্বর আপনার সহায় হইবেন।

দ্বি। অদ্য তবে বিদায় হই?

স। আচ্ছা আসুন। কা'ল তবে আদালতে গিয়া সাক্ষাৎ করিবেন।

দ্বি। নিশ্চয়ই যাইব।

স। স্মরণ রাখিবেন,—যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহা উদ্ধার করিতে পারিলে একজন নির্দ্দোষকে মুক্ত করিয়া পরমেশ্বরের কৃপাভাজন হইবেন। আর যদি ইহার ভিতর পুলিসের কারসাজি কিছু থাকে, তবে আপনিই জানেন।

"না মহাশয়; সে সকল কিছু নহে। আপনি আমাকে চিনেন না, আপনার কৌন্‌সিলি ও উকীলমহাশয়েরা আমাকে চেনেন ও আমার সম্বন্ধে বিশেষ জানেন, কা'ল সাক্ষাৎকারে সকল কথা হইবে।"—এই কথা বলিয়া দ্বিজপদবাবু বাহির হইলেন। বাহিরের বারেণ্ডার চিকের আড়ালে একটি সুন্দরী যুবতী স্থিরকর্ণে কথা শুনিতেছিল, দ্বিজপদবাবু বাহিরে আসাতে সে ধাঁ করিয়া গৃহাভ্যন্তরে চলিয়া গেল। কিন্তু তাহার করুণ নয়নের কটাক্ষ যেন দ্বিজপদবাবুর চোখের কাছে বলিয়া গেল,— "দয়া করিয়া তাহাকে মুক্ত করিয়া দিও। তাহার আর কেহ নাই। জগতে সে, সকলের করুণাভিখারী।"

নবম পরিচ্ছেদ।

হাজতে।

তৎপর দিবস প্রত্যূষে উঠিয়া ডিটেক্‌টিভ দারোগা দ্বিজপদবাবু আলিপুর জেলাভিমুখে গমন করিলেন।

সেখানে উপস্থিত হইয়া হাজতের আসামী আবদুল সোভাহানের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

দ্বিজপদবাবু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহাশয়; হাজতে থাকিয়া আপনার বিশেষ কষ্ট হইতেছে?"

উদাস-ব্যঞ্জকস্বরে সোভাহান বলিল,—"হাজতের আসামীর আবার সুখ কোথায়? এ প্রশ্ন কেন করিতেছেন, মহাশয়? আপনি কে?"

দ্বি। আমি একজন পুলিসকর্ম্মচারী।

সো। কষ্টের কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া, একেবারে অপরাধ স্বীকার বিষয়ে অনুরোধ উপরোধ কি আছে, বলিলেই বাধিত হইতাম।

দ্বি। আমি সেজন্যে আসি নাই।

সো। কিজন্য আসিয়াছেন?

দ্বি। আমাকে আপনি আপনার হিতার্থী বন্ধু ভাবিতে পারেন।

সো। পুলিস আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা মোকদ্দমা করিতেছেন,—আমি পুলিসকে হিতার্থী বন্ধু ভাবিব কি প্রকারে?

দ্বি। আপনার কি বিশ্বাস যে, পুলিস আপনার নামে মিথ্যা মোকদ্দমা করিতেছেন?

সো। বিশ্বাস কেন মহাশয়; এ সম্বন্ধে আমি যতদূর জানি, অন্যের তাহা জানিবার সম্ভাবনা নাই। যে, যে কোন কার্য্য যত গোপনেই সম্পাদন করুক,—আপনার মনকে কেহই গোপন করিতে পারে না। আমার মন আমার কার্য্যের সাক্ষী,—আমিত মনে মনে সব জানিতেছি।

দ্বি। আপনি কি বিশ্বাস করেন, যদি আপনার বিরুদ্ধে এই মোকদ্দমা মিথ্যা হয়, তবে আপনার শাস্তি হইতে পারিবে?

সো। নির্দ্দোষের যে সাজা হয় না, তাহা জানি,—কিন্তু পুলিসের চক্রান্তে কি হয়, কেমন করিয়া বলিব?

দ্বি। আপনার কি পুলিসের উপরে বিশ্বাস নাই?

সো। কেবল আমার কেন,—বঙ্গদেশের কাহারও বিশ্বাস নাই।

দ্বি। তাহা ব্যক্তিগত পুলিসের কর্ম্মচারীর চরিত্রগত দোষ বলিতে পারেন,—কিন্তু মোট পুলিসবিভাগ দোষী নয়।

সো। তাহা না হইতে পারে। আসামীগণ ব্যক্তি বিশেষের তদন্তের ফলেই কষ্ট পাইয়া থাকে।

দ্বি। আপনি আবদুল গফুরের হত্যাকারী, কি অপর কেহ, পুলিসবিভাগ এখনও তাহার তদন্তে ক্ষান্ত হইতে পারেন নাই। এখনও তাহার তদন্ত চলিতেছে।

সো। যদি তাহাই সত্য কথা হয়, তবে আমাকে বিচারার্থ হাজির না করিয়া—হাজতে না পচাইয়া, আমার জামিন লইয়া ছাড়িয়া দিয়া অনুসন্ধান সমাপ্ত হইলে, তারপর যে দোষী হয়, তাহাকে বিচারার্থ হাজির করিলেই কি ভাল হইত না।

তখন দ্বিজপদবাবু নিজে যে কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছেন, তাহা উত্তমরূপে আবদুল সোভাহানকে বুঝাইয়া বলিলেন, এবং অদ্য মোকদ্দমা উঠিলে তৎসম্বন্ধীয় উকীল যে আরও কিছু সময় চাহিবেন, তাহাও বলিবেন। অবশেষে বলিলেন, "আমি যে কয়টি কথা জিজ্ঞাসা করিব, বেশ মনে করিয়া তাহার উত্তর দিবেন। আপনার সেই উত্তরের উপরেই আমার অনুসন্ধানের ভিত্তি হইবে।"

আবদুল সোভাহান বলিলেন,—"আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন, আমি যতদূর অবগত আছি, তাহা সমস্তই বলিব। আপনার জিজ্ঞাস্য বিষয় বলিতে থাকুন।"

দ্বি। যেদিন রাত্রে আবদুল গফুর নিহত হয়, সেদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে আপনি ও আবদুল গফুর একত্রে বাহির হইয়াছিলেন কিনা?

সো। হাঁ, আমরা একত্রে উভয়ে বাহির হই।

দ্বি। আপনি যে দর্জ্জির নিকটে আপনার অলষ্টার প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সেই দর্জ্জির সহিত ঐ দিন সন্ধ্যার সময় সেই অলষ্টার গায় দিয়া, তাহার দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কথোপকথন করিয়াছিলেন কিনা?

সো। হাঁ, আমি যেদিন আমার ব্রাউন রঙের অলষ্টার—

যাহা আপনাদের পুলিস-থানায় রক্ষিত হইয়াছে, তাহা গায়ে দিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে আবদুল গফুরের সহিত বাহির হইয়াছিলাম, এবং দর্জ্জির দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দর্জ্জির সহিত কথা কহিয়াছিলাম।

দ্বি। সেখান হইতে কোথায় গিয়াছিলেন?

সো। পঞ্চানন তলায় "বান্ধব-সম্মিলনী" নামে আমাদের একটা আড্ডা আছে। তথায় অনেক ইংরাজী বাঙ্গালা পুস্তক আছে, তাস, পাশা, দাবা আছে; বাঁয়া, তবলা, হারমোনিয়ম আছে। আমরা সকলে চাঁদা দিয়া ঐ সম্মিলনী চালাইয়া থাকি। যাহার যখন অবসর হয়, সে তখন ঐ স্থানে গিয়া স্বেচ্ছামতে কেহ বই পড়ে, কেহ দাবাবড়ে খেলে। সন্ধ্যার পরে গান বাজনা হয়,—মদটাও খাওয়াও কোন কোন দিন চলিয়া থাকে। আমরা সেইস্থানে গিয়াছিলাম।

দ্বি। সেখানে গিয়া সেদিন কি করিয়াছিলেন?

সো। সেদিন রবিবার,—মফঃস্বলের অনেকেই শনিবারে বাড়ী গিয়াছিলেন। চারি পাঁচজনের অধিক সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলাম না। সকলেই মদ খাইয়াছিলাম।

দ্বি। মদ খাইবার সময় অলষ্টার কি আপনার গায়েই ছিল?

সো। না, মহাশয়! আমি সেখানে পঁহুছিয়াই আমার গায়ের অলষ্টার খুলিয়া রাখি। তারপর, মদ খাওয়া হইলে গান বাজনা আরম্ভ হয়। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই আমার ভয়ানক নেশা হয়,—আমি অচৈতন্য হইয়া পড়ি।

দ্বি। তৎপর দিবস সমস্ত দিন বাড়ী যান না কেন?

সো। আমার এত নেশা হইয়াছিল যে, আমি তার

পরদিন সকালে উঠিয়া দাঁড়াইতে পারি নাই। সেরূপ অবস্থায় বাড়ী গেলে, আমার প্রতিপালক সদাবৎখাঁ বিশেষ রূপ বকাবকি করিবেন বলিয়া বাড়ী যাই নাই। হাঁটিয়া যাইবার ক্ষমতাও ছিল না।

দ্বি। কখন আপনার ভালরূপ জ্ঞান হইয়াছিল, এবং শরীর সুস্থ বোধ করিয়াছিলেন?

সো। সম্ভবতঃ বেলা চারিটার পর।

দ্বি। আড্ডায় তখন কে কে ছিল?

সো। আড্ডার চাকর ছিল,—আর বৈকালে দুই একজন বন্ধু আসিয়াছিলেন। হরেন্দ্রনাথ ঘটক, তিনি এটর্ণির ক্লার্ক, আর ছোট আদালতের উকীল যামিনীবাবু—এঁদের দুজনের কথা আমার মনে আছে।

দ্বি। সে কখনকার কথা বলিতেছেন?

সো। তৎপর দিবস বৈকালের কথা।

দ্বি। আপনি সন্ধ্যা হইতে সারারাত্রি যে সেখানে মাতাল হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা কে কে জানে?

সো। যখন মদ খাওয়া আরম্ভ হয়, তখন গফুর ছিল, যামিনীবাবুও ছিলেন,—আর রমেন, হারাধন প্রভৃতি কয়েক-জন ছিল।

দ্বি। আপনি চৈতন্যশূন্য হইয়া সেখানে পড়িয়া থাকিলেন, তাহা তাঁহারা জানেন?

সো। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অল্পক্ষণের মধ্যেই আমার ভয়ানক নেশা হয়, আমি অজ্ঞান হইয়া পড়ি,—সুতরাং ত'রপর কে কে ছিলেন, না ছিলেন—আমার জানিবার উপায় ছিল না।

দ্বি। আপনার অলষ্টার সম্বন্ধে কখন অনুসন্ধান করিয়াছিলেন ?

সো। যখন জ্ঞান হইয়াছিল।

দ্বি। তারপরে কি দেখিলেন ?

সো। দেখিলাম, যেখানে অলষ্টার রাখিয়াছিলাম,—সেখানে অলষ্টার নাই।

দ্বি তারপরে সে সম্বন্ধে আর কোন অনুসন্ধান করিয়াছিলেন ?

সো। হাঁ,—ভৃত্যকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম।

দ্বি। সে কি বলিয়াছিল ?

সো। সে বলিল, আবদুল গফুর মিঞা ও আর একটি বাবু যখন একত্রে বাহির হইয়া যান, তখন সেই বাবুটি বলিলেন,—এই শীতে যাইতে হইবে, কিন্তু আমার গায়ের কাপড়টা বড় পাতলা। আবদুল সোভাহানত অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে, ও আজ আর বাড়ী যাইতে পারিবে না,—উহার অলষ্টারটি লইয়া যাই। আবদুল গফুর মিঞা তাহাকে সম্মতি দিলে, তিনি উহা গায়ে দিয়া লইয়া গিয়াছেন।

দ্বি। ভৃত্য সে বাবুটিকে চেনে ? সে কি আপনাদের আড্ডারই কেহ ?

সো। না। ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করায়, সে বলিল,—সে বাবুটি নূতন। আমি তাঁহাকে চিনি না। তিনি আসিয়া আবদুল গফুর মিঞাকে ডাকিয়া সাক্ষাৎ করেন।

দ্বি। আপনাদের আড্ডা ঘরে যে সকল জিনিষ থাকে, তাহা কাহার জিম্মায় থাকে ?

সো। চাকরেরই তত্ত্বাবধানে থাকে।

দ্বি। সে যদি সে বাবুটিকে না চেনে, তবে আপনার অলঙ্কার তাহাকে ছাড়িয়া দিল, কি প্রকারে?

সো। সেকথা তাহাকে আমি জিজ্ঞাসা করায়, সে ভৃত্য বলিয়াছিল, আবদুল গফুর মিঞা যখন উহাঁকে জানেন এবং অলঙ্কার দিতেছেন, তখন আমার তাহাতে কথা কহা অন্যায় বিবেচনা করিয়াই, আমি সেই নূতন বাবুকে অলঙ্কার লইতে নিষেধ করায় সাহস করি নাই।

আবদুল সোভাহানের কথা শ্রবণ পূর্ব্বক দ্বিজপদবাবু একটুখানি কি চিন্তা করিলেন, তারপর বলিলেন,—"আবদুল গফুর কোন বেশ্যালয়ে গমন করিত বলিয়া আপনি জানেন কি?"

সো। আমাদের আড্ডায় প্রত্যেক মেম্বরকে প্রতিজ্ঞা করিয়া আড্ডায় প্রবেশ করিতে হয় যে, আমরা কেহ বেশ্যালয়ে যাইব না। সেইজন্য আমাদের আড্ডায় মেম্বরগণের মধ্যে কেহই বেশ্যাবাড়ী যায় না। অন্ততঃ প্রকাশ্যে কাহাকেও যাইতে দেখা যায় না। তবে আমাকে লুকাইয়া আবদুল গফুর যেন সোণাগাছি অঞ্চলে কোন বারাঙ্গণার বাড়ী যাতায়াত করিত। সম্ভবতঃ সেখানে সে নিজের নাম ও জাতি ভাঁড়াইয়া যাইত।

দ্বি। আপনি কি করিয়া তাহা অবগত হইতে পারিলেন?

সো। আমাকে মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীটে আমার প্রতিপালকের কোন আত্মীয়ের নিকটে মধ্যে মধ্যে আমার প্রতিপালকেরই কার্য্যোপলক্ষে যাইতে হয়। কোন কোন দিন আবদুল

নিকটে মধ্যে মধ্যে আমার প্রতিপালকেরই কার্য্যোপলক্ষে যাইতে হয়। কোন কোন দিন আবদুল গফুরকে সোণাগাছির এমামবক্স থানাদার লেন হইতে বাহির হইতে দেখিয়াছি। জিজ্ঞাসা করিলে বলিত, এই পথ দিয়া একটু কাজে যাতায়াত করিয়া থাকি।

দ্বি। আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করিয়া আমি অদ্যকার মত বিদায় গ্রহণ করিব।

সো। কি কথা বলুন?

দ্বি। সলাবৎ খাঁর কন্যা লুৎফউন্নেসা বিবির চরিত্র কেমন?

সো। দয়া মায়া স্নেহ প্রভৃতি নারী-জনোচিত সমস্ত গুণই তাঁহাতে আছে।

দ্বি। তিনি কখনও আবদুল গফুরকে ভালবাসিয়া ছিলেন কি?

সো। আমার বোধ হয়, না।

দ্বি। কিসে বোধ হয়?

সো। লুৎফউন্নেসা বিবি রূপবতী ও যুবতী,—সম্ভবতঃ তাহাকে ছাতে বেড়াইতে দেখিয়া আবদুল গফুর তাহার সৌন্দর্য্য-মুগ্ধ হয়, এবং সলাবৎ খাঁর নিকট বিবাহের প্রস্তাব করে, কিন্তু আমার সহিত লুৎফউন্নেসার বিবাহ দিবেন বলিয়া খাঁ সাহেব স্থির করিয়া রাখেন সুতরাং গফুরের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন,—তার পর আবার স্বীকার করেন, কিন্তু লুৎফউন্নেসা ভাবের দ্বারা পিতাকে জানায়, গফুরের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইলে সে নিতান্ত অসুখী হইবে। তাতেই সে বিবাহ বন্ধ থাকে।

দ্বি। আপনি বলিতে পারেন কি, মাঝের বার খাঁ সাহেব

কেন স্বীকৃত হয়েন ?

সো। তাহা আমি ঠিক বলিতে পারি না। তবে একদিন তিনি কি কথায় কথায় বলিয়া ফেলেন,—গফুর বড় নেমকহারাম আমাকে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বদ্ধ করিয়া আমার কন্যার পাণি গ্রহণ করিবে! কিন্তু আমি নিজের পায়ে নিজে কুঠার মারিয়া রাখিয়াছি। সংসার কাহাকেও বিশ্বাস করিতে নাই। আমি বিশ্বাস করিয়া, তাহার উপযুক্ত ফল গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

দ্বি। ইহার পরে এই রহস্য সম্বন্ধে আর কিছু অবগত হইতে পারিয়া ছিলেন কি ?

সো। কিছু না। গোপনে গোপনে তলে তলে উহার অনুসন্ধানে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, কিন্তু কোন প্রকার ফল পাই নাই।

তখন দ্বিজপদ বাবু সেখান হইতে বিদায় হইলেন। আবদুল সোভাহানকে লইয়া গিয়া রক্ষীগণ হাজতে প্রবেশ করাইল।

দশম পরিচ্ছেদ।

দলিলের কথা।

দ্বিজপদ বাবু মোকদ্দামার সময়ে পুলিসকোর্টে উপস্থিত হইলে সলাবৎ খাঁর নিয়োজিত কৌলিন্সও উকীলগণ তাঁহাকে চিনিতে পারিল, তিনি সত্যবাদী ও গোয়েন্দা পুলিসের বিখ্যাত কর্ম্মচারী তাহা সকলেই জানিতেন,—তাঁহার পরামর্শ মতে আবেদন করা হইল। কিন্তু মাজিষ্ট্রেট কিছুতেই সময় দিতে চাহিলেন না, অবশেষে অনেক প্রকার বলাতে দশ দিন মাত্র সময় প্রদান করিলেন।

দেখিতে দেখিতে সে দশদিনও গত হয়। এক সপ্তাহ কালের যবনিকাভ্যন্তর প্রবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে,—আজ আট দিনের বৈকাল, আবার পরশ্বঃ তারিখে আবদুল সোভাহানের মোকদ্দামা উঠিবে।

পবনায় বসিয়া বসিয়া দ্বিজপদ বাবু ভাবিতে ছিলেন, হৃদয়ের একটা সামান্য বিশ্বাসের বলে একটা জিদ করিয়া ভাল করি নাই,—কেন এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে গিয়াছিলাম! এক্ষণে দেখিতেছি, রামশঙ্কর বাবুর এই জয়জয়কার হইল। কিন্তু এখনও আমার দৃঢ় ধারণা, আবদুল গফুর কখনই আবদুল সোভাহানের দ্বারা নিহত হয় নাই। কিন্তু সে বিশ্বাস করিয়া

কি করিব? কোন প্রকারেই এই জটিলতত্ত্বের রহস্য উদ্ভেদ করিয়া উঠিতে পারিলাম না।

দ্বিজপদ বাবু অত্যন্ত বিষণ্ণভাবে চিন্তা করিতেছিলেন,—এদিকে বেলা অবসান হইল। সন্ধ্যার অন্ধকার জগতে ঘেরিয়া বসিল। তারপর আরও অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। তখন তিনি আহারাদি করিতে বাসা বাড়ীতে গমন করিলেন।

আহারাদি অন্তে শয়ন করিতে যাইতেছেন, এমন সময় মনে হইল, একবার সোণাগাছির মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইয়া আসিলে হইত। আবার ভাবিলেন, সোণাগাছি গিয়াই বা কি করিব? যে হত্যা করিয়াছে, সে কি আর সেই স্থানে বসিয়া আছে, না হত্যাকাণ্ডের কথা লোকের সাক্ষাতে বলিয়া বলিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু তাঁহার মনে হইল, যদি কোন স্থানে এই সংক্রান্ত কোন গল্পগুজব হয়, তাহা হইলে কিছু সন্ধান পাওয়াও যাইতে পারে। অনেক স্থলে মদের ঝোঁকের দোষীগণ এরূপ গল্প করিয়া থাকে। বিশেষতঃ আবদুলসোভাহান সে দিন বলিয়াছিল, আবদুল গফুরকে সে সোণাগাছির এমামবক্স থানাদার্স লেন হইতে বাহির হইতে দেখিয়াছে। যদি সেখানে তাহার কোন রক্ষিতা বেশ্যাই থাকে, তাহা হইলেও একটা কোন সূত্রও বাহির হইলে হইতে পারে।

দ্বিজপদ বাবু আর বিলম্ব করিলেন না। অভিসারগামী বাবুর মত পোষাকে পরিচ্ছদ ও গন্ধদ্রব্য মাখিয়া বাসা হইতে বাহির হইলেন, কেবল জামার পকেটে গোপনে যথাবিধি প্রস্তুত একটি পিস্তল পুরিয়া লইলেন। রাত্রি তখন দশটা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

শীতকালের দশটা রাত্রি.—প্রায় রাস্তাই জনশূন্য হইয়াছিল,

বিশেষতঃ সোণাগাছির এমামবক্স থানাদার্স ক্ষুদ্র গলিপথ তখন প্রায় জনশূন্য। বারবিলাসিনীগণও প্রায় গান বাজনা বন্ধ করিয়া দিয়া লেপ বা বিলাতী কম্বলের মধ্যে দেহ পূরণ করিয়াছিল,—কচিৎ কোন গৃহে মিশ্র বেহাগের শেষ তানটুকু কাঁপিয়া কাঁপিয়া শীতের বাতাসের গায়ে মিশিতেছিল।

দ্বিজপদ বাবু মোড় ফিরিয়া যেমন সেই গলি পথে গেলেন, আর একজন খোট্টা ছুটিয়া আসিয়া বলিল,—"বাবু গোলাপকে খুঁজিতেছেন, চলুন চলুন—আমি ডাকিয়া দিতেছি।"

দ্বি। কেন বাপু, তোমার গরজ কি ?

সো। আজ্ঞে বড় বাবু, আপনি কি আমাকে চিনিতে পারিতেছেন না ?

দ্বি। না বাপু; সাত পুরুষের মধ্যে তোমাকেত কথনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়িতেছে না।

খো। আজ্ঞে আমার নাম বংশী।

দ্বি। বংশী ?—তুমি রাত্রি জাগিয়া দালালি করিয়া কত পাও বাপু ?

খো। আজ্ঞে যে দিন যেমন অদৃষ্টে জোটে। আপনি কোথাও বসবেন কি ?

দ্বি। সে জন্য তোমাকে কিছু করিতে হইবে না। আমিই আমার বসিবার স্থান খুঁজিয়া লইতে পারিব।

বংশী বিদায় হইয়া অন্য শিকারের সন্ধানে গমন করিল। দ্বিজপদ বাবু সেই নীরব গলির পথের মধ্য দিয়া গমন করিতে লাগিলেন।

তিনি এ মোড় হইতে আরম্ভ করিয়া ও মোড়ে গমন করেন

আমার তথা হইতে ফিরিয়া এ মোড়ে আসিলেন। ধীর পদ বিক্ষেপে চারি পাঁচবার গমন করিলেন।

সহসা বাঁ পার্শে একটা বাড়ীর দ্বিতল হইতে যেন কাহার রোগজীর্ণ কণ্ঠ হইতে করুণ স্বর উঠিতেছিল; দ্বিজপদ বাবু সে ঘর লক্ষ্য করিয়া সেই স্থানে দাঁড়াইলেন।

সমস্ত নিস্তব্ধ—কেবল সেই করুণ স্বর কাঁপিয়া কাঁপিয়া বায়ুস্তরে মিশিতেছিল। দ্বিজপদ বাবু স্থিরকর্ণে শুনিলেন,—সেই স্বরে বলিতেছে,—"আমি আর বাঁচিব না। মৃত্যু আমার পাপ জীবনকে লইতে আসিয়াছে, এ সময় যদি একবার তাহাকে দেখিতে পাইতাম।"

সে স্বর নিস্তব্ধ হইল। আর এক স্বরে কথিত হইল,—"এখন তাহার দেখা পাইলে কি করিতে?"

যে স্বরে কথা হইল, তাহা সুস্থকণ্ঠ নিঃসৃত স্বর। রোগজীর্ণ কণ্ঠ হইতে যাতনা ব্যঞ্জক করুণ স্বরে কথা হইল,—"সে, সেই আসি বলিয়া গেল, আর আজ কয়দিনের মধ্যে আসিল না। সে বলিয়া গিয়াছিল, দলিলগুলি আমায় ফিরিয়া আনিয়া দিবে, এবং আমার নিকটে যে দলিলখানি আছে, তাহাপ দেখিবে। তার পরে, উকীল আনিয়া লেখাপড়া করিয়া নিবে।"

সুস্থ স্বরে যে কথা কহিতেছিল, সে বলিল,—"তাহাতে তোমার কি উপকার হইবে?"

রো। আমিত চলিলাম,—আর ক দিন? বোধ হয়, দুই এক দিন কাটিবে কি না সন্দেহ। আমি নিজে উত্তমরূপে বুঝিতে পারিতেছি, আমার পাপ জীবন অবসান হইবার আর বিলম্ব নাই। পুণ্যের জীবন হইলে এত দিন বহির্গত হইয়া যাইত, পাপের

জীবন—পরমায়ু ফুরাইয়া গিয়াছে—কেবল যন্ত্রণা সহ্য করিবার জন্য: এই নরক দেহে এখনও আমাকে বাস করিতে হইতেছে।

সু। হাঁ, ঐরূপ লেখাপড়া করিলে, তোমার কি উপকার হইব?

রো। আমার আর কি উপকার হইবে। অধার্ম্মিক—পাষণ্ড সলাবৎ খাঁ আমার লক্ষ লক্ষ মুদ্রা লইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে থাইতেছে, আর আমার বাছা হয়ত কোন্ গৃহস্থের বাড়ী গরু রাখিয়া চাষী হইয়া দুইটা ভাত মুখে দিতেছে। হায় হায়! আমি কি পাষাণী! ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় কোলের ছেলে—তার মায়াও করি নাই, তাকেও ফেলিয়া ঐ পিশাচের সঙ্গে ছুটিয়া আসিয়াছিলাম।

সু। যাহা হইয়া গিয়াছে, এখন আর তাহার জন্য অনুতাপ করিয়া কি হইবে?

রো। অনুতাপ করিতেছি না,—আমার মত মহাপাতকীর আবার অনুতাপ কি? কথাটা তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছিলে, তাই বলিতেছিলাম।

সু। বুঝিতেছি, কথা বলিতে তোমার বড় কষ্ট হইতেছে, কিন্তু আমার কথাটা এখনও শুনিতে পাই নাই।

রো। কি কথা?

সু। ঐ ব্যক্তির সহিত লেখাপড়া করিলে তোমার কি উপকার হইবে?

রো। আমার উপকার হইত না,—কথনও কস্মিন কালে আবদুল গফুর যদি আমার সেই হতভাগ্য পুত্রের সন্ধান করিতে

পারিত, তবে এই দলিলগুলির বলে সলাবৎ খাঁর নিকট হইতে আমার সম্পত্তির উদ্ধার করিতে পারিত।

সু। তুমি আগে কতদিন বলিয়াছ, সলাবৎ খাঁর পরামর্শে সমস্ত সম্পত্তি নিজে রেজেষ্টারি করিয়া বিক্রয় করিয়াছ। তবে আবার কি প্রকারে আবদুল গফুর খাঁ তোমার পুত্রকে পাইলে সে সম্পত্তি উদ্ধার করিতে পারিবে?

রো। বিষয় আমার ছেলের বাপের—আমার নহে। আমি বিক্রয়ের কে?

সু। তখন যে খরিদ করিয়াছিল, সে কি তাহা জানিয়া লয় নাই?

রো। আমার আর সন্তনাদি নাই বলিয়া এবং আমার স্বামী মৃত্যুকালে আমাকে ঐ সম্পত্তির দান বিক্রয়ের অধিকারিণী করিয়া গিয়াছেন, এইরূপ এক জাল দলিল দাখিল করিয়া সম্পত্তি বিক্রয় করা হয়। ঐ জাল দলিলের সলাবৎ খাঁ লেখক ও সাক্ষী হয়।

সু। যদি আবদুল গফুর খাঁ তোমার ছেলেকে খুঁজিয়া পায়, এবং তাহার দ্বারায় মোকদ্দমা রুজু করে, তবে সলাবৎ খাঁ ঐ জাল করার জন্য জেলে যাইতে পারে।

রো। যায় যাক্,—সে ফাঁসি কাষ্ঠ ঝুলুক। উঃ! তাহার কথা ভাবিতে গেলে আমার এই রোগজীর্ণ দেহেতে প্রতিহিংসার আগুণ জ্বলিয়া উঠে। সে ঐরূপ প্রকারে আমার দ্বারা আমার সর্ব্বস্ব হস্ত করাইয়া অবশেষে আমাকে পথের কুটার মত তাড়াইয়া দিয়াছিল।

সু। এ লোকটা সেই, সে দিন গেল—আর ফিরিল না।

এ আসিলে আমার কাজ হইতে পারিত বটে। কবে আসিবে বলিয়া গিয়াছিল ?

রো। তার পর দিন সকালেই আসিবে বলিয়া গিয়াছিল,—কিন্তু সে কতদিন হইল, তবু আসিল না। আমিও আর উঠিতে পারি না যে, একটা লোক পাঠাই।

দ্বিজপদ বাবু রুদ্ধশ্বাসে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কথাগুলা শুনিতে ছিলেন। তাঁহার মনে হইতেছিল, এক মুহূর্ত্তেই যেন আবদুল গফুরের হত্যা রহস্যের জটিল-জাল বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। তিনি ভাবতে ছিলেন, যে সূত্র পাওয়া যাইতেছে—ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই এই হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটিত হইবে, সন্দেহ নাই এবং বাড়ীর দ্বিতল কক্ষ হইতে স্বর উত্থিত হইতেছিল, দ্বিজপদ বাবু সে বাড়ীটি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া স্থির করিয়া রাখিলেন, এবং আরও কি কথা হয়, শুনিবার জন্য স্থির কর্ণে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সুস্থ স্বরে পুনরপি কথা হইল,—"তোমার শরীর কি অত্যন্ত অসুস্থ বলিয়া বোধ হইতেছে ?"

রোগ জীর্ণ কণ্ঠে কথা হইল,—"অসুস্থ ! আমার শরীরের যাতনায় আমি প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুর যন্ত্রণা অনুভব করিতেছি। আমি বড় পাপিনী,আমায় একটু জল দাও। তুমি আমার আর জন্মের কে ছিলে। এই যন্ত্রণার মধ্যে তোমার স্নেহ করুণা না পাইলে আমি এক বিন্দু জলও পাইতাম না।

সুস্থ স্বরে বলিল,—জগতে আমাদের কেহ নাই পরস্পর পরস্পরের রোগ শোকে যদি সাহায্য না করা যায়, তবে আমাদের চলিবে কি প্রকারে ? যাই হোক, সে জন্যে তোমার আর কৃতজ্ঞতা জানাতে হবে না। তুমি তবে জল খেয়ে একটু

ঘুমোও—আমি এখন ঘরে যাই। যদি বিশেষ অসুখ করে, বা কোন্‌ উপসর্গ হয়, আমাকে ডেক।”

রো। তাই যাও—তুমি গিয়া একটু ঘুমাও।

দ্বিজপদ বাবু বুঝিতে পারিলেন, আর তাহাদিগের বিশেষ কোন কথা হইবে না। তখন তিনি যে বাড়ীতে ঐরূপ কথোপকথন হইতেছিল, সেই বাড়ীর দরোজায় গিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং ঠেলিয়া দেখিলেন,—তাহা ভিতর হইতে বন্ধ করা রহিয়াছে। তখন তিনি সেই দরোজার কড়া ধরিয়া পুনঃ পুনঃ শব্দ করাতে একটি লোক ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করিল,—“কে গা?”

দ্বিজপদ বাবু বলিলেন,—“দরোজাটা খুলিয়া দাও।”

যে কথা কহিয়াছিল, সে প্রশ্ন করিল,—“কাকে খোঁজ?”

দ্বিজপদ বাবু উত্তর করিলেন,—“বাড়ীতে যাঁহার অসুখ করিয়াছে,—তাঁহার নাম কি?”

প্র। যাহার নাম জাননা, তাহাকে প্রয়োজন কি?

উ। আমি একজনের প্রেরিত। তিনি অবশ্যই নামটা আমায় বলিয়া দিয়াছিলেন, আমি ভুলিয়া গিয়াছি।

প্র। কোথা হইতে আসিতেছ?

উ। দরোজাটা খুলিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলে ভাল হইত। রাস্তায় দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া ভদ্রলোকের নাম করা কি উচিত?

প্র। কোথা হইতে আসিতেছ না বলিলে—দরোজা খুলিতে পারি না। এত রাত্রে মাতালেরা আসিয়া ঐ রকম উপদ্রব করিয়া থাকে।

উ। আমি মাতাল নহি,—মাতালের কথা শুনিয়া বুঝিতে

পার না ? আমি যাহার কাছে আসিয়াছি, তাহার ভারি ব্যারাম শুনিয়া আসিয়াছি, যদি দরোজা না খুলিয়া দাও, এবং এই রাত্রেই যদি তাহার জীবন বিনষ্ট হয়, তবে তাহার জন্য তোমাদিগকে জবাবদিহি করিতে হইবে।

আর কোন কথা হইল না। দ্বিজপদবাবু শুনিতে পাইলেন, একটা মানুষ খট্ খট্ করিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিতেছে, এবং অল্পক্ষণ মধ্যেই সে দরোজা খুলিয়া দিল,—দ্বিজপদ বাবু বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। যে দরোজা খুলিয়া দিল, সে একটা প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক। তাহার হস্তে একটা আলো ছিল। দ্বিজপদ বাবু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"তুমিই কি আমার সহিত কথা কহিতে ছিলে?"

রমণী বলিল,—"হাঁ।"

দ্বি। আমি বৈঠকখানা রাজার লেন হইতে আসিতেছি।

র। আবদুল গফুর তোমাকে পাঠাইয়া দিয়াছে না কি ?

দ্বি। হাঁ হাঁ—আবদুল গফুরই আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

র। তাই বলিলেইত হইত। এত রাত্রে পাঠাইল কেন ?

দ্বি। চল, উপরে যাই। সেই স্থানে গিয়াই সমস্ত কথা বলিব।

রমণী আলো হাতে করিয়া সিঁড়ির পথে উঠিল। দ্বিজপদ বাবু তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উঠিলেন।

একটা প্রকোষ্ঠে মিট মিট করিয়া ক্ষীণ আলো জ্বলিতে ছিল, এবং সমস্ত গৃহ-মধ্যে রোগীর গাত্র নিঃসৃত গন্ধে বিচ্ছুরিত হইতেছিল,—রমণী সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল,—দ্বিজপদ বাবুও প্রবেশ করিলেন।

মেঝেয় একটা অর্দ্ধ ময়লা শয্যার উপরে কঙ্কালসার একটি রমণী শয়ন করিয়া ছিল। পদ শব্দ পাইয়া সে তাহার রোগ-জীর্ণ মস্তকটি উপাধান হইতে একটু উত্তোলন করিয়া বলিল,—"হরিদাসী নাকি ?"

হ। হ্যাঁ দিদি।

রো। শুতে গেলি, আবার ফিরে এলি কেন ?

হ। এই বাবুটিকে নিয়ে এলুম।

রো। কে বাবু রে ?

হ। আবদুল গফুর একে তোমার নিকট পাঠিয়ে দিয়েছে।

রো। আবদুল গফুর ? সে নিজে আসে নাই ?

দ্বিজপদ বাবু এই সময় একটু অগ্রবর্ত্তী হইয়া বলিলেন,—"না, সে নিজে আসিতে পারে নাই। দুই এক দিনের মধ্যে সে আসিতেও পারিবে না।"

বালিসের উপরে মাথা ফিরাইয়া রোগিণী বলিল,—"আপনি কি সেদিন রাত্রে আবদুল গফুরের সহিত আসিয়াছিলেন।"

দ্বি। না, সেদিন আমি আসি নাই। আর একজন আসিয়াছিল,—আমি আজি নূতন আসিলাম।

রো। গফুর এলোনা কেন ?

দ্বি। তার ভারি বিপদ।

রো। তার ভারি বিপদ ? কি বিপদ মহাশয় ?

দ্বি। সেই সেদিন যে বাবুটি তার সঙ্গে এসেছিল, তার সঙ্গে গফুরের মারামারি হয়,—গফুরই তাকে বেশী রকম মেরেছিল,—তার মাথা কেটে রক্ত বাহির হয়। তাই নিয়ে পুলিসকেস হয়েছে।

রো। আমার ভাগ্যি! সে লোকটা বদমায়েস, তার চোখ দেখেই আ.ম বুঝতে পাচ্ছিলুম। তার নামটা কি?

দ্বি। হাঁ, নামটা আমিও ভুলে যাচ্চি। কি ভাল,—তোমার মনে হচ্চে না?

রো। আমারও মনে নাই। আমার কি মাথার ঠিক আছে! নামটা গফুর কবার ব'লে ছল,—কিন্তু মনে নাই।

হরিদাসী দাঁড়াইয়াছিল, সে বলিল—"ওগো, তার নাম সোভাহান" দ্বিজপদবাবুর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি ভাবিলেন, আমার অনুমান কি ভ্রান্ত! সোভাহান,—সোভাহানই তাহা হইলে এই পৈশাচিক কাণ্ড সম্পাদন করিতে সক্ষম হইয়াছে। মানুষকে চেনা অতি দুর্ঘট!

একটু কি চিন্তা করিয়া রোগিনী বলিল,—"না না, তার নাম সোভাহান নহে, সোভাহানের কথা সে দুই একবার বলিয়াছিল,—তার নাম—সমসের আলি।"

দ্বিজপদবাবুর একটু ভরসা হইল। বলিলেন,—"কৈ, আমিত সমসেরআলিকে চিনিতে পারিতেছি না।"

রো। না, আমিত এর আগে কখনও তাকে দেখি নাই।

দ্বি। লোকটা কেমন ধারা চেহারার বল দেখি?

রো। খুব চোখাপানা গো,—মুখে দাড়ি আছে, নাকের মাঝ খানে একটা কাটা দাগ আছে?

দ্বি। তার গায়ে কি কাপড় ছিল বল দেখি?

রো। একটা অলষ্টার ছিল, সেটার রঙ্গ মেটে মেটে।

দ্বি। তারা এখানে বসে মদ খেয়েছিল?

রো। খুব খেয়েছিল।

দ্বি। তোমার অসুখ—তারমধ্যে বসে মদ খেয়েছিলে?

রো। না, অসুখটা সেদিন এত অধিক ছিল না।

দ্বি। একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই।

রো। কি?

দ্বি। তোমরা কি হিন্দু?

রো। তুমি আমাদের বিষয় কিছু জাননা বোধ হইতেছে,—আমরা হিন্দুমুসলমানে মিশ্রিত। এই পাশাপাশি দুটা বাড়ীতে আমরা যতগুলি বেশ্যা আছি, আমরা হিন্দু মুসলমান উভয়ই গ্রহণ করিয়া থাকি। অন্যান্য বেশ্যাদের সঙ্গে আমাদের চলন নাই।

দ্বি। যে কথা বলিবার জন্য গফুর আমাকে পাঠাইয়াছে, তাহাই শোন।

রো। হাঁা, কি বল?

দ্বি। তোমার অসুখ যদি বড় অধিক হয়, তবে তিনি একজন ডাক্তার নিযুক্ত করিয়া দেন। যে ব্যয় হবে, তিনিই তা দেবেন।

রো। সে তাঁহার দয়া, রোগ বাড়িয়াছে বটে।

দ্বি। সলাবৎখাঁর আচরণ: সম্বন্ধে আমি সকল কথাই গফুরের নিকটে শুনিয়াছি, তাহাতে আমাকে দেহ ভিন্ন—কিন্তু একমন।

রো। আর কি বলিয়াছে?

দ্বি। আর বলিয়াছে, দলিলগুলা যেন সাবধানে রাখা হয়, সে এই মোকদ্দামা অন্তেই আসিয়া সমস্ত ঠিকঠাক করিবে।

রোহিণী ব্যগ্র ও ব্যস্ত ভাবে বলিল হইতে একটু মস্তক একটু উত্তোলন করিয়া বলিল,—“কি, দলিলগুলা কি? সেত আর সকল দলিলই সে দিন লইয়া গিয়াছে, কেবল যে আমার স্বামীর মৃত উইল বলিয়া যে জাল দলিল সলাবৎখাঁ

প্রস্তুত করিয়াছিল, তাই আমার কাছে আছে। সেত ঐ সিন্দুকের মধ্যে আছে। ভাল, সেত সেদিন বড় মাতাল হইয়াছিল, দলিলগুলি হারাইয়া ফেলে নাইত? হয়ত সে আমার মাথা খাইয়া গিয়াছে,হয়ত সে মাতাল হইয়া হারাইয়া ফেলিয়াছে।”

দ্বি। না না, সে দলিল হারাবে কেন? তোমার কাছে যা আছে, তারই কথা শুনিয়াছি।

রো। তা আছে,—ওগো, একটু জল খাব, আমার গলা শুকিয়ে আস্‌চে।

দ্বি। তবে আমি এখন চল্লুম,—এই খবর তাকে দিব। সে বোধ হয়, এখন দুদিন চারদিন আসতে পার্ব্বে না। আমাকে আস্‌তে হবে।

দ্বিজপদবাবু উঠিয়া গেলেন। হরিদাসী তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া দারোজার বাহির করিয়া দিয়া দরোজা বন্ধকরিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সমসের আলি।

প্রত্যূষে উঠিয়াই দ্বিজপদবাবু সলাবৎখাঁর বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সলাবৎখাঁ তাঁহাকে দেখিয়া সমাদরে বসাইল। দ্বিজপদবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—“আপনাদের পরিচিত সমসের আলি কে আছে?”

সলাবৎখাঁ একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"আবদুল গফুরের ভগিনীপতির নাম সমসের আলি। কেন, তাহাকে মহাশয় ?"

দ্বি। একটু প্রয়োজন আছে। সে কি আবদুল গফুরদের বাড়ীতেই থাকে ?

স। না ;—সে তাহাদের বাড়ীতে থাকে।

দ্বি। তার বাড়ী কোথায় ?

স। আসলবাড়ী বোধ হয় চাটগাঁ জেলার ঐদিকে। বর্ত্তমানে সে এই কলিকাতার মৃজাপুরে একটা খোলার বাড়ী ভাড়া লইয়া সপরিবারে বাস করে।

দ্বি। সে কি কাজ করে ?

স। । ঠিক জানি না,—বোধহয় তার একটা কসায়ের দোকান আছে।

দ্বি। তার আর্থিক অবস্থা কেমন ?

স। না, না,—অবস্থা ভাল নয়।

দ্বি। আমি একবার তাহার সন্ধানে যাইব।

স। কেন মহাশয়, তাহাকে কেন ?

দ্বি। আসিয়া বলিব,—বর্ত্তমানে তাহার বাড়ী চেনে, এমন একজন লোক আমার সঙ্গে দিন।

সলাবৎখাঁ ভৃত্য জাফরকে ডাকিয়া বলিলেন, "এই বাবুকে সঙ্গে করিয়া জাফরআলির বাড়ীতে একবারযা,—তারসঙ্গে এর কি দরকার আছে।"

জাফর বলিল,—"আসুন।"

দ্বিজপদ উঠিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া গেলেন। পাঁচ ছয় জন লোক তাঁহাদের অনেক দূরে দূরে রাস্তা দিয়া চলিতে লাগিল।

মৃজাপুরের একটা খোলার বাড়ীর নিকটে গিয়া ভৃত্য জাফর বলিল, "এই বাড়ী।"

দ্বি। তুমি তাঁকে একবার ডাক দাও।

ভৃত্য বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া সমসের আলিকে সঙ্গে করিয়া বাহিরে আনিল।

ভদ্রলোক দেখিয়া সমসেরআলি চমকিয়া দাঁড়াইল। তাহার সমস্ত মুখে যেন ভীতি ব্যঞ্জক চিহ্ন অঙ্কিত হইল।

দ্বিজপদবাবু বলিলেন, "মহাশয়! এ দিকে আসুন। আপনার সহিত একটা বিশেষ কথা আছে।"

থতমত খাইয়া গলা ঝাড়িয়া সে বলিল,—"আমার সঙ্গে কথা? কি কথা মহাশয়? কৈ,আপনাকেত আমি কখন চিনি না।"

দ্বি। আমি আপনাকে চিনি। আমি সোণাগাছির হরিদাসীর বাড়ী যাতায়াত করিয়া থাকি,—আপনি আর আবদুলগফুর সেই রাত্রে তাদের বাড়ীতে বসিয়া মদ খাইয়া যে দলিল লইয়া আসিয়াছিলেন,—আমি সেই গুলার জন্যে আসিয়াছি।

স। দলিল! কি বলিতেছেন মহাশয়? আমি মুসলমান, আমি কি মদ খাই? হরিদাসীকে আমি চিনি না।

দ্বি। বলেন কি মহাশয়? পাপ কথা কি গোপন থাকে,—যে গাড়োয়ানের গাড়ী করিয়া আপনি গফুরকে লইয়া উঠিয়াছিলেন, সে যে আপনাকে বিশেষরূপ চেনে,—মহাশয়! আমাদের চক্ষে ধূলি দেওয়া কি কাহারও সাধ্য আছে?

"তবে আপনি পুলিস"—এই কথা বলিয়া সমসের আলি দৌড় মারিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু দ্বিজপদবাবুর চীৎকারে চারিদিক হইতে পাঁচ ছয় জন বলবান লোক আসিয়া তাহাকে

জড়াইয়া ধরিল, এবং তখনই সমসের আলির হস্তদ্বয়ে লুকায়িত শৃঙ্খল বাহির করিয়া পরাইয়া ফেলিল। যাহারা সমসেরকে ধৃত করিল, তাহারা সকলেই পুলিসের লোক। ছদ্মবেশে দ্বিজপদ বাবুর দূরে দূরে আসিতেছিল।

আর একজন লোক,—সেও পুলিসের কনষ্টেবল, একটা মোট মাথায় করিয়া সাধারণ মুটের ভাবে রাস্তার উপর দিয়া যাইতেছিল, সে আসিয়া দ্বিজপদবাবুর নিকটে তাহার মাথার মোট নামাইল। পুলিসকর্ম্মচারীগণ, তাহার মধ্য হইতে যাহার যে পোষাক বাহির করিয়া লইয়া পরিধান করিল।

তৎপরে সমসের আলির বাড়ী থানা তল্লাসী করিয়া তাহার হাত বাক্সের মধ্য হইতে কতকগুল দলিল বাহির করিয়া লইয়া, তাহাকে থানার হাজতে প্রেরণ করিয়া দ্বিজপদবাবু সলাবৎখাঁর বাটী অভিমুখে গমন করিলেন।

তখন বেলা প্রায় আটটা বাজিয়া গিয়াছিল। সলাবৎখাঁ বাটীর মধ্যে স্নানাদি করিতে গমন করিয়াছিলেন। দ্বিজপদবাবু সেখানে উপস্থিত হইয়া ভৃত্যকে বলিলেন,—"তোর মনিবকে ডাকিয়া আন্।"

ভৃত্য জাফর বাড়ীর মধ্যে গিয়া তাহার প্রভুকে ডাকিল, এবং সমসের আলির সংবাদ জানাইল। সমসেরকে সহসা কেন ধৃত করা হইল, তাহা সলাবৎখাঁ বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। কৌতূহল চিত্তে তিনি বাহির হইয়া আসিয়া দ্বিজপদ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, এবং সমসেরকে ধৃত করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

দ্বিজপদবাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"বোধ হয় আমার সমস্ত

চেষ্টা সফল হইয়াছে। আমি বোধ হয়, আবদুল গফুরের প্রকৃত হত্যাকারীকে ধৃত করিতে সক্ষম হইয়াছি। চলুন, ঘরের মধ্যে চলুন,—আপনার নিকটে অনেক কথা জানিবার আছে।"

সলাবৎ খাঁ অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিলেন,—"অ্যাঁ, বলেন কি? আপনার কথারভাবে বোধ হইতেছে, সমসের গফুরকে হত্যা করিয়াছে। কিন্তু তাহা কি সম্ভব। গফুর যে, সমসের আলির সম্বন্ধী! সে তাহাকে হত্যা করিবে কেন?"

দ্বিজ। আপনার সহিত যে কথার আমি আলোচনা করিব, তাহাতেই কেন হত্যা করিয়াছে, সম্ভবতঃ তাহার কারণ বাহির হইয়া পড়িবে।

তখন সলাবৎ খাঁ ও দ্বিজপদবাবু উভয়ে বৈঠকখানা গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া ফরাসের উপরে উপবেশন করিলেন। একটি বালক সেখানে বসিয়া তাহার পাঠ্যমুখস্থ করিতে ছিল, দ্বিজপদ বাবু তাহাকে উঠিয়া যাইতে আদেশ করিলে, সে তাহার পুস্তক গুটাইয়া লইয়া চলিয়া গেল।

তখন দ্বিজপদবাবু সলাবৎ খাঁর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনাকে আমি যে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিব, প্রকৃত উত্তর দিবেন। কথাগুলি অবশ্য আপনার পক্ষে খুব ভাল কথা নহে' তবে আমি আপনাকে এই কথা বলিতে পারি যে, আমার দ্বারা আপনার কোন প্রকার অনিষ্ট হইবে না।"

বিস্ময়াপন্ন দৃষ্টিতে দ্বিজপদ বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া সলাবৎ খাঁ বলিলেন,—,'আমার পক্ষে মন্দ কি মহাশয়?"

দ্বিজ। বলিতেছি, কিন্তু আপনি কদাচ মিথ্যা বলিলেন না। কথা সরলভাবে সত্য বলিয়া যাইবেন,—আমি আপনার উপকার

ভিন্ন অপকার করিব না। কিন্তু স্মরণ রাখিবেন, জানিতে কোন কথা আমার বাকি নাই,—আমার নিকট যদি আপনি মিথ্যা বলেন, তবে সেই সকল কার্য্যের প্রমাণপ্রয়োগ সংগ্রহ করিয়া আমাকে মোকদ্দমা চালাইতে হইবে,—তাহাতে "কেঁচো খুঁড়িতে সাপ উঠা" যাহাকে বলে,—তাই হইবে। আপনার বিশেষ অনিষ্ট হইতে পারিবে।

সলা। আপনার কথা আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

দ্বিজ। বলিলেই বুঝিতে পারিবেন।

স। তবে বলুন, আমার কেমন একটা কৌতূহল জন্মিতেছে।

দ্বি। আপনি দেশ হইতে একটি বিধবা স্ত্রীলোককে বাহির করিয়া আনিয়া তাহার স্বামীর সম্পত্তি—জমিদারি প্রভৃতি তাহাকে দিয়া বিক্রয় করান, তার পরে সেই টাকাগুলি নিজে লইয়া এবং কিছুদিন ঐ স্ত্রীলোককে রাখিয়া তারপরে তাড়াইয়া দেন, সেই স্ত্রীলোকটি এখন এমামবাড়ীথানাদার্স লেনে অবস্থিতি করিতেছে?

সলাবৎ খাঁর চোখমুখ দিয়া আগুণের ঝলক বাহির হইয়া পড়িল,—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন ঘুরিয়া উঠিল। বলিলেন,—"আপনি কি বলিতেছেন?"

দ্বি। আমি যাহা বলিতেছি, তাহা সকলই সত্য, ইহার একবর্ণও মিথ্যা নহে। আমি নিজে সেই রমণীর নিকট সকল শুনিয়া আসিয়াছি, এবং সেই দলিলপত্রের অধিকাংশই আমার হস্তগত হইয়াছে,—আর আমার নিকটে একবর্ণও মিথ্যা বলিবেন না। মিথ্যা বলিয়া কোন লাভ নাই;—লাভের মধ্যে এই হইবে যে, আপনার আমা দ্বারা যে সুবিধা ঘটিত, তাহা আর ঘটিবে না।

সলাবৎ খাঁ এক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"ওঃ! আপনাকে ধন্যবাদ! আপনার বুদ্ধিমত্তাকে ধন্যবাদ! আপনি যে এই সকল অতি গুপ্তরহস্যের জটিলজাল বিচ্ছিন্ন করিয়া এই হত্যা রহস্যের উদ্ভেদ করিয়াছেন, ইহাতে আপনাদের সহস্র সহস্র ধন্যবাদ দিলেও যথার্থ কৃতজ্ঞতা জানান হয় না। আপনার নিকটে আর একবর্ণও গোপন করিব না। সমস্তই বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

আমি আমাদের দেশে এক জমিদারের বাড়ীতে নায়েবী কাজ করিতাম। জমিদার আমাদের স্বজাতি, তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় সহধর্ম্মিনীর সহিত আমার অবৈধ প্রণয় হয়। কেবল প্রণয়ে প্রবৃত্ত হইয়া আমার বাসনার তৃপ্তি হয় নাই—জমিদারের সম্পত্তি হস্তগত করিবার জন্য সেই রমণীকে দিয়া সমস্ত বিষয় বিক্রয় করাই। তারপরে, গোপনে সেই রমণীকে লইয়া এই কলিকাতা সহরে চলিয়া আসি। এখানে আসিয়া সেই অতুল অর্থে আমরা উভয়ে কাল কাটাইতেছিলাম। আমার স্ত্রী ইহার পরে মরিয়া গিয়াছিল,—এক শিশুকন্যা ছিল। সেই কন্যা লুৎফ-উন্নেসা। লুৎফউন্নেসাও আমাদের নিকট থাকিত। কিন্তু হায়! যাহার চরিত্র একবার বিপথে যায়, তাহাকে আর ঠিক রাখা কঠিন। সেই রমণী আমার এক পাচকের সহিত অবৈধ প্রণয় করে; আমি তাহা জানিতে পারিয়া তাহাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেই। আমার ভ্রমক্রমে তাহার নিকট যে দলিল-পত্র ছিল তাহা লওয়া হইয়াছিল না! দলিলের জন্য আমার এতকাল কোন ক্ষতি হইয়াছিল না। সেই রমণী সোণাগাছি গিয়া আশ্রয় লয়,—তাহাও আমি জানিতাম, এবং ঐ দলিল

গুলি পাইবার জন্য আমি বিধিমতে চেষ্টা করিয়াছিলাম কিন্তু, পাই নাই। এ সকল কথা আর কেহ জানিত না, কেবল ও বাড়ীর বড় মিঞা অর্থাৎ আবদুল গফুরের পিতা জানিত। সেই জন্যই আমার অত বড় বাড়ীটা তাহাকে বিনামূল্যে বাস করিতে দিয়াছি,—নামে কুড়ি টাকা ভাড়া, কিন্তু সে একটি পয়সাও দেয় না। যাহাহউক এইরূপে এই দীর্ঘকাল কাটিয়া গিয়াছে।

লুৎফউন্নেসাকে বিবাহ করিবার জন্য আবদুল গফুর প্রস্তাব করে, তাহা আপনি শুনিয়াছেন। এবং প্রথমে আমি সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করি, তাহাও পূর্ব্বে বলিয়াছি,—কিন্তু তারপর যে আবার স্বীকার করিয়া ছিলাম, তাহার কারণ এই,—গফুর আসিয়া আমাকে বলে, যদি আমার সহিত লুৎফ উন্নেসার বিবাহ না দাও, আমি সেই রমণীর দ্বারা মোকদ্দমা রুজু করাইব, এবং সেই দলিল আনিয়া ফেলিব। তাহা হইলে আমার দুইটি বিপদ হইত, এক জাল করার অপরাধে জেল হইত, আবার আমার সংক্রান্ত টাকাকড়ি তাহার হইত। কাজেই সেবার স্বীকৃত হই। তারপরে যখন আবার অস্বীকার করি, তখন গফুরকে বলি—তুমি যদি ঐ দলিলগুলা আমাকে আনিয়া দিতে পার, এবং লুৎফউন্নেসার পাণিপ্রার্থী না হও, তোমাকে কুড়ি হাজার টাকা দিব।" গফুর হাঁ কি না কোন প্রকার মতামতই জানায় নাই,—দিনগুলা এইরূপেই কাটিতেছিল, আমিও যে, সোভাহানের সহিত লুৎফ উন্নেসার বিবাহ দিব, তাহাও পারিতেছিলাম না;—কেন না, ঐ গোলাযোগটা যত দিন চুকিয়া না যাইতেছিল, ততদিন ভাবনাই যাইতেছিলনা।

হাঁ, আপনাকে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, সেই জমিদারের একপুত্র ছিল। পিশাচী—সে শিশু পুত্রের দিকেও চাহে নাই। পাছে ভবষ্যতে সেই পুত্র বড় হইয়া আবার বিষয়ে দাবি বা কোনপ্রকার মোকদ্দমাদি করে, এই জন্যও বটে, কিঞ্চিৎ করুণা করিয়াও বটে, আমি ঐ ছেলেটিকে সাধারণে যাহাতে আর চিনিতে না পারে, এই মতলবে শিশুটিকে আমার কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে রাখিয়া আসি,—এবং বড় হইলেও ঐ স্ত্রীলোকটি আমায় বাড়ী হইতে গেলে এখানে লইয়া আসি, তাহার পরিচয় জগতে আর কেহই জানিত না, আ'জ আপনাকে বলি,—সেই জমিদারের ছেলে ঐ আবদুল সোভাহান। তখন উহার নাম ছিল নেজাম উদ্দৌল্য। আর আমার বলিবার কিছুই নাই,—যাহা বলিবার ছিল, সমস্তই বলিলাম, এখন আপনার যাহা কর্ত্তব্য করিবেন।"

"তবে এখন বিদায় হই" বলিয়া দ্বিজপদবাবু চলিয়া গেলেন। সেই যাওয়াতেই তিনি সোণাগাছি সেই রমণীর বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলেন, কিন্তু কি দুর্ভাগ্য! রমণী তখন আর নাই—তাহার জীবন প্রদীপ জন্মের মত নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছিল। স্থানীয় পুলিসের সাহায্যে দ্বিজপদবাবু তাহার রক্ষিত আলমারির মধ্য হইতে যে দলিল খানি ছিল, তাহা বাহির করিয়া লইয়া চলিয়া গেলেন।

সমসেরআলি আদালতে অপরাধ স্বীকার করিল। সে বলিল, "আমি গফুরের নিকটে জানিতে পারি,ঐ দলিলগুলি ফিরিয়া পাইলে সলাবৎখাঁ কুড়ি হাজার টাকা দিবে। তাই সে দিন তাহাকে খুব অধিক পরিমাণে কৌশল করিয়া মদ খাওয়াই—তারপরে

গাড়ীতে খুন করিয়া দলিলগুলি লইয়া প্রস্থান করি। মনে ইচ্ছা ছিল, এই গোলোযোগটা একটু নিবৃত্তি পাইলে তবে সলাবৎ খাঁর নিকট হইতে দলিল দিয়া টাকা লইব। কিন্তু পাপের ফল পাইলাম—ধরা পড়িয়া রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইলাম।

বান্ধবসম্মিলীর ভৃত্য সাক্ষী দিল, এই ব্যক্তিই আবদুল সোভাহানের অলঙ্কার লইয়া আবদুল গফুরের সঙ্গে বাহির হইয়া যায়। হরিদাসীর সাক্ষীতে প্রকাশ হয়, আবদুল গফুরের সহিত এই ব্যক্তিই মদ খাইয়া দলিল লইয়া যায়।

জজসাহেব সমসের আলিকে প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। আবদুল সোভাহান নির্দ্দোষ প্রমাণ হওয়ায় সসম্মানে মুক্ত হইলেন। রামশঙ্করবাবু লজ্জায় ম্রিয়মান হইয়া দ্বিজপদবাবুর বুদ্ধিমত্তাকে ধন্যবাদ দিলেন।

রমণীর মৃত্যু হওয়ায় সলাবৎখাঁর নামে অভিযোগ করিবার কেহ ছিল না। এক জমিদারের পুত্র আবদুল সোভাহান,—সে সলাবৎখাঁর সুন্দরী কন্যা ও ষোল আনা সম্পত্তি পাইয়া আনন্দনীরে ভাসমান হইল,—সে কি আর অভিযোগ করিতে যায়?

সম্পূর্ণ।